সুপ্রভাত সিডনি ™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, June 2019, Volume-6, No-10 | ISSN 2202-4573 | www.suprovatsydney.com.au

বাংলাদেশের ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে একজন প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভূমিকা

সুপ্রভাত সিডনি বিশেষ প্রতিবেদন

আজ থেকে ঠিক আটত্রিশ বছর আগের এক বর্ষণমুখর রাত। ১৯৮১ সালের ৩০ মে। এই রাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে ঘাতকের বুলেটবৃষ্টির শিকার হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের মাত্র এক দশকের মাথায় হত্যাকান্ডের শিকার দ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তিনি। সেই কালোরাতের পর প্রায় চার দশক সময়কাল পেরিয়ে গেছে, কিন্তু আজও তিনি দেশপ্রেম ও মানবাধিকারের আলোচনায় বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র হিসেবে নিজের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন। দলমত নির্বিশেষে সবাই বুঝেন, এমনকি অনেকে প্রকাশ্যে মুখে স্বীকার না করলেও জানেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন গত প্রায় অর্ধশতক সময়কালের ভেতরে দেশের একমাত্র নেতা যিনি জীবিত থাকলে এবং নিজের কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রাখতে পারলে বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা নিশ্চিতভাবেই ভিন্নতর হতো।

জিয়াউর রহমানের চরিত্রে ছিলো অনমনীয় এক পেশাদারিত্ব এবং অনন্য সাহসের সমন্বয়, যা পলিমাটির এই নরম ব-দ্বীপের আবেগী মানুষদের মাঝে সচরাচর দেখা যায় না। জাতির চুড়ান্ত সংকটমুহূর্তে একজন মধ্যমপর্যায়ের সেনাকর্মকর্তা হয়েও বিনাদ্বিধায় মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়া থেকে শুরু করে স্বল্পসময়কালীন দেশ পরিচালনার সুযোগে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আত্মসম্মানের সাথে নিজস্ব অবস্থান নিশ্চিত করা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

See page 3, Hon Jason Clare MP Eid Greetings

সুপ্রভাত সিডনি বাংলাদেশ থেকে ব্রাউজ করুন ● পৃষ্ঠা-১৩

অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ডিম থেরাপি... ● পৃষ্ঠা-১৫

ইসলামিক কাউন্সিলের ইফতার মাহফিল ● পৃষ্ঠা-১০

শাপলা সিটি প্রাইভেট লিমিটেড ● পৃষ্ঠা-১৯

YOUR FAMILY CHEMIST
BASSAM DIAB, B.Pharm. M.P.S.
At your family chemist we endeavor to give you and your family the best advice, the best service and best price
LET'S TALK PRICES!
We BEAT & MATCH most advertised prescription prices In Sha Allah
TRY US OUT!
Eid Mubarak
Agent for Diabetes Australia
Health care Monitoring machinery
Blood Pressure Machine, Blood Glucose Machine
Huge collection of perfumes and other cosmetics
We have experienced and professional pharmacists
"WE HAVE YOUR HEALTH INTEREST AT HEART"
We Open 6 Days
90 years of Chemist Experience
প্রতি দিনের মূল্য হ্রাস
New Branch in Punchbowl
Open now. Address: 757 Punchbowl Road, Punchbowl, NSW 2196, Tel: 02 9790 2377
62 Haldon Street, Lakemba Nsw 2195, Ph: 02 9759 1013

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Advisor
Shahidul Islam
(Malaysia)

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
M.A Bashar, Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa
Syed Anwarul Kabir (Fuad)

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

বিগত মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নির্বাচন। আগামী তিন বছরের জন্য দেশটি কারা চালাবে, তা জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। এবারের নির্বাচনপূর্ব জরিপে বিরোধী দল লেবার পার্টির বিপুল সম্ভাবনার কথা উঠে আসলেও শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে অধিক সংখ্যক ভোট পেয়েছে সরকারী দল লিবারেল এন্ড ন্যাশনাল পার্টির সদস্যরাই। তাদের এ বিজয় এতোটাই অপ্রত্যাশিত ছিলো যে প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন নিজেই একে অলৌকিক এক বিজয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ান সরকারের কার্যসূচিতে অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি সবসময়েই অভিবাসন প্রসঙ্গ সঙ্গত কারণেই প্রভুত গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এ কারণে এ দেশের অভিবাসীরা মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর অভিবাসন নীতি সম্পর্কে চিন্তিত থাকেন। এ বছরের নির্বাচনে দেখা গিয়েছে দেশটির অভিবাসী জনগোষ্ঠীর মাঝে ধীরে ধীরে রাজনীতি সচেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা আশা করবো, যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সবসময়েই যথাযথ গুরুত্ব পাবে।

পাশাপাশি বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত অভিবাসী হিসেবে এদেশের নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতাও আমাদের জন্য মুল্যবান। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি স্বাধীন হওয়ার দীর্ঘদিন পর একানব্বই সালে এসে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করেছিলো, কিন্তু তার দুই যুগ অতিবাহিত হওয়ার আগেই সেই কাঙ্খিত গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার বাস্তবায়নের সমাজের স্বপ্নটি মুখ থুবড়ে পড়েছে। বাংলাদেশ এখন সারাবিশ্বে পরিচিত মধ্যরাতের নির্বাচনের দেশ হিসেবে। দেশে নির্বাচনের বিষয়টি এতোটাই প্রহসন এবং অর্থহীন এক ঘটনায় পরিণত হয়েছে যে এখন স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনের সময়েও শুন্য ভোটকেন্দ্রগুলোতে গরু-ছাগল-কুকুর ইত্যাদি নির্বোধ প্রাণীরা ঘুরে বেড়ায়।

এমন একটি দুর্ভাগা দেশ থেকে আসা প্রবাসীদের জন্য সভ্য একটি দেশের সুষ্ঠ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু এ অভিজ্ঞতা তখনই অর্থবহ হবে যখন আমরা এ ধরণের সুষ্ঠ একটি ব্যবস্থা আমাদের নিজ মাতৃভূমিতেও বাস্তবায়ন করার চিন্তা ও চেষ্টার সাথে যুক্ত হবো। আমরা আশা করি, কোন একদিন দুঃশাসন এবং দুর্নীতির করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশের আপামর জনগণও এমন ধরণের শান্তিপূর্ণ ও যথাযথ নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদের হাতে দেশের নেতৃত্ব তুলে দেয়ার সুযোগ পাবে।

বিগত মাসের একদম শেষপ্রান্তে ৩০ মে ছিলো বাংলাদেশী জাতীয়বাদের স্থপতি ও বাংলাদেশী আত্মপরিচয়ের সূচনাকারী স্বপ্নদ্রষ্টা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৩৮ তম শাহাদাতবার্ষিকী। আমরা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। একই সাথে দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা দেশের শত্রুদের হাতে তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী এবং অবিসংবাদিত গণতান্ত্রিক নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বন্দীদশারও নিন্দা জানাই। আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান সংকট থেকে দেশকে মুক্ত করতে যে ধরণের সর্বজনগ্রহণযোগ্য এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রয়োজন তা বেগম খালেদা জিয়ারই রয়েছে। তিনিই হতে পারেন বাংলাদেশের নির্যাতিত ও অধিকারবঞ্চিত মানুষদের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রপথিক। অন্যায় বন্দীদশা থেকে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তিতে ভূমিকা রাখার জন্য আমরা আন্তর্জাতিক মহল ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতি আহবান জানাই।

সর্বোপরি আন্তর্জাতিক ও দেশীয় নানা ইতিবাচক ও নেতিবাচক ঘটনার পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে এ মাসেই পালিত হচ্ছে মুসলিমদের পবিত্র মাস মাহে রমজান। এ মাসে সিয়াম সাধনা এবং ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করে যাচ্ছেন অযুত-কোটি মুসলিম মানুষেরা। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সকলের ইবাদত ক্ববুল করেন। পবিত্র এ মাসের সমাপ্তিতে নতুন চাঁদের আগমনে সারা বিশ্বের মুসলিমরা মেতে উঠবেন ঈদের খুশীতে। সুপ্রভাত সিডনি সকল সম্মানিত পাঠক, লেখক, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা সহ সবার প্রতি থাকলো ঈদের শুভেচ্ছা, ঈদ মোবারক।

Omrah Hajj
Authorized Omrah Agent
LTC
Lakemba Travel Centre
Lakemba Travel Centre
Eid Mubarak
Please Contact Now
8/61-67Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
বাংলাদেশের টিকিটে এখন আমরাই অপেক্ষাকৃত সস্তা
ইকবাল- ০৪৫০ ২৩৪ ৭৮৬
02 9750 5000 P
02 9750 5500 F
info@lakembatravel.com.au E
www.lakembatravel.com.au W

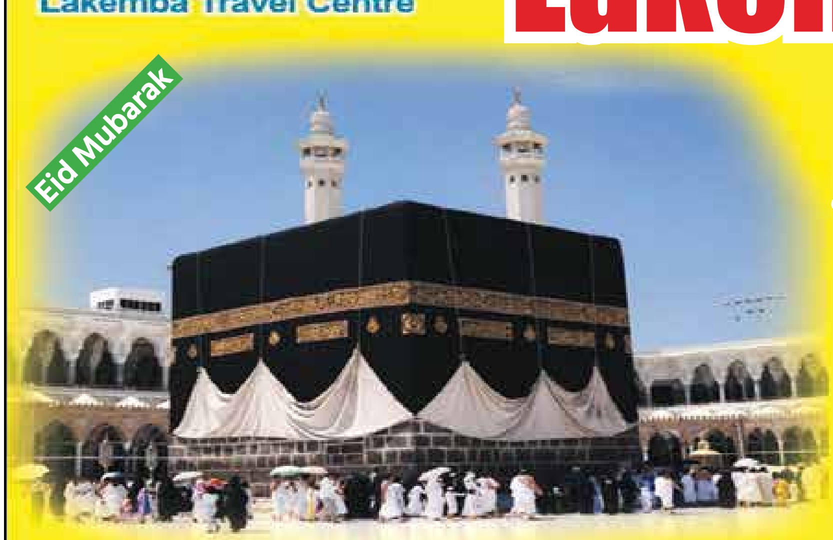

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Research Participants Needed for a Dementia Research Project

Suprovat Sydney report

Dr. Nahar Nurunnaher, Researcher (Flinders University, Adelaide, South Australia) and University Teacher (Associate Professor, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh), College of Nursing and Health Sciences, Flinders University of South Australia, SA, Australia, (email: nuru0001@flidners.edu.au) currently looking for Participants in the community for exclusive interview about 'Migrant Muslim People with Dementia and their family Carers' issue.

Research title: Living with dementia: The perspectives and experiences of persons with dementia and their carers from a Muslim background in Australia

Purposes of the study

The main purpose of this research is to understand the perspectives and experiences of persons with dementia and their family carers from a migrant Muslim background in Australia.

In doing so, this research aims to develop a model of dementia care to meet the needs and expectations of Muslims people living with dementia and their family caregivers in this country.

In the long run, it may help migrant Muslim people with dementia and elderly people to make an informed decision on reception of professional and residential care homes services.

What will participants be asked to do?

Participants will be invited to attend a one-on-one interview with the researcher in which they will be asked to share their experiences of dementia, challenges living with dementia, coping strategies and expectations and needs of dementia support.

The interview will take about 45-60 minutes. The interview will be audio recorded using a digital voice recorder to help with reviewing the results.

Participants will also be asked to record their lived experiences in a written or digital diary for a set period (i.e. around a week after the interview); which will take about 10-minutes per day. The recordings will be sent to the researcher later.

What benefit will participants gain from being involved in this study?

As participants participate in the interviews and write, or record diary followed by the interview, they will get chance to share their experience that may help them to relive stress and anxiety. In addition, they will

get an opportunity to comment on the current dementia services, their expectations for services that are sensitive to their religious beliefs and cultural values and their perception toward nursing home placement. In doing so, participations will contribute to reduce their own stress and anxiety by sharing their experience in a confidential discussion with the researcher.

In future, it may help the community service delivery providers and nursing homes to understand the needs and expectations of all Muslim people living with dementia in Australia.

This research is also to help the government of Australia to ensure that everyone and every community receive equal dementia service delivery regardless of their religion and race.

Therefore, participants will contribute to the community by sharing their experience as well. In the long run, it may affect policies and practices in Australia and elsewhere in the world catering Islamic-sensitive services for Muslim people with dementia and their family members.

Will participants be identifiable by being involved in this study?

No, participants will not be identifiable by participating in the interview and by writing/recording the diary. To maintain anonymity at all time, every identifying information will be removed, and their comments will not be linked directly to them. All information and results obtained in this study will be stored in a secure way, with access restricted to relevant researchers.

Are there any risks or discomforts for participants?

The researcher anticipates few risks from participants' involvement in this study. The key burden for them would be time for the interview. In addition, it is anticipated that participants may have emotional discomfort, anxiety, feelings of distress or embarrassment sharing personal stories during interviews. In such situation, it is expected that the researcher will offer them a break, may reschedule the interview, may offer them to withdraw from the research and/or offer them a help from the counselling services from Dementia Australia and lifeline (13 11 14) that may help them to recover the upsetting moment.

Please be informed that interview participation will be anonymous. Participants' identity, privacy and confidentiality will be strictly maintained throughout the whole research. Skype interviews will be offered for distant participants.

How will participants inform their consents to the researcher?

Upon reception of contact information of the researcher, participants are expected to contact the researcher to inform their interest to participate in the research. Then they will be sent to the intended participant an information pack for their informed consent. A consent form will accompany this information pack. If someone agrees to participate, he/she will be required to read and sign the form and send it back to me via email (nuru0001@flinders.edu.au) or at the College of Nursing & Health Sciences, Sturt Buildings, Flinders University, GPO Box 2100, Adelaide, SA 5001. This is to highlight that participation is voluntary and participants are free to withdraw from the interview at any time without effect or consequences.

Recognition of contribution / time / travel costs

If someone would like to participate, in recognition of their contribution and participation time, they will be provided with a $25 Coles or Woolworths Gift card. This voucher will be provided to them immediately after completion of the interview.

How will I receive feedback?

On project completion, outcomes of the project will be given to all participants personally or via community organisations if they ask for it.

Will participants have the control over the Data?

They will have control in the immediate reporting as they may refuse to answer any question, revise any information shared, or may withdraw from the research anytime during and after data collection. In addition, if they would like to review transcription of data after data collection and transcribing completed, they will contact the researcher via email or phone provided above.

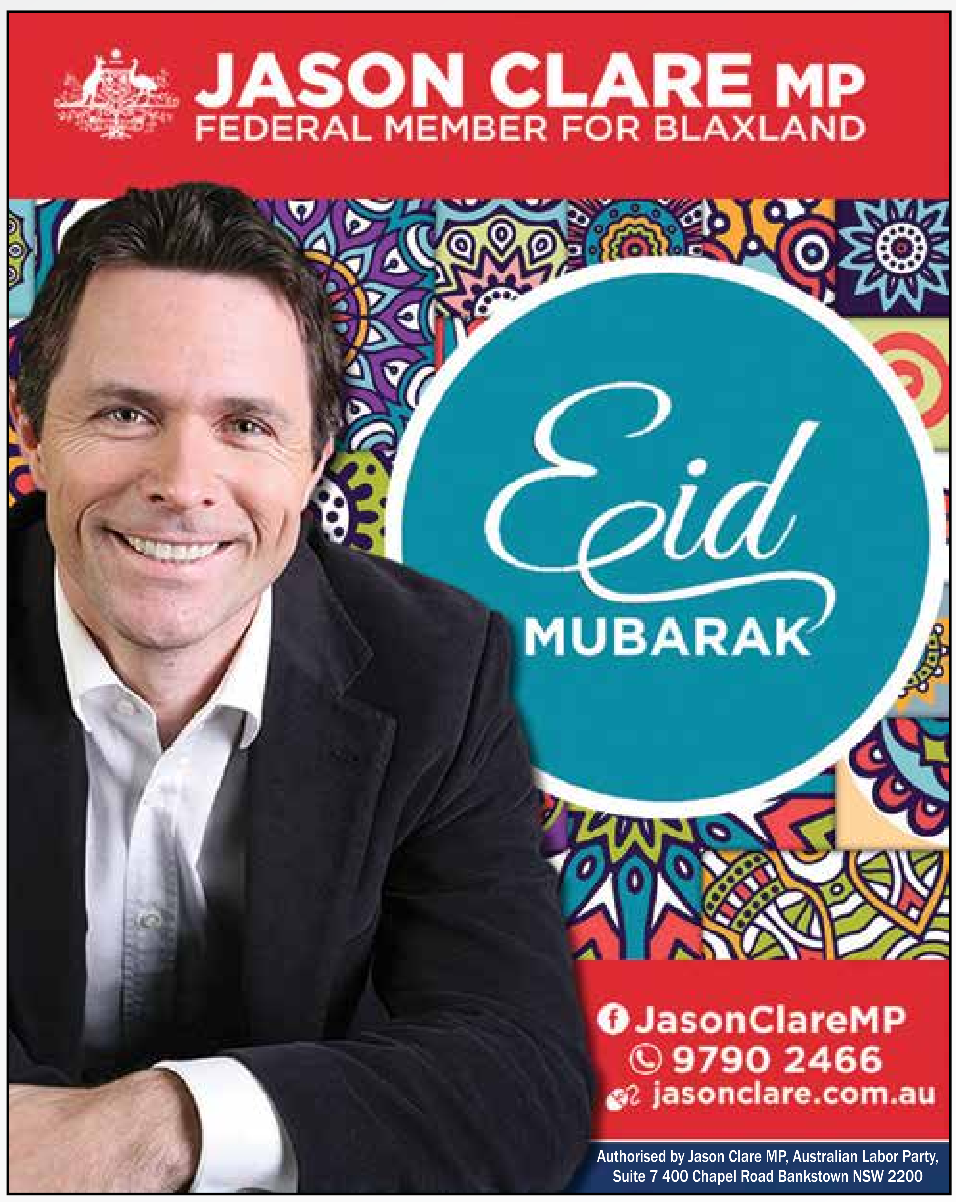

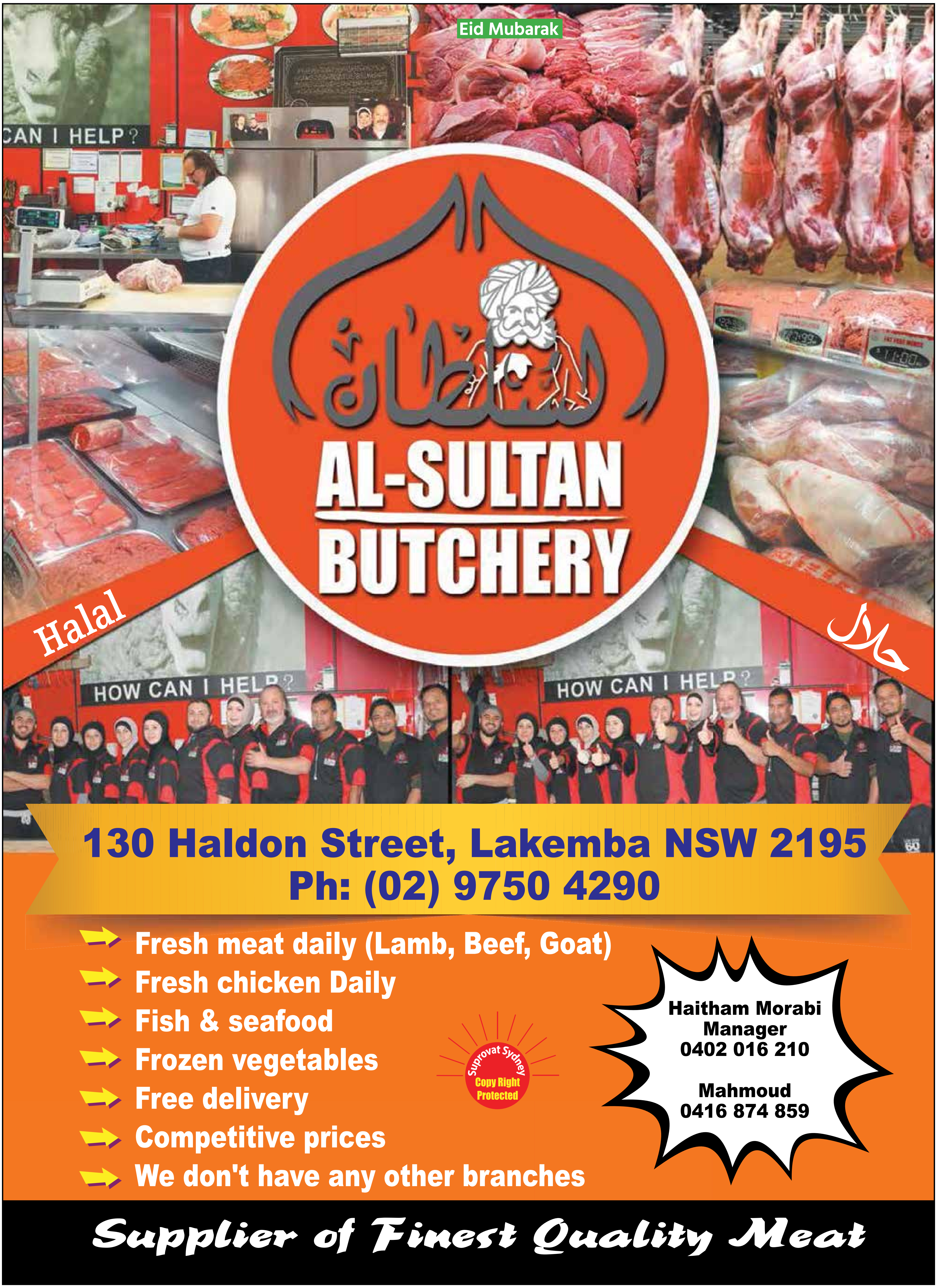
Eid Mubarak
CAN I HELP?
السلطان
AL-SULTAN
BUTCHERY
Halal
حلال
HOW CAN I HELP?
HOW CAN I HELP?
130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290
Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
Fresh chicken Daily
Fish & seafood
Frozen vegetables
Free delivery
Competitive prices
We don't have any other branches
Suprovat Sydney
Copy Right
Protected
Haitham Morabi
Manager
0402 016 210
Mahmoud
0416 874 859
Supplier of Finest Quality Meat

CRESCENT TOURS
Australia's Favourite Hajj & Umrah Company
CALL: 1300 66 20 34
Email: Enquiry@crescenttours.com.au
Website: www.crescenttours.com.au
GUIDED BY SHAIKH TAWFIQUE CHOWDHURY
Eid Mubarak
Hajj Package from $11,500
Guided by Shaikh Tawfique Chowdhury
$11,500/- PP
Book now & pay in installments
STAY AT
MAKKAH CLOCK TOWER & INTER-CONTINENTAL DAR AL-IMAAN, MADINAH
FLIGHTS INCL
INCL
INCL
INCL
INCL
VIEW DEAL
CONDITIONS APPLY
UMRAH WITH TURKEY
$4,600
FOR UMRAH WITH TURKEY
$3,300
FOR UMRAH ONLY
PACKAGE INCLUSIONS:
• RETURN FLIGHTS
• TAXES & FUEL SURCHARGES
• 5 STAR HOTEL 4 NIGHTS IN MAKKAH WITH BREAKFAST OPPOSITE TO HARAM
• 5 STAR HOTEL 4 NIGHTS IN MADINAH WITH BREAKFAST 2 BLOCKS FROM HARAM
• 6 NIGHTS IN TURKEY INCLUDING NIGHTS IN ISTANBUL, BURSA & KONYA
• VISIT BLUE MOSQUE, HAGIA SOFIA, TOPKAPI MUSEUM, SULEYMANIYE MOSQUE, BOSPHORUS CRUISE, SAHABA AYUB AL-ANSARI'S TOMB AND MOSQUE IN BURSA, MEVLANA RUMI'S TOMB AND MOSQUE IN KONYA
• BREAKFAST INCLUDED IN MAKKAH & MADINAH
• BREAKFAST & DINNER INCLUDED IN TURKEY
Book now and get a free upgrade to Hilton Hotel Madinah
Enquiry@crescenttours.com.au
www.crescenttours.com.au
Call Now, Australia Wide Tel No
1300 66 20 34
ALL INCLUSIVE UMRAH WITH GROUP
FROM $3,300/- DEPARTING 16TH APR 2019
STAYING 5 STAR HOTELS OPPOSITE HARAM
Enquiry@crescenttours.com.au
www.crescenttours.com.au
1300 66 20 34
Accompanied by
A TOUR DIRECTOR
PACKAGE INCLUSIONS
• Flights with Etihad Airways
• Taxes & fuel surcharges
• Bonus free stopover in Abu Dhabi in a 4 Star Hotel with Return transfers & breakfast
• 4 Nights in Makkah in a 5 Star Hotel opposite to Haram
• 5 Nights in Madinah in a 5 Star Hotel, 2 blocks from Haram
• Ziarah tours in Makkah & Madinah
• Daily buffet breakfast
Book now and get a free upgrade to Hilton Hotel Madinah
ETIHAD FLIGHT FROM $500/-
SPECIAL SIDETRIPS
KARACHI, LAHORE, ISLAMABAD, HYDERABAD, DELHI ,DHAKA, JAKARTA, COLOMBO, KUALA LUMPUR,CAIRO, ISTANBUL, LONDON & LOTS MORE
শেখ তৌফিক চৌধুরী দ্বারা পরিচালত

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Multifaith Iftar Program arranged by Riverstone Muslim Cemetery Board in Sydney

Supróvat Sydney Report

On 24th May 2019 Friday a Multi- faith Iftar program arranged by Riverstone Muslim Cemetery board Sydney at a restaurant.
The program was arranged in honor of Peter O'Meara, CEO of Catholic Cemetery & Crematorium Board.
It was attended by dignitaries from different communities & organizations in Sydney.
Guests present in the program were among others Rafique Hassan, President of Quakers Hill Mosque and Mohammed Azam, Secretary of Quaker Hill mosque, Anjum Rafiqi, Azam Ali and Ibrahim Mollah from Riverstone Muslim Cemetery Board and Mizan Howladar were present in the Iftar mahfil.
It was also attended by Lion Members: Dr Moinul Islam President of Shapla Shaluk Lions club, Lion Elius Chowdhury- Club Secretary, Lion Warren Latham- ex Governor & council Chairman & & Lion Ron Gattone -Immediate past Governor Lion District 201N5.
The program was presided over by renowned Muslim veteran, charity worker & social elder Kazi Ali, President of Riverstone Muslim Cemetery board Sydney.
The meeting started with a short speech of welcome by Ali. He introduced the guests, described the brotherhood relationship between the Muslims & Catholic group in Sydney. He praised Peter O'Meara for allocating 5 acres Cemetery space at Kemps Creek to the Muslim Community inside which they also built a small prayer place.
Among others Dr Moinul Islam, President of Shapla Shaluk Lions Club also addressed the gathering. He thanked for inviting the Lion personnel to the Iftar mahfil. He then described different charity projects done by Shapla Shaluk Lions Club that include repatriation of two destitute Bangladeshi young people who faced premature tragic death in Sydney in the recent past. He praised O'Meara & Kazi Ali for their effective steps towards creating a great bonding between the Catholics & the Muslims. It is a great example of peaceful multicultural Australian society.
A special memento "Shapla Shaluk Lion Crest" was presented to Peter O'Meara as a token of gratitude.
O'Meara then thanked the Riverstone Cemetery board, Muslim community & the Shapla Shaluk Lions Club for the acknowledgement.
The Iftar program then ended with a traditional Indian-Pakistani dinner.

A special memento "Shapla Shaluk Lion Crest" was presented to Peter O'Meara as a token of gratitud

Hamdard
Trusted Name, Tested Products
Hamdard Laboratories (Waqf) Bangladesh
Providing goodness of nature in your service since 1906

শতবর্ষী প্রতিষ্ঠান হামদার্দ ল্যাবরেটরিজকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে তৎপর

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শতবর্ষী প্রতিষ্ঠান হামদার্দ ল্যাবরেটরিজ (ওয়াকফ) এর বিরুদ্ধে স্বার্থানেস্বী কিছু সংবাদিক ও ভূইফোঁড় অনলাইন অসাধু পত্রিকা এবং কিছু তথ্য সন্ত্রাসী মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট তথ্য প্রচার করে প্রতিষ্ঠানকে সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে বলে জানা যায়।

একটি কুচক্রীমহল মহল বিভিন্ন সময়ে তাদের অন্যায় আবদার করে আসছে হামদার্দ ল্যাবরেটরিজ (ওয়াকফ) এর কাছে। তাদের অন্যায় আবদার না মানায় তারা হামর্দাদের ক্রেতা-বিক্রেতার ও শুভানুদ্ধায়ীদের বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় বিভিন্ন কুট কৌশলে লিপ্ত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে ।

বিএসটিআই দ্বারা বারবার পরীক্ষিত ও স্বীকৃতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হালাল কোমল পানীয় খেতাব প্রাপ্ত রুহ্ আফজার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কাল্পনিক অভিযোগ করে সুনাম ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত । ষড়যন্ত্রকারীদের এ উদ্দেশ্যে কখনই সফল হয়নি বলে হামদার্দ জানিয়েছে, ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে নিজ অবস্থানে রয়েছে সবার প্রিয় হামদার্দ।

হামদার্দ আরো জানিয়েছে, হামদার্দ ওয়াকফকে পাকিস্তানী দোসর বা যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত এমন তথ্য উপস্থাপনের জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা হামর্দাদের বস্থাপনা পরিচালক হাকিম মো. ইউছুফ হারুন ভুইয়ার সাথে গোলাম আজম ও আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের সাথে ছবি প্রচার করেছে । কারোর সাথে ছবি থাকলে তাকে পাকিস্তানী দোষর বা যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত সেটা প্রমাণ করে না। কারন,বিগত দিনে আওয়ামী ঘরনার অনেকের সাথে কায়দা আজম জিন্নাহ বা ভুট্টোর সাথে ছবি আছে ,এমনকি বঙ্গ বন্ধুর সাথে জিন্নাহ বা ভুট্টোর ছবি আছে ,তাতে কার কি আসে যায় ? শুধু মাত্র সম্মানহানি ও হাকিম মো. ইউছুফ হারুন ভুইয়াকে অপদস্থ করার মানসে কিছু চাঁদাবাজ লেখক এ ধরনের অসঙ্গতিপুর্ন লিখা লিখে জাতির কাছে নিজেরাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। কেননা , হামদার্দ শতবর্ষী প্রতিষ্ঠান,এটিকে বাংলাদেশের মানুষ ভালবাসে। দল মত নির্বিশেষে হামদার্দ থেকে মানুষ অব্যাহতভাবে সেবা নিয়ে যাচ্ছে।

হামর্দাদ ওয়াকফের যথাযথ নিয়ম মেনেই তাদের পরিচালনা পরিষদ গঠন করে আসছে। হাকিম মো. ইউছুফ হারুন ভুইয়া এবং তার পরিবার ব্যবসায়ী সাফল্যের কারণে যে সম্পদ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে তার সম্পুর্ণ বৈধ প্রমাণ আছে , তাদের নিয়মিত সরকারী কর প্রদানের বৈধ কাগজপত্র দিয়ে হাকিম মো. ইউছুফ হারুন ভুইয়া যে কাউকে চেলেঞ্জ করেন। সকল কুচক্রী মহলের অপপ্রচার থেকে হামর্দাদ তার সকল শুভাকঙ্খী এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের দুরে থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। হামর্দাদ একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান। এর সুনাম অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ত্ব পুরো জাতির। দেশী ও বিদেশী কুচক্রী মহল থেকে শতবর্ষী প্রতিষ্ঠান হামদার্দকে রক্ষা করার দায়িত্ত্ব শুধু সরকারেরই নয় বরং প্রতিটি নাগরিকের।

সাবেক আয়ুবিয়ান্স অস্ট্রেলিয়া এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

এক্স আয়ুবিয়ান্স অস্ট্রেলিয়া এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৫ মে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ইলিয়াস চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক মো. রহমান রাজুর পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি এবং সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা মুসাব্বির হোসাইন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ড. হোসেইন মোহাম্মদ।

সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ সম্পাদক জান্নাতুল ফাতেমা চৌধুরী, ট্রেজারার কামরুল হাসান, হেড অফ অপারেশন ম্যানেজমেন্ট সাইয়েদা আফসানা হক, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার তানভীন হায়দার জোয়ার্দার, এডমিন সেক্রেটারী মো. জহিরুল ইসলাম, এক্সিকিউটিভ মেম্বার শারমিন আলম ও ইমতিয়াজ মল্লিক এবং উপদেষ্টা জুকরুফ জুনায়েদ।

গত বছর ”এক্স-আয়ুবিয়ান্স অস্ট্রেলিয়া এসোসিয়েশন” অস্ট্রেলিয়া ক্যান্সার কাউন্সিল এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করে সেটা হস্তান্তর করেন।

এছাড়া সভায় বাংলাদেশ অটিস্টিক শিশুদের জন্য এবং প্রান্তিক অঞ্চলের নিম্ন আয়ের কৃষকদের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য গঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ অর্থ হস্তান্তর করেন।

প্যারি পার্কে লেবার পার্টির বারবিকিউ

ফুয়াদ কবির, সুপ্রভাত সিডনি

গত ৪ মে ২০১৯ শনিবার অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাব, প্যারি পার্কে (Australian National Sports Club,Parry Park, Punchbowl) এক বিশাল বারবিকিউর আয়োজন করা হয়। সকাল ১১টায় এ বারবিকিউর আয়োজন করেন Hon Tony Burke MP এর সকল স্বেচ্ছাসেবীদের জন্যে।

লাকেম্বার সবচেয়ে জনপ্রিয় লেবার পার্টির নেতা Hon Jihad Dib MP,কেন্টাবুরি -বেঙ্কসটাউন সিটি কাউন্সিলের সম্মানিত মেয়র Clr Khal Asfour Mayor, সাবেক ডেপুটি মেয়র Karl (Khodr) Saleh,কেন্টাবুরি -বেঙ্কসটাউন সিটি কাউন্সিলের সম্মানিত ডেপুটি মেয়র Clr Nadia Saleh, কেন্টাবুরি -বেঙ্কসটাউন সিটি কাউন্সিলের সবচেয়ে পরিশ্রমী ও সক্রিয় কাউন্সিলর Bilal El-Hayek (Campaign director for Hon Tony Burke MP) ,কেম্পসি পুলিশের জনপ্রিয় কমিউনিটি প্রতিনিধি Gandhi Sindyan,স্থানীয় লেবার নেতা Hassan Kureshi , জামিল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।একই সাথে FEC মিটিং সম্পন্ন হয়। Hon Tony Burke MP এর নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা যারা করেছেন তাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এ বিশাল আয়োজন ছিল অসাধারন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

পবিত্র রমযানে 'রাহমা' প্রকাশিত

মুহাম্মদ আলতাফ হোসাইন

অবনত মস্তকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যাঁর অপার মেহেরবানীতে "রাহমা„ পরিবার এর পক্ষ থেকে মাহে রমাদান উপলক্ষে বিশেষ সাময়িক পত্র "রাহমা„ প্রকাশিত হল। অগণিত দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মহান শিক্ষক মহানবী সাল্লেলাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের দরবারে। কালের পরিক্রমায় মুসলিম উম্মাহর কাছে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বারতা নিয়ে আবার এলো পবিত্র মাহে রমযান। পবিত্র রমযানের আগমনে মুসলিম সমাজ ও ইসলামী জীবন ধারায় এক বিরাট সাফল্যের সৃষ্টি হয়। খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ, পাপ মোচন আর সৎ কাজ করার সুযোগ এনে দেয় পবিত্র রমযান। এই পবিত্র মাহে রমযানকে আমরা জানাই `খোশ আমদেদ,।

'রাহমা' পরিবার এই পবিত্র মাস উপলক্ষে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করল যাতে করে আমারা রোজার উদ্দেশ্য জেনে নিতে পারি এবং তা পরিপূর্ণ রূপে অর্জন করতে পারি। দিবারাতের ইবাদত সমূহের মাধ্যমে সঠিকভাবে রোযা পালন এবং আত্মশুদ্ধির ও চরিত্র গঠনের যেই সুমহান লক্ষ্যে রোযা ফরয করা হয়েছে সেই লক্ষ্য পৌঁছানোর মধ্য দিয়েই যেন আমরা রোযা সমাপ্ত করতে পারি। মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আপনাদের সবার কাজে লাগবে সেই প্রত্যাশায় আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টা।

'রাহমা' প্রকাশনায় যে সব ব্যক্তিবর্গ লেখনী ও আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের প্রতি রইল আন্তরিক মোবারকবাদ। এ ছাড়া ও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যারা নানাভাবে এই সাময়িক পএ প্রকাশনায় আমাদের সাহায্য করেছেন তাদের কৃতজ্ঞ ভরে স্মরন করছি। সময়ের স্বল্পতায় ও আমাদের অপরিপক্কতায় অনিচ্ছাকৃত যাবতীয় ভুল পাঠক সমাজ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সেই প্রত্যাশা করছি। আল্লাহ সুবাহানাতাল্লাহ যেন আমাদের ছোট্ট এই প্রচেষ্টা কবুল করেন সেই প্রত্যাশায় শেষ করছি। আমীন।

Senator Mehreen Faruqi এর সম্মানে ইফতার মাহফিল

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, সুপ্রভাত সিডনি

গত ১২ মে ২০১৯ রবিবার রকডেলের কোনো এক রেস্তোরায় বাংলাদেশ কমিউ্নিটির পক্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়ান গ্রীন পার্টির সিনেটর মেহরিন ফারুকির সম্মানার্থে এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত ইফতার ডিনারে উপস্থিত ছিলেন Senator Mehreen Faruqi,former Senator Ms Lee Rhianon,Green Leader Emmet de Bhaldraithe.

বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের ভিতর উপস্থিত ছিলেন সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিন, আমারা বাংলাদেশির অন্যতম নেতা ইব্রাহিম খলিল, বিশিষ্ট সাংবাদিক মিজানুর রহমান সুমন ও নাঈম আব্দুল্লাহ, লায়ন্স ক্লাব অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ডাঃ মইনুল ইসলাম, বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি অফ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ডাঃ আয়াজ চৌধুরী, বাংলাদেশ কমিউনিটি কাউন্সিলের নাসির উল্লাহ,রাশেদুল হক, আউয়াল, ইসলামী বার্তার শফিকুর রহমান, হালিম চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এনাম হক প্রমুখ। পুরো অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন Charles Sturt University এর লেকচারার শিবলী আব্দুল্লাহ।

PREMIUM TAX SERVICE
PTS Premium Tax Service
Professional service of the highest quality
♦Income Tax Returns♦Bookkeeping and Single Touch Payroll (STP)♦
♦BAS & GST♦Setting up New Business Structure♦Business Advisory♦
♦Taxation Advice and Planning♦ASIC form lodgement, SMSF Audits♦
CPA accounting firm | Fast turnaround | Reasonable pricing
Eid Mubarak
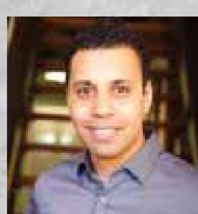
Contact now for an appointment
2 / 78-80 Highclere Avenue
Punchbowl, NSW 2196
T: 02 8957 8818, 0421 240 639
E: info@premiumtax.com.au
W: www.premiumtax.com.au
Ash Alam CPA CMA
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of the Peace
Ex-Notre Damian (99 batch)
Ex-Gregorian (97 batch)
CPA
CMA
quickbooks
ASIC Registered Agent
NTAA
ASIC Registered SMSF Auditor
xero CERTIFIED ADVISOR
TAX PRACTITIONERS BOARD REGISTERED
NSW JUSTICES ASSOCIATION

সিডনি আওয়ামী লীগের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

সুপ্রভাত সিডনি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শাখার উদ্যোগে গত ১২ মে রবিবার সিডনির রকডেলের রেস্টুরেন্টে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইফতারের পর আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গাউসুল আলম শাহজাহাদা।

এসময় বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম, আইনজীবি সিরাজুল হক, মো: শফিকুল আলম শফিক। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ফয়সাল আজাদ।

ইসলামিক কাউন্সিলের ইফতার মাহফিল

মোহম্মদ গোলাম মোস্তফা, সুপ্রভাত সিডনি

গত ১০ মে ২০১৯ রোজ শুক্রবার Islamic Council Charity Projects Association আয়োজন করে এক বিশাল ইফতার মাহফিলের । লিভারপুল আল আমানা ইসলামিক কলেজে আয়োজিত ইফতারের সঞ্চালনায় ছিলেন Mohammed Zahab (মোহম্মদ জাহাব), অনুষ্ঠান পরিচিতির পর শুরু হয় ইফতার। নামাজের পর পরেই শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। আগত অতিথিদেরকে পরিচয় করিয়ে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াতের পরে জাতীয় সংগীত পরিচালনা করেন Ms Mariam Saad (মরিয়ম সাদ) । তারপর সংগঠনের সভাপতি Haj Mohammad Mehio (হাজ্ মোহাম্মদ মেহিও), তারপর বক্তব্য রাখেন দারুল ফতোয়ার চেয়ারম্যান প্রফেসর Sheikh Salim Alwan (শেইখ সেলিম আলওয়ান)। এর পর সংগঠনের কার্যকলাপের উপর একটি ভিডিওগ্রাফি দেখানো হয় ,যা নাকি সকলের প্রশংসা কুড়ায়। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর Hon Scott Morrision PM এর প্রতিনিধিত্ব করেন সিনেটর Hon Concetta Fierravanti-Wells MP,বিরোধী দলের নেতা Hon Bill Shorten MP এর প্রতিনিধিত্ব করেন Hon Jason Clare MP, নিউ সাউথ ওয়েলস এর প্রিমিয়ামের প্রতিনিধিত্ব করেন Hon Melanie Rhonda GIBBONS MP, তারপর বক্তব্য রাখেন Hon. (Penny) Penelope Gail SHARPE MLC,আরো বক্তব্য রাখেন বিরোধীদলের প্রধান হুইপ Hon. Chris Hayes MP, Hon Anne Stanley MP,স্কাউটস অস্ট্রেলিয়ার কমান্ডার Neville Tomkins OAM ,এর পর ভিডিওগ্রাফি দেখানো হয় Darulfatwa এর সৌজন্যে। সবশেষে কমিউনিটিতে বিভিন্ন কর্মকান্ডে বিশেষ অবদান রাখার জন্য অনেককে বিভিন্ন ধরণের উপহার দিয়ে উৎসাহিত করা হয়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ক্যান্টারবুরি-ব্যাঙ্কসটাউন সিটি কাউন্সিলের ইফতার মাহফিল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১৬ মে ২০১৯ ক্যান্টারবুরি - ব্যাঙ্কসটাউন সিটি কাউন্সিলের উদ্যোগে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ক্যান্টারবুরি - ব্যাঙ্কসটাউন সিটি কাউন্সিলের Mayor Khal Asfour সবাইকে এ নিমন্ত্রণ জানান। কন্ডেল পার্কের Summerland Gold নামক একটি সুন্দর হলরুমে অনুষ্ঠিত এ ইফতার মাহফিলে বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লেবার পার্টির ফেডারেল এমপি,লেবানিজ কমিউনিটির জ্যেষ্ঠ নেতা ও কাউন্সিলরবৃন্দ। সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন রিপোর্টার আবুল বাশার ও আরিফ রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন লেবার পার্টি লাকেম্বা শাখার সাধারণ সম্পাদক জামিল হোসেন। পূরো ইফতার মাহফিল পরিচালনা করেন ক্যান্টারবুরি - ব্যাঙ্কসটাউন সিটি কাউন্সিলের জনপ্রিয় Legend Councilor Bilal El-Hayek.

অস্ট্রেলিয়ায় যুবদলের দোয়া ও ইফতার মাহফিল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১২ মে রবিবার বিএনপির চেয়ারপার্সন ও তিন বারের প্রধানমন্ত্রী, দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়া এবং যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া ও ইফতার মাহফিলে ইয়াসির আরাফাত সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার প্রধান উপদেষ্টা মো. দেলোয়ার হোসেন।

অস্ট্রেলিয়া বিএনপির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুদরত উল্যাহ লিটন,মোবারক হোসেন, মো. নাসিম উদ্দিন আহম্মেদ, কামরুল ইসলাম, আবদুল্লাহ আল মামুন, জাকির হোসেন রাজু , মো. রুহুল আমীন, মো. নুরুল ইসলাম, মো. ছালাম মিয়া,শেখ আব্দুল্লাহ আবু ছামি প্রমুখ ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়ার শারিরীক সুস্থতার জন্য এক বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন জুমান হোসেন।

সিডনিতে দিনব্যাপী কেরাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১৯ মে রবিবার সিডনিতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস ইনকের উদ্যগে দিনব্যাপী শিশু কিশোরদের কেরাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন জামান সারয়ার শিপু, মো. আব্দুস সালাম এবং দবির আহমদ। অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশী অর্শতাধিক প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মুহাইমিন আলম, ইবরাহিম সারয়ার ও তাইবা আহমেদ এবং আহনাফ আহমেদ ও আরমান আহমেদ।

মেলবোর্ন আওয়ামীলীগের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি

মেলবোর্ন আওয়ামীলীগের উদ্যোগে গত ১৯ মে রবিবার আলবিয়নে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মেলবোর্ন আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. মাহবুবুল আলম। ইফতার ও দোয়া পরিচালনা করেন মেলবোর্ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো আলহাজ্জ মোল্লা মো. রাশিদুল হক।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন এস এ রহমান (অরুপ), আর এম এই টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ড. সানিয়াত ইসলাম, আজহারুল ইসলাম (সোহাগ), আবু সাদেক, জীতু বায়েজিদ, জেমস খান ও ফয়সাল আহমেদ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুইনবার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মোসাম্মৎ নাহার, মো. মাসুদুর রহমান, সুরাইয়া সাদেক, সাদিয়া খান, নুসরাত সুমী, সিন্থিয়া আহমেদ ও রাশিদা আক্তার (তিশা)সহ অনেকে।

সুপ্রভাত সিডনির সকল পাঠক, লেখক, শুভানুধ্যায়ী বিজ্ঞাপনদাতাসহ সবার প্রতি থাকলো
ঈদের শুভেচ্ছা, ঈদ মোবারক
সম্পাদক/প্রকাশক, সুপ্রভাত সিডনি

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার (BSCA) ইফতার মাহফিল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২২শে মে ২০১৯ মঙ্গলবার রকডেল, সিডনির এক রেস্তরায় বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার (BSCA) ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইফতারের পূর্বে সংগঠনের বিভিন্ন কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেন মোফাজ্জল ভূঁইয়া। এর পর বিশ্ব মানবতার শান্তি ও সকল অসুস্থদের রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করেন মোফাজ্জল ভূঁইয়া। স্থানীয় মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায়ের পর শুরু হয় ইফতারের দ্বিতীয় পর্ব। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অন্যতম সংগঠক হোসেন আরজু। সিডনির বিভিন্ন এলাকার প্রবীণ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোফাজ্জল ভূঁইয়া,ফারুক আহমেদ খান ,জাহাঙ্গীর আলম ,ডা মোহাম্মদ ইলিয়াস,আকতার সৈয়দ বাদল , ফারুখ আহমেদ, নুরুল আমিন, আবুল বাসার রিপন ও ব্রুনাই থেকে আগত শাহাদাত হোসেন রতন প্রমূখ। সংগঠনের সদস্যদের ভিতর উপস্থিত ছিলেন দেলোয়ার হোসেন খান,শামসুদ্দোহা খান নান্টু ,মাহবুব আলম শরীফ ,মনজুরুল আলম বুলু ,আরিফ রহমান,হাবিব হাসান ,এম এ ইউসুফ শামীম,মোস্তাফিজুর রহমান তুষার ,জামিল হোসেন ,মোফাজ্জল হাসান। রাতের খাবারের পরে ইফতার মাহফিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ম্যাকুরিফিল্ডস মুসল্লার উদ্যেগে ইফতার মাহফিল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২৫ শে মে ২০১৯ শনিবার ম্যাকুরিফিল্ডস মুসল্লার (12 Victoria road,Macquarie Fields,NSW 2564) উদ্যেগে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ছাড়াও কেম্বেলটাউন কাউন্সিল Mayor Cr George Brticevic উপস্থিত ছিলেন। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে Victoria Rd Macquarie Fields এর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হলরুমে প্রায় পাঁচ শতাধিক মুসল্লির উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দোয়া পরিচালনা করেন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার মুফতি হামিদুল্লাহ দামাত বা:কা:তু। এছাড়াও বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার (BSCA) কর্মকর্তারা ইফতার মাহফিলে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

সুপ্রভাত সিডনি বাংলাদেশ থেকে ব্রাউজ করুন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশ বা বিশ্বের অন্য কোথাও থেকে আমাদের ওয়েবসাইট (www.suprovatsydney.com.au) যদি স্বাভাবিকভাবে খোলা না যায়, তাহলে এ

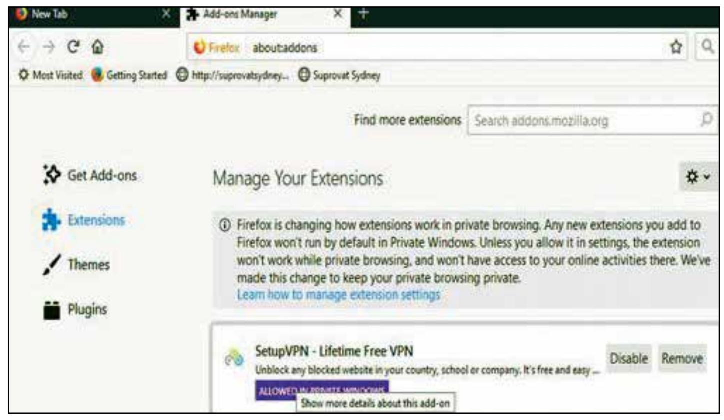

ধরণের বিপত্তি এড়ানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো আপনার ব্রাউজারে ভিপিএন সেটআপ করে নেয়া। আপনি যদি গুগল ক্রোম ব্রাউজার ব্যবহার করেন তাহলে Chrome VPN Extension অথবা Chome VPN Add-On লিখে গুগলে সার্চ করলে অনেকগুলো ভিপিএন এড-অন পেয়ে যাবেন। এদের মাঝে নর্ডভিপিএন, হটস্পটশিল্ড এবং

সেফার ভিপিএন বেশ জনপ্রিয় এবং নির্ভরযোগ্য। ফায়ারফক্স ব্রাউজারের জন্যও এ ধরণের অনেক ভিপিএন এড-অন রয়েছে। ব্রাউজারের উপরে ডানদিকে সেটিংস বা অপশনে গিয়ে এড-অন বক্সেও আপনি VPN লিখে সার্চ করতে পারেন। আপনার পছন্দমতো ভিপিএন এড-অন বা এক্সটেনশন ইনস্টল করার পর সেটিংস এ গিয়ে সার্ভার লোকেশনের জায়গায় অস্ট্রেলিয়া কিংবা অন্য যে কোন দেশ (বাংলাদেশ ব্যতীত) ঠিক করে দিন। তাহলেই আপনি বাংলাদেশে ব্লকড সব ওয়েবসাইটে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারবেন। এসব ফ্রি ভিপিএন এড-অন ইনস্টল করা থাকলে মুক্ত ইন্টারনেটের যে কোন সাইট, সুপ্রভাত সিডনির ওয়েবসাইটসহ, যে কোন সময় ব্রাউজ করা সম্ভব। প্রয়োজনে সংযুক্ত ছবিগুলো দেখতে পারেন এছাড়াও সুপ্রভাত সিডনি সম্পর্কে যে কোনো বিষয়ে জানতে ইমেইল করুন: suprovat.ceo@gmail.com

অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের ইফতার

সুপ্রভাত সিডনি

অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ বিজনেজ কাউন্সিলের ইফতার ও ডিনার গত ২৪ মে শুক্রবার ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন নিউ সাউথ ওয়েলস ওটলির স্টেট এমপি মার্ক কোরি।
ইফতার এবং নামাজ শেষে নৈশভোজের পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন শেখ সাদী আল্ সুলাইমান, ড. রাতেব, ড. আইয়াজ চৌধুরী, মাকসুদুল আলম, আসিফ কাউনাইন প্রমুখ। এসময় বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার (BSCA) পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আরিফ রহমান।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কমিউনিটির ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, সামাজিক ও রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী, সংবাদ মাধ্যম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

মু'মিন

মো: ইমাম হোসাইন (রুনাই)

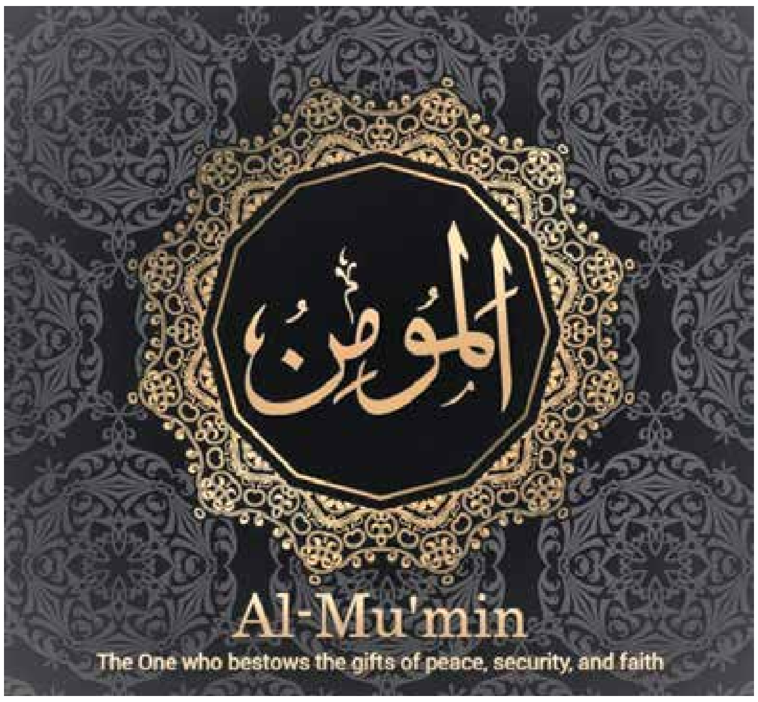

ইসলামের বিধান যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সঠিকভাবে পালন করে প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনে আগ্রহী, ভয়-বিনয়ের সমন্বয়ে সালাত আদায় ও সংরক্ষণে যাদের অন্তর বিদীর্ণ, আল্লাহর নাম শুনে যাদের মন পরকালের প্রস্তুতি সম্পন্নকরণে ভয়ে প্রকম্পিত, পৃথিবী ও পরকালীন একে অপরের কল্যান কামনায় মুমিনগণ সদা ব্যতিব্যাস্ত। ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র অনাবিল প্রশান্তি ও জান্নাতি সুখ বিরাজ করে।

* মু'মিন:-
মু'মিন একটি আরবী শব্দ, যা মূলত আরবি ঈমান শব্দ থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ "বিশ্বাসী" এবং এর দ্বারা একজন কঠোরভাবে অনুগত মুসলিমকে বুঝায়, যে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ইসলামকে নিজের অভ্যন্তরের এবং বাহিরের সকল কর্মকান্ডে ধারণ করে এবং আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার কাছে নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। নারী মু'মিনদের ক্ষেত্রে মু'মিনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

* মু'মিন ও মুসলিমের পার্থক্য :
মুসলিম হল ইসলাম ধর্মকে নিজ ধর্ম বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করে এমন ব্যক্তি| অপরদিকে মুমিন হল ইসলাম ধর্মকে নিজ ধর্ম বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করার পাশাপাশি তা নিজের ভেতরে ও বাহিরে ধারণ করে এবং সাথেসাথে কঠোরভাবে এর নির্দেশাবলী মেনে চলে এমন ব্যক্তি। অর্থাৎ সকল মুমিন মুসলিম, কিন্তু সকল মুসলিম মুমিন নয়।

*পবিত্র কুরআনে মু'মিনের বর্ণনা :
* যা (কুরআান) মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ।
(সূরা বাকারা, ৯৭)
* মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহন না করে।
(সূরা ইমরান,২৮)
* আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক।
(সূরা ইমরান,৬৮)
* স্বরন কর, যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট হতে প্রত্যুষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মু'মিনগণকে ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করতেছিলে।
(সূরা ইমরান,১২১)
* আল্লাহর প্রতিই যেন মু'মিনগণ নির্ভর করে। (সূরা ইমরান,১২২)
* স্বরন কর, যখন তুমি মু'মিনগণকে বলতেছিলে, "ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন সহস্র ফিরিশতা দ্বারা তোমাদেরকে সহায়তা করবেন।
(সূরা ইমরান,১২৪)
* তোমরা হীনবল হইও না এবং দুঃখিতও হইও না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও। (সূরা ইমরান,১৩৯)
* আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।
(সূরা ইমরান,১৫৩)
* আল্লাহকে ভয় কর আর আল্লাহরই উপর মু'মিনগণ নির্ভর করুক।
(সূরা মায়িদা,১১)
* অবশ্য আমি তাদেরকে পৌছিয়েছিলাম এমন এক কিতাব যা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং যা ছিল মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া। (সূরা আ'রাফ,৫২)
* আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন যদি তোমরা মু'মিন হও।
* মু'মিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন।
* অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষন করেন।
* আল্লাহর উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।
(সূরা তাওবা, আয়াত ১৩,১৪,২৬ ও ৫১)
* হে আমাদের প্রতিপালক! যেই দিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেই দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা করিও। (সূরা ইবরাহীম, ৪১)
* নিশ্চয়ই এই কুরআন হিদায়াত করে সেই পথের দিকে যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ন মু'মিনগণকে সুসংবাদ দেয় যে,তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।
* যারা মু'মিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য।
(বনী ইসরাঈল,০৯ ও ১৯)
* মু'মিনগণ, যারা সৎকর্ম করে নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান।
(সূরা কাহফ, আয়াত-০২)
* অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ।
(সূরা মু'মিনুন,আয়াত-০১)

* ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে।
* আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের আভরণ(অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক) প্রদর্শন না করে, তারা যেন তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশকে মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র , স্বামীর পুত্র , ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন (মুসলিম) নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী , অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।
* মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহবান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে: `আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।, আর তারাই সফলকাম।
* মুমিন শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে এবং তাঁর সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে থাকলে অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না।
(সূরা নূর, আয়াত-০৩,৩১,৫১ও ৬২)

* হায়, যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটিত, তাহলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।
* সুতরাং তুমি আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মিমাংসা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মু'মিন আছে, তাদেরকে রক্ষা কর।
* যারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হও।
(সূরা শু'আরা,আয়াত-১০২, ১১৮,২১৫)

* পথনির্দেশ ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য।
* নিশ্চয়ই ইহা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। (সূরা নামল,আয়াত -০২,৭৭)
* আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।

* তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগনও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোতে আনার জন্য, এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।
* তুমি মু'মিনগণকে সুসংবাদ দাও যে,তাদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা অনুগ্রহ।
(সূরা আহযাব,আয়াত- ৩৬,৪৩,৪৭)
* আর নিশ্চয় তাদের ব্যাপারে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে মুমিনদের একটি দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল।
(সূরা সাবা,আয়াত-২০)
* কেউ পাপ কাজ করলে তাকে শুধু পাপের সমান প্রতিদান দেয়া হবে আর যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরন।
(সূরা মু'মিন, আয়াত -৪০)
* নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।
(সূরা জাসিয়া, আয়াত-০৩)
* অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন ।
(সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত -১৯)
* তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি পায়।
* তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন ; ইহাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মহাসাফল্য।
* আল্লাহ তো মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই`আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন , ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।
(সূরা ফাতহ্,আয়াত -০৪,০৫,১৮,)

* নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ- মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।

* মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।
(সূরা হুজুরাত, আয়াত- ১০,১৫)
* এবং উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।
(সূরা যারিয়াত, আয়াত- ৫৫)

* আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নহে। মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা। (সূরা মুজাদালা,আয়াত-১০)
* কিন্তু সকল মর্যাদা তো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও মু'মিনদের।
(সূরা মুনাফিকুন, আয়াত-০৮)
* আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; সুতরাং মু'মিনগণ আল্লাহর উপর নির্ভর করুক।(সূরা তাগাবুন,আয়াত-১৩)
* হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে।(সূরা নূহ,আয়াত-২৮)
* নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা করে নাই, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব,আছে দহন যন্ত্রণা।
(সূরা বুরুজ, আয়াত- ১০)

আল কুরআনে মু'মিণের গুণাবলী :
* ম'মিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্বরন করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের সামনে পড়া হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরেই নির্ভর করে। (সূরা আনফাল,০২)
* তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্যকে ডাকে না।
* ব্যভিচার(যিনা) করে না।
(সূরা ফুরকান, ৬৮)
* যারা নিজদের সালাতে বিনয়াবনত।
* আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ।
* আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়।
* আর যারা তাদের নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী।
* আর যারা নিজদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান।
* আর যারা নিজদের সালাতসমূহ হিফাযত করে।
(সূরা মু'মিনুন,২-৬,৮ ও ৯)
* আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। (সূরা মায়িদাহ,৫৪)
* ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।
(সূরা বাকারাহ,আয়াত-১৭৭)
* হে মুমিনগণ,তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (সূরা তাওবাহ,আয়াত -১১৯)

* আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও এবং তোমরা অপবিত্র বসত্তকে পবিত্র বসত্ত দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন-সম্পদকে তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে খেয়ো না। নিশ্চয় তা বড় পাপ।
(সূরা নিসা,আয়াত -০২)
* মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। (সূরা ফাতহ,২৯)
* যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। (সূরা ইমরান,১৩৪)
* মু'মিনগণ যেন ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কখনো কাফেরদেরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক,বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে গ্রহণ না করে। যে এমনটি করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ,তাদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমরা যদি বাহ্যত এ নীতি অবলম্বন করো তাহলে তা মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন, আর তোমাদের তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।
(সূরা ইমরান,আয়াত-২৮)
* আর তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে, ফলে তারা গালমন্দ করবে আল্লাহকে, শত্রুতা পোষণ করে অজ্ঞতাবশত।
(সূরা আন'আম,আয়াত-১০৮)
* তোমরা তাঁর (আল্লাহর)সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে আর দারিদ্রের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে রিযক দেই এবং তাদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না- তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে। আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন।
(সূরা আন' আম,আয়াত-১৫১)
* আল্লাহর আয়াতসমূহ স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে না।
(সূরা ইমরান,আয়াত-১৯৯)
* তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে হককে গোপন করো না।
* তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।
* তোমরা কি মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজদেরকে ভুলে যাচ্ছ? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর। তোমরা কি বুঝ না?
(সূরা বাকারা,আয়াত-৪২-৪৪)
* তোমরা বল, `আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর ও যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের উপর আর যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা প্রদান করা হয়েছে তাদের রবের পক্ষ হতে নবীগণকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা সবাই অনুগত মুসলিম।
(সূরা বাকারা,আয়াত-১৩৬)
* হে মুমিনগণ, যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হবে তখন যাচাই করবে এবং যে তোমাদেরকে সালাম দেবে দুনিয়ার জীবনের সম্পদের আশায় তাকে বলবে না যে, `তুমি মুমিন নও,।
(সূরা নিসা,আয়াত -৯৪)
* রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে `সালাম,।
(সূরা ফুরকান,আয়াত -৬৩)
* ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য।যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে।আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।তারা কি দৃঢ় বিশ্বাস করে না যে, নিশ্চয় তারা পুনরুত্থিত হবে,এক মহা দিবসে ?

চলবে

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বাংলাদেশের ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে একজন প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভূমিকা

১-এর পৃষ্ঠার পর

তার এই ব্যতিক্রমী চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই দুর্নীতিপরায়ন ও স্বার্থপর নেতৃত্বের কবলে পড়ে বারংবার প্রতারিত দেশটির ইতিহাসে একমাত্র জিয়াউর রহমান ছিলেন সেই শাসক, যার সততা আজকের যুগে রুপকথার মতো শোনায়।

একজন সেনাকর্মকর্তা হয়েও জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রহসনের এক বিষয় হলো এদেশের মানুষ যাকে নিজেদের নেতা হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসিয়েছিলো, তিনিই মানুষের কথা বলার অধিকারকে টুঁটি চেপে হত্যা করে ইতিহাসের অন্যতম স্বৈরশাসক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গণতন্ত্রের সুযোগে ক্ষমতায় এসে তিনি অবশেষে দেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অন্যদিকে যে মানুষটি দেশের সেবা করার জন্য নিজের সৈনিক পেশাকে বেছে নিয়েছিলেন, নিয়তির অমোঘ টানে তিনিই এ দেশে বহুদলীয় রাজনীতি এবং গণতন্ত্রের মুক্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ এক সময়কাল পেরিয়ে গেছে, বাংলাদেশ আজও পশ্চাতপদতার অন্ধগলিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। একদলীয় শাসনের স্বৈরাচার তার উন্নয়ন ও চেতনার ছদ্মবেশে সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো দেশের ঘাড়ে আবারও চেপে বসেছে। মানুষের অধিকার আজ ভূলুণ্ঠিত, দুর্নীতি আজ মহামারী। বিচারবিভাগকে ভৃত্যের মতো ব্যবহার করে ক্ষমতার মসনদ কুক্ষিগত করে রেখেছে দখলদার শক্তি। তাদের সেই ফ্যাসিবাদী শক্তির জোরে বাংলাদেশের আধুনিক সময়র গণতন্ত্রের প্রতীক ও জনগণের অবিসংবাদিত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে তারা অন্যায়ভাবে কারাগারে বন্দী করে রেখেছে।

মূলত নিজেদের ক্ষমতা দখলকে নিষ্কন্টক করতে এবং নিজেদের কূটিল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই তাকে এই নির্যাতনের শিকার বানিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে ততই যেন সবার কাছে পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে, ষড়যন্ত্র ও বিদেশী প্রভুর গোলামীর এই মহামারীর মাঝে বেগম খালেদা জিয়াই বর্তমান সময়ে একমাত্র জনগণের অধিকারের পক্ষে আপোষহীন নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে প্রতীয়মান হয়ে উঠছেন।

মানবসমাজে বিভিন্ন যুগেই ফ্যাসিবাদ ও অশুভ শক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কখনো এমনও কঠিন অবস্থা হয় যে সবাই মনে করে এই অধপতনের বুঝি কোন শেষ নেই। কিন্তু আধুনিক যুগের হিটলার বা মুসোলিনী কিংবা সেই প্রাচীন কালের ফেরাউন পর্যন্ত প্রতিটি স্বৈরাচারের দুঃশাসনের একমাত্র শিক্ষা হলো, অন্ধকার সময় শেষ হয়ে এক সময় না এক সময় আলো ফিরে আসেই। অধপতনের অসীম ভার সহ্য করতে না পেরে এক পর্যায়ে মানুষের মাঝে মুক্তির আকাঙখা দুর্নিবার হয়ে উঠেই। বাংলাদেশে যেদিন সেই শুভক্ষণ আসবে, সে সময়ের সম্ভাবনাকে পূর্ণমাত্রায় বিকাশিত করার জন্য এবং আমাদের সবার প্রিয় দেশটিকে পুরোপুরি আত্মমর্যাদাশীল অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মতো নেতৃত্ব একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। সুতরাং আজকের এই সংকটকালে বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও গণতন্ত্রের মুক্তিদাতা প্রেসিডেন্ট জিয়ার আদর্শ অধ্যয়ন ও গবেষণা একটি জরুরী কাজ হিসেবেই রয়ে গেছে।

বিশেষ সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি !

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশে ভেজাল খাবারে সয়লাব ! এক ধরণের মানুষরুপী পশুর দল শুধু বাংলাদেশেই ভেজাল খাবার বিক্রি করে ক্ষান্ত হচ্ছেনা । প্রায় সব ধরনের ভেজাল খাবার এখন প্রবাসেও ঢুকে পড়েছে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে হাই কোর্ট থেকে যে ৫২টি ফুড আইটেমকে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তা হচ্ছে : তীর ব্র্যান্ডের সরিষার তেল, জিবি ব্র্যান্ডের সরিষার তেল, পুষ্টির সরিষার তেল, রূপচান্দার সরিষার তেল, সান ব্র্যান্ডের চিপস, আরা ব্র্যান্ডের ড্রিংকিং ওয়াটার,আল সাফি ব্র্যান্ডের ড্রিংকিং ওয়াটার, মিজান ব্র্যান্ডের ড্রিংকিং ওয়াটার, মর্ণ ডিউ ব্র্যান্ডের ড্রিংকিং ওয়াটার, ডানকানের ন্যাচারাল মিনারেল ওয়াটার, আর আর ডিউ ব্র্যান্ডের ড্রিংকিং ওয়াটার, দিঘী ব্র্যান্ডের ড্রিংকিং ওয়াটার, প্রাণের লাচ্ছা সেমাই, ডুডলি ব্র্যান্ডের নুডলস, টেস্টি তানি তাসকিয়া ব্র্যান্ডের সফট ড্রিংক পাউডার,প্রিয়া সফট ড্রিংক পাউডার,ড্যানিশ ব্র্যান্ডের হলুদের গুড়া, প্রাণের হলুদের গুড়া,ফ্রেস ব্র্যান্ডের হলুদের গুড়া,এসিআই পিওর ব্র্যান্ডের ধনিয়া গুড়া,প্রাণ ব্র্যান্ডের কারি পাউডার,ড্যানিস ব্র্যান্ডের কারি পাউডার,বনলতা ব্র্যান্ডের ঘি, পিওর হাটহাজারির মরিচের গুড়া,মিষ্টিমেলার লাচ্ছা সেমাই, মধুবনের লাচ্ছা সেমাই,মিঠাই এর লাচ্ছা সেমাই,ওয়েল ফুডের লাচ্ছা সেমাই, এসিআইয়ের আয়োডিনযুক্ত লবণ, মোল্লা সল্টের আয়োডিনযুক্ত লবণ,কিং ব্র্যান্ডের ময়দা,রূপসা ব্র্যান্ডের দই,মক্কা ব্র্যান্ডের চানাচুর, মেহেদি ব্র্যান্ডের বিস্কুট, বাঘাবাড়ির স্পেশাল ঘি, নিশিতা ফুডসের সুজি,মধুযুলের লাচ্ছা সেমাই, মঞ্জিল ফুডের হুলুদের গুড়া, মধুমতি ব্র্যান্ডের আয়োডিন যুক্ত লবণ, সান ব্র্যান্ডের হলুদের গুড়া, গ্রিনলেনের মধু,কিরণ ব্র্যান্ডের লাচ্ছা সেমাই, ডলফিন ব্র্যান্ডের মরিচের গুড়া,ডলফিন ব্র্যান্ডের হলুদের গুড়া,সূর্য ব্র্যান্ডের মরিচের গুড়া,জেদ্দা ব্র্যান্ডের লাচ্ছা সেমাই, অমৃত ব্র্যান্ডের লাচ্ছা সেমাই,দাদা সুপারের আয়োডিন যুক্ত লবণ,তিনতীরের আয়োডিনযুক্ত লবণ, মদিনা, স্টারশিপের আয়োডিনযুক্ত লবণ,তাজ ব্র্যান্ডের আয়োডিনযুক্ত লবণ,নূর স্পেশালের আয়োডিন যুক্ত লবণ,কাশেম ফুডের চিপসি।

উপরের আইটেমগুলো সকল গ্রোসারি দোকানগুলো থেকে সরিয়ে নিতে হবে,কোনো ক্রেতা উক্ত অচল মাল কোনো দোকানে দেখতে পেলে দোকানের মালিককে যত্ন সহকারে বুঝিয়ে বলুন যাতে তাৎক্ষণিক আইটেমগুলো ফেলে দেয়। যদি খাবারের আইটেমগুলো ফেলে দিতে অপারগতা জানায় , তবে আমার ও আপনার দায়িত্ব Food Authority 1300 552 406, contact@foodauthority.nsw.gov.au কে পুরো বিষয়টি অবহিত করা।

মনে রাখতে হবে ,মেয়াদ উত্তীর্ণ আইটেম বিক্রি করা যেমন অপরাধ ,তেমনি বাংলাদেশের উপরোল্লিখিত নিষিদ্ধ আইটেম বিক্রি করাও অপরাধ। আপনার আমার একটি সৎ উদ্যোগে অনেকগুলো সুস্থ মানুষ অসুস্থতার হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে।

উপরের খাবার আইটেমগুলো সনাক্ত করতে অনেক সময় লেগেছে ,তবে আরো অনেক অনেক আইটেম শীঘ্র জানা যাবে। কথা হচ্ছে ,আমাদের দেশে কোন জিনিসে বা কোন খাবারে ভেজাল নেই ? শতভাগ বাংলাদেশী ভেজাল আইটেম বা বিষ না কিনে ওই আইটেমের পরিপূরক খুঁজে নেয়াটা চৌকস সিদ্ধান্ত বলে অনেকে মনে করেন।

অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ডিম থেরাপি..

বাংলাদেশের অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনকে ডিম ছুড়ে মারা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বিক্ষোভকারী এক নারী প্রধানমন্ত্রীকে ডিম ছুড়ে মারেন।

নিউ সাউথ ওয়েলসের অ্যালবারি শহরে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে কান্ট্রি উইমেন অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠান চলছিল। এসময় ওই নারী (২৪) প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনকে ডিম ছুড়ে মারেন। এ ঘটনার সাংবাদিকদের নিকট ব্যাখ্যা দিয়ে ওই নারী বলেন, অস্ট্রেলিয়া কর্তৃপক্ষ নৌপথে সে দেশে প্রবেশের চেষ্টা করা শরণার্থীদের প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ নাউরু ও পাপুয়া নিউগিনির মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ডিম ছুড়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মরিসন এক টুইট বার্তায় এ ঘটনাকে কাপুরুষোচিত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এদিকে বাংলাদেশের অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লন্ডনে হোটেল তাজের সামনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা বোতল, পঁচা ডিম, ঝাড়ু, জুতা, ছিল ছুড়ে মেরেছে। এসময় শেখ হাসিনার গাড়ি প্রায় তিন মিনিট অবরুদ্ধ করে রাখেন। এর আগে গত মার্চে নিউজিল্যান্ডের মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার পর মুসলিমদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় অস্ট্রেলিয়ার সিনেটর ফ্রাসের অ্যানিংকেও ডিম প্রতিবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ায় ধিক্কার জানবার সূত্র যেন একই সূত্রে গাঁথা। অনেকে বলেন -তাদের কপালে লিখা ছিল ডিম থেরাপি।

প্রসঙ্গত. ২০১৩ সালে ১১ সেপ্টেম্বর সোমবার রাত সাড়ে ১০টায় যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডনে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলার অফিসে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর ওপর অজ্ঞাত পরিচয়ে দুই যুবক হামলা চালিয়ে কিল, ঘুষি মারেন এবং পচা ডিম ছুড়ে মেরে পালিয়ে যায়।

আমি ধন্য

আবু হানিফ সজল

আমি বাংলার বুকে চলি,
আমি বাংলায় কথা বলি।
আমি বাংলায় ঘুরি ফিরি ভাই,
আমি জন্মেছি এই বাংলায় তাই।
আমি বাংলার বুকে মাথা রেখে
হাজার বছর বাঁচতে চাই।

এযে সবুজ শ্যামলে ভরা আমার জন্মভূমি,
আমি কি করে তারে ভুলি।
আমি সকাল বেলা কৃষ্ণচূড়া
ফুল দেখে বলতে চাই,
আমি সকাল বেলা কোকিলের কণ্ঠে শুনতে পাই,
আমি ধন্য আমি জন্মেছি এই বাংলায়।

রাখালের বাঁশির সুরে আমায় পাগল বানায়,
আমি মাঝির কণ্ঠে শুনতে পাই,
আমি শীতের সকালে শিশিরে ভেজা
ঘাসের দিকে চেয়ে বলতে চাই,
আমি ধন্য আমি জন্মেছি এই বাংলায়।

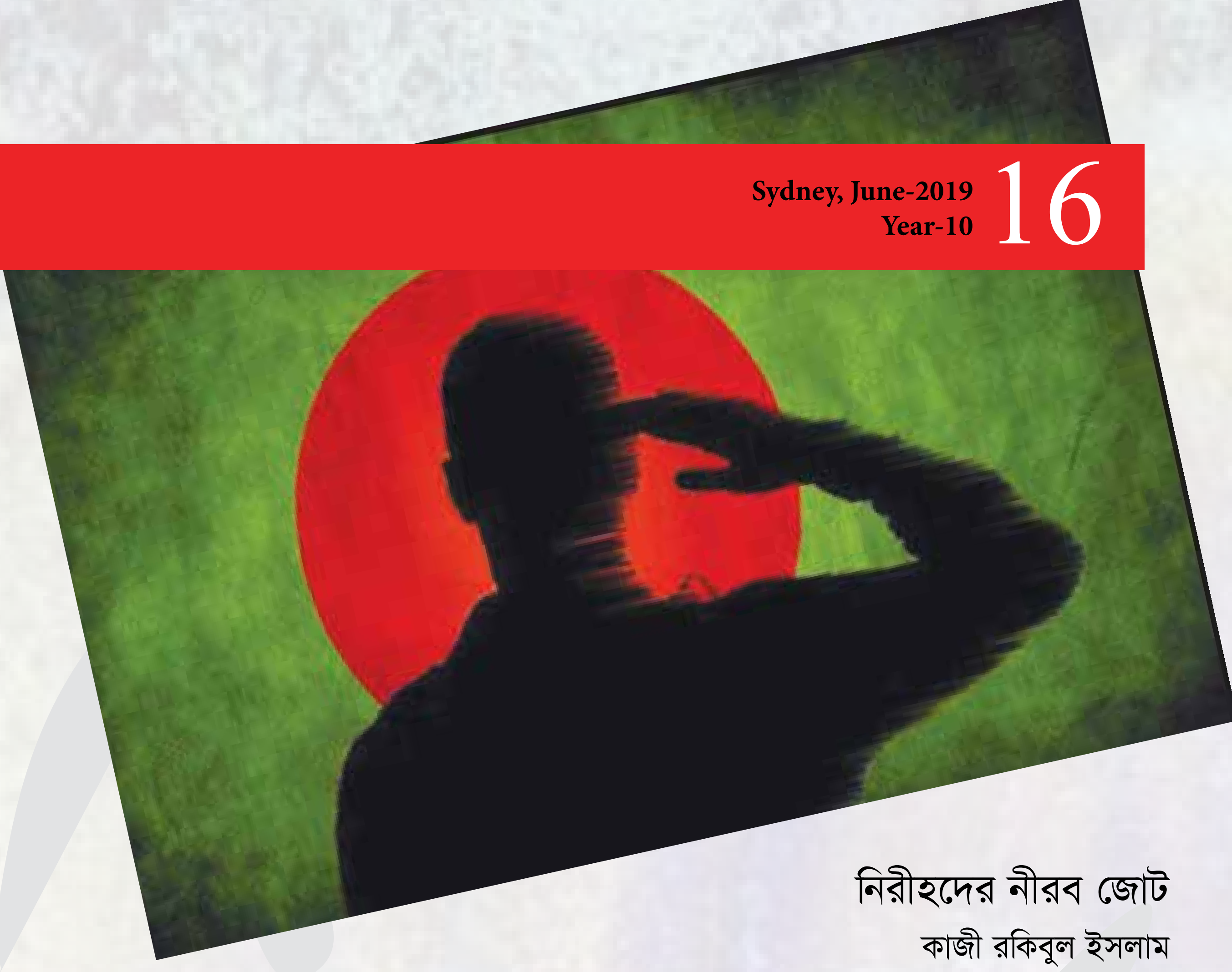

নিরীহদের নীরব জোট

কাজী রকিবুল ইসলাম

শেষ হয়ে যাচ্ছে যেনো ভোটের দিন
প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী খোঁজ নেয় প্রতিদিন।

আসলে তো পরিকল্পিতভাবে দিয়েছে ভোটে চোট
রাতের আঁধারে ভরেছিলো বাক্সে ব্যালট!
প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর বেইমান হয়ে গেছে রাষ্ট।

এখন কেন মাইকে ডাক- আসেন, দিয়ে যান ভোট,
ভোট চোরদের বিরুদ্ধে, নিরীহদের নীরব জোট।

তবুও আমলা-কামলা ডাকে মজমা জমায়
শহর-গ্রাম, রাস্তা-ঘাটে-মাঠে, মধু লাগিয়ে চাটে
নিরীহ পাবলিক আসে শোনে হাত তালি দিয়ে ফাটে।

বিমুখ করে বলে ভোটের ললাটে কলঙ্ক তিলক
তোমরাই তো দিয়েছ এটে।

ক্ষমতার তেল ভরে রাখ তোমাদের ছালাতে,
বোঝ ঠেলা ভোটের দালালী করাতে
বেইমান কর্মচারী পড়েছে কি যে জ্বালাতে।

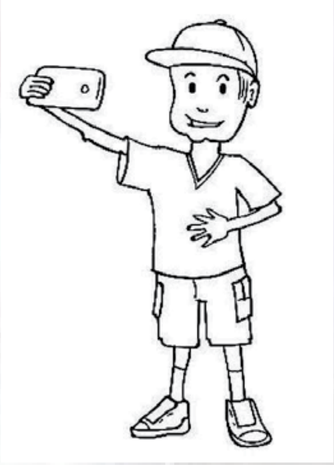

সেলফি

নাসির উদ্দিনম

রোগ এসেছে, রোগ এসেছে
দেশে নতুন রোগ এসেছে।
নারীপুরুষ যুবা-বুড়ো
ধনী-গরিব কালো-ধলো
সবাইকে যে গ্রাস করেছে।

গায়ের ওপর ট্রেন চলেছে
আগুন লেগে গা জ্বলেছে
জলের কুমির পা ধরেছে
মাথার ওপর তাল পড়েছে
তবু রোগীর হুঁশ ফেরেনি
ঐ রোগে কাউকে ছাড়েনি।

জোড়ায় জোড়ায় বুড়ি-বুড়ায়
গায়ের বল যার গেছে ফুরায়
সেও তো দেখি জোড়ায় জোড়ায়
সেলফি তুলে গাছের গোড়ায়।

মোবাইলটা হাতে নিয়ে
কাঁধে কাঁধে কাঁধ মিলেয়ে
পলকহীন দুচোখ মেলিয়ে
ছবি তুলে মুখ ভেংচিয়ে।

শ্বাশত নয় শাপদ দানব

হাসনাইন সাজ্জাদী

জীবন স্পন্দন থেমে গেলেও যে মানুষ থামে না
ইতিহাস পৃষ্ঠা থেকে যে মানুষকে মুছে ফেলা যায় না
যে মানুষ ইলেক্ট্রন নিউট্রন প্রোটন থেকে যায়
স্পন্দনহীনতা থেকে যে মানুষ স্পন্দন খুঁজে নেয়
সেইতো থেকে যায় ইতিহাসের মহাপাঠ দিনে দিনে।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বিজয়ের চিত্রকল্প
ইতিহাস ছড়িয়ে থাকে নিউরনে
সোনালি অতীত থেকে ভোরের লালিমা
নতুন ইতিহাসের তত্ত্ব-উপাত্ত হবে
ইতিহাস স্বগৌরবে মানুষের স্বপ্ন জাগ্রত করে
স্বর্ণলতায় জড়িয়ে দেবে মায়াবী মানুষ।

এই বন-বনানী, নদী-নালা খাল-বিল জুড়ে
যে শাপদ দানব আজ তৈরি করেছে পুঁজিবাদ
অত্যাচারিতের রক্ত ঝরা মাঠে এখন বুদবুদ
এখান থেকে সাম্য-সুখের নতুন দর্শন
নতুন শ্বাশত হবে মানবজমিন জুড়ে
ইতিহাসের রক্তধারা বিপ্লবের সোনালি মাঠে।

'শ্বাশত নয় শাপদ দানব, লালকালির ইতিহাস
ইতিহাস প্রান্তজনের সখা বঞ্চিতদের পূর্বপুরুষ
ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুঁজি যেখানে রক্তগঙ্গা।

অভিসার

জ্যোতির্ময় মুখার্জি

দ্রিদিব দ্রিদিব মাদল বাজে
অনেক দূরে বুকের মাঝে
আয় চলে আয় সঙ্গে যাবি
তোর চোখে আজ বানভাসি
শ্রাবণ তবু আসে না
আমার ঘর ভাসে না
সময় তবু নদীর চড়া
তোর সঙ্গে যাবো একটু দাঁড়া

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

নাগরিকত্ব প্রত্যাহার করছি

কাজী রকিবুল ইসলাম

আমার প্রাণপ্রিয় নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবের নামে শপথ করে বলছি-
আমার নাগরিকত্ব প্রত্যাহার করছি!
আমি ত্রিশলক্ষ শহীদের আত্মা বলছি,
আমার নাগরিকত্ব প্রত্যাহার করছি।
আমি তিনলক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম বলছি-
আমার নাগরিকত্ব প্রত্যাহার করছি।

যতদিন এই স্বাধীন বাংলাদেশে
একজন ভোট চোর-ডাকাত থাকে অবশেষ
ততদিন আমার নাগরিকত্ব প্রত্যাহার রবে।

ভোট নিয়ে যে করবে প্রতারণা-
সন্দেহাতীতভাবে হয় যদি প্রমাণ
সারা জীবনের জন্য তার নাগরিকত্ব করতে হবে বাতিল।
দাড়ি নাই, কমা নাই, একদফা একদাবি
আমার নাগরিকত্ব প্রত্যাহার করছি আজি।

আলকাপ

সম্পা পাল

দুপুরের পর বেলা বড়ো এলোমেলো।
কী যেন একটা অবজারভেশন.....

কমলালেবুর বিকেল রোজই জানালায় উঁকি দেয়।
গোছানো ঘর, গোছানো আলমারি বাইনোকুলার নিয়ে বসে।

শীতের সংসার, এই বেলাতেই একটু অবসর মেলে।
রোজই লিখতে চাই আলকাপদের নিয়ে, লেখা তবে হয়না।
বিকেল নিবু নিবু হয়ে আসে
পাহাড়ের ঘর, অন্ধকার তাড়াতাড়ি হয়।
উইণ্ডস্ক্রিনে শেষ বেলাতেই পৃথিবীকে ঝাপসা লাগে।
তবু চেতনায় আলকাপরাই থেকে যায়।

'মায়ামৃদঙ্গ' এই সবে শেষ করেছি
আজ রাতে আলকাপদের নিয়ে ঠিক লেখা হবে.....

কিছুটা দূরে

বিমল মণ্ডল

রাস্তায় ঝুঁকে বাঁশ গাছগুলো
একটু সরিয়ে কিছুটা দূরে আমি
শব্দের ঘর বাঁধি
বর্ণ আর শব্দকে নিজের একান্তে রেখে
কিছুটা দূরে কবিতার বীজ বুনি
বুকের গভীরে শব্দের চিহ্ন
বিষাদের সাথে প্রত্যক্ষ
এভাবে বেঁধেছি শব্দের ঘর
কত সাধনার চোখের জলে
যাকে কথা দিই তাঁর স্বপ্নে শব্দের ছোঁয়ায়
কিছুটা দূরে
আরো দূরে
যেখানে অক্ষর কুড়িয়ে প্রতিদিন-
এতো প্রাণ বাঁচায়।

লাশ

রায়হান মুশফিক

এই যে ভিতরে আসুন!
গন্ধটা খুবই পরিচিত; কর্পূরের।
আগরবাতি জ্বলছে
ঘরের ভিতরটা মায়াময় আবহাওয়া;
ভয়ের কিছু নেই
সাদা কাফনে মোড়া উনি একজন মানুষ।
এখন অবশ্য ওনাকে মানুষ বললে অনেকে বুঝবে না;
লাশ-ই বুঝি এখন সবচেয়ে ভালো পরিচয়।
দু দিন আগেও মানুষ হিসেবে সম্মানের ভার ছিল;
এখন তাঁর বাড়ি 'মরা বাড়ি'
আর তিনি শব।
আত্মার অনুপস্থিতিই সব?
লাশ আর মানুষ;
পার্থক্যে থাকে না কারো কাজ, জীবনাচরণ, বিগতদিন।
একি! আপনি কি কর্পূরের গন্ধে সম্মোহিত?
আগরবাতির ধোঁয়া শরীরের রন্ধ্রে ঢুকেছে;
ব্যাপনে?
সাদা কাপড়ের মাঝে নিজেকে লাশ মনে হচ্ছে?
ফিরে আসুন;
খুব বেশি সময় নেই।
লাশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফন করা ভালো।

দংশন

কালীপদ চক্রবর্ত্তী

কাক ভোরে টেলিফোনটা হঠাৎ ক্রিং, ক্রিং, করে কর্কশ স্বরে বেজে উঠলো। সৌমিত্র ঘুম ঘুম চোখে বিড়বিড় করে বলে উঠলো– এ আবার কোন আপদ, এই সাত সকালে ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল। ইচ্ছে করেই ফোনটা তুলল না।

ফোনটাও যেন নাছোড়বান্দা; আবার কর্কশ স্বরে বেজে উঠলো। সৌমিত্র ভাবছে কে হবে এত ভোরে? ওর তো তিন কুলে এখন কেউই নেই। অফিসের লোকজনেরা ফোন করলে মোবাইল-এ করে। তাও এত ভোরে তো করবে না। এসব ভাবতে ভাবতে রিসিভার তুলেই ঘুমের চোখে বলল– হ্যালো, কে বলছেন?

সৌমিত্র, আমি সমীর বলছি। শোন তোর সাথে খুব একটা জরুরী কথা আছে। তোর খুব এক ঘনিষ্ঠ জন গতকাল আত্মহত্যা করেছে। তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল যে তুই যেন তার অন্তিম যাত্রায় অন্তত আসিস। তাই আজ সকাল ১১টায় কাশীমিত্তির শ্মশান ঘাটে চলে আসিস। দেরী করিস না কিন্তু। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলেই ফোনটা কেটে দিল।

সৌমিত্র কিছুতেই বুঝতে পারছে না কে হতে পারে তার এই ঘনিষ্ঠজন। সমীর ওর পুরনো বন্ধু, পাশের বাড়িতেই থাকতো। বহুদিন কোনও যোগাযোগ নেই। বিশেষ করে ওর দাদা, অর্থাৎ সুভাষ-দার সাথে ওর সম্পর্কটা তিক্ত হওয়ার পর থেকেই সৌমিত্র ওদের বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। এত বছর হয়ে গেছে সমীর একবারও ওকে ফোন করে খবর নেয় নি। আজ এমন কি হল যে কাক ভোরেই তাকে ফোন করতে হল। কে হতে পারে? তাহলে সুভাষদা বা সুভাষ-দার স্ত্রী-র কিছু হয়নি তো? এই প্রশ্নটা তাকে আর বিছানায় শুয়ে থাকতে দিল না। প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটায় সাবির মা এসে দরজায় কড়া নেড়ে ঘুম ভাঙায়। তখন সে ওঠে। ছোটবেলায় একসময় ছিল যখন ভোর হলেই পাখির কলকাকলিতে তার ঘুম ভেঙে যেত। সকালবেলা হলেই মা রেডিওতে প্রভাতি সংগীতের অনুষ্ঠান চালিয়ে দিতেন। বলতেন– সকাল সকাল গানগুলো কত ভালো লাগে। সত্যি সত্যি তখন মনে কেমন সতেজ ভাব অনুভব করত সে। বাবাও ভোরে পায়চারি করতে বেরিয়ে পড়তেন। তখন কোলকাতার রাস্তায় ভোরে গঙ্গাজলের পাইপগুলো দিয়ে রাস্তা ধোঁয়ানো, সবই যেন কেমন অজানা লাগে তার কাছে এখন। কোথায় যেন সব হারিয়ে গেল। স্বাস্থ্য বই-এ পড়েছিল– ভোরে উঠেপড়া সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই জরুরি, কিন্তু ধীরে ধীরে সব যেন কথার কথা হয়ে রয়ে গেল। আজকাল বেঁচে থাকার অর্থটাও সে হারিয়ে ফেলেছে। স্বাস্থ্যের তোয়াক্কা সে করে না। অনেক রাত পর্যন্ত ঘরে বসে ল্যাপটপে অফিসের কাজ করতে করতে সময় কাটিয়ে দেয়। ওটাই এখন বড় আপনজন বলে মনে হয়। ঘুম না এলে সঙ্গ দেয়। আর টিভির সিরিয়াল ও সিনেমাগুলোও অবাস্তব কল্পনা মনে হয়। তাই আর দেখে না। সাবির মা এসে ঘুম ভাঙানোর পর যখন ঘরের কাজ সেরে ওর জন্য রান্না করতে থাকে তখন সৌমিত্র অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নেয়। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই এই রুটিন চলে আসছে। সাবির মা বহুদিন থেকেই কাজ করছে। মা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন থেকেই। সাবির মা-র বয়সও এখন অনেক হয়েছে। প্রায়ই রান্না করতে করতে সৌমিত্রকে বলে– দাদাবাবু, আমারও তো অনেক বয়েস হল, কতদিন আর রান্না করে তোমাকে খাওয়াবো। এবার একটি বৌ নিয়ে এসে গো।

সৌমিত্র-র এই কথাগুলো এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাই কোন জবাব দেয় না। নিজের কাজ করতে থাকে।

বিছানায় বসে সৌমিত্র স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকে। তাহলে সুভাষ-দার কিছু হয়নি তো? নাকি সুপর্ণা বৌদির কিছু হল? ওর চোখের সামনে এক এক করে দৃশ্যগুলো মনে পড়তে থাকে। ওরা তখন পাশাপাশি বাড়িতে থাকতো। ঐ পাড়াতে সোমা-রাও থাকতো। সৌমিত্র তখন সম্পূর্ণ যুবক, কলেজে পড়ে আর সোমাও তখন পূর্ণ যৌবনা এক অপরূপা। তার যৌবনে তখন বসন্তের দোলা লেগেছে। হরিণের মত চাহনি দিয়ে ও কথাবার্তা দিয়েই যেন সে সকলকে বশ করতে শিখে ফেলেছে। তাঁর চলনে, বলনে এক অপূর্ব আকর্ষণীয় ভঙ্গি সকলকে মোহিত করে। তাঁর কথার ও শরীরের মধ্যে কোথাও যেন এক মাদকতার ছোঁয়া লেগে আছে। এককথায় সে তখন আকর্ষণীয় এক সুন্দরী মন হরণকারী হরিণী। বাগানে একটি সুন্দর ফুল ফুটলে যেমন সব ভোমরা এসে সেখানে ভিড় করে, ঠিক তেমনই, আশে পাশের সব যুবকদেরই লক্ষ্য তখন সোমা। অনেকেই তাকে আদর করে ডাকতো `সুমি,। ওর ফেটে পড়া যৌবন অনায়াসেই কাউকে কাত করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তবে ওর শিশুসুলভ ব্যবহার, প্রাণবন্ত উচ্ছ্বলতা সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একবার মনে আছে- পাড়ার ছেলেদের দু,দলের মধ্যে তুমুল মারামারি হল; সোমাকে কেউ কুকথা বলেছে এই নিয়ে। অথচ সোমা এব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিল। সে কাউকেই পাত্তা দিত না। ওর চলার মধ্যে, বলার মধ্যে একটা মাদকতা ছিল, যা সকলেই অনুভব করতো। অনেকেই উদগ্রীব হয়ে থাকতো ওর একটু কাছে আসতে, একটু উষ্ম-স্পর্শ ও ভালবাসা পেতে, ওকে জীবনসঙ্গিনী বানাতে। সৌমিত্রও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সেও মনে মনে সোমাকে ভালবেসে ফেলেছিল, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছিল না। ও চিরকালই একটু স্বতন্ত্র ছিল অন্যদের থেকে। একটু ভয়ও ছিল মনে, যদি সোমা প্রত্যাখ্যান করে ইত্যাদি ইত্যাদি ভেবে। এইসব সাতপাঁচ ভেবে মনের কথা বলতে পারছিল না। সেও চাইতো সোমাকে কাছে টেনে নিতে, মনের সব কথা খুলে বলতে। ওকে জীবনের সর্বস্ব উজাড় করে দিতে। সে সুযোগও একদিন পেয়ে গেল। দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে সোমা ওকে দেখে পেছন থেকে ডাকতে লাগল– সৌমিত্র দা, সৌমিত্র দা...

সৌমিত্র পেছন ফিরে তাকাতেই দেখল সোমা ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। এসেই বলল– এই, সৌমিত্র দা, তুমি কি এখন ফ্রি আছো? আমাকে একটু অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে পারবে? যদি সময় থাকে তবে এসো না একটু বুঝিয়ে দেবে।

সৌমিত্র, সোমার দিকে তাকিয়ে কি বলবে বুঝে ওঠার আগেই সোমা বলে উঠলো– কি দেখছ অমন করে? চলো আমার সাথে। সৌমিত্রও তখন সম্মোহিত ব্যক্তির মত ওর সাথে সাথে এগিয়ে গেল। সেদিন সৌমিত্র বুঝতে পেরেছিল যে ওর মধ্যে অদ্ভুত এক সম্মোহনী শক্তি আছে। সোমাদের বাড়ি পৌঁছে এবার আরও অবাক হওয়ার পালা। দেখল ওর মা-বাবা কেউই বাড়ি নেই। সুমি বলে উঠলো– মা-বাবা দিদির শ্বশুরবাড়ি গেছে। সন্ধ্যের আগে ফিরবে না। আমাকে কয়েকটা অঙ্ক বুঝিয়ে দেবে?

সৌমিত্র পাড়াতে কয়েকটা অঙ্কের টিউশানি করে, তাই অঙ্কের অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে একটু নামডাকও আছে। সুমি অঙ্কের বই-খাতা নিয়ে বসে অঙ্ক দেখাতে লাগলো। সৌমিত্রও জুটে গেল অঙ্কের নেশায়। হঠাৎ এক উষ্ণ অনুভবে বুঝতে বাকী রইলো না যে সুমি পাশে ঘেঁসে বসেছে, ওর নিঃশ্বাস গায়ে এসে লাগছে।

সুমি- এই, দ্যাখনা সৌমিত্র দা, একটা পিঁপড়ে বড় কামড়াচ্ছে। একটু ফেলে দাও না। বলে পিঠটা এগিয়ে দিল। একটু দেখ না প্লীজ।

সৌমিত্র- কই না তো। আমি তো কিছুই দেখছি না।

-তুমি না খুব বোকা, বুঝলে মশাই। বলেই সৌমিত্রকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে শুরু করল। সৌমিত্রও যেন কোথায় হারিয়ে গেল। ওর সুপ্ত ইন্দ্রিয়গুলো হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলো। এরপর যা হওয়ার তাই হল। একে অপরের মধ্যে কখন যে হারিয়ে গেল খেয়ালই করেনি। সব কিছুই এত দ্রুত ঘটে গেল যে সৌমিত্র ভাবতেই পারেনি এমনটি হবে।
এই ঘটনার পর সৌমিত্র আরও বেশ কয়েকবার সুমির সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছে, ওকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে। সুমিও কখনও বলেনি যে সে অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায়, বরং বলেছে সৌমিত্রকে ছাড়া সে বাঁচবে না। তাহলে সুমি এমন বদলে গেল কি করে? সুমির শরীরের সুগন্ধ, ওর দেহের আকর্ষণ এখনও ওকে পীড়া দেয়। মাঝে মাঝে রাগও হয় সুমির ওপর। সৌমিত্র তখন কলেজের ছাত্র, একথা জেনেও সুমি ওর জন্য অপেক্ষা করতে পারলো না। নাকি ওর যৌবনের বাঁধটা তখন ভেঙে গিয়েছিল, কোনও বাধাই মানতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত সুমি নিজে থেকে ধোঁকা খেল, নাকি সুভাষদা ওকে ধোঁকা দিল আজও বুঝে উঠতে পারেনি সৌমিত্র। যেদিন শুনল যে, সুভাষদা ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে সেদিন থেকেই সুভাষ-দার ওপর রাগটা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গিয়েছিল। সুভাষ-দা তখন গর্ভরমেন্ট অফিসে চাকরী করে, তাই হয়তো সুমিও রাজী হয়ে গিয়েছিল। সৌমিত্রর জন্য অপেক্ষা করার মত সময় ওর কাছে ছিল না।

একদিন সুমি ওর বন্ধু সুপর্ণাকে নিয়ে আসে সুভাষ-দার বাড়িতে। আর সেটিই হল সুমির সম্ভবত জীবনের বড় ভুল। সুপর্ণাও ছিল রূপে গুণে অপরূপা এবং শান্ত ও লক্ষ্মীশ্রী যুক্ত। তাই সুপর্ণা সুভাষ-দার বাবা-মায়েরও খুব পছন্দের হয়ে উঠলো। সুপর্ণার সাথে সুভাষ-দার অন্তরঙ্গতা ক্রমশ: বাড়তে লাগল। একদিন সবাই জানলো, সুভাষদা সুপর্ণাকে বিয়ে করছে। এ ঘটনার পর থেকেই সুমিকে খুব বেশি দেখা যেত না। সুভাষ-দার বিয়ের কয়েকদিন আগেই শোনা গেল সুমি মা-বাবাসহ শান্তিপুরে মামাবাড়িতে চলে গেছে। সৌমিত্র শুনেছিল একদিন সে নাকি সৌমিত্রকে খুঁজতে এসেছিল; যাওয়ার আগে কিন্তু সৌমিত্র তখন বাড়ি ছিল না। পরে ফিরে দেখেছে ওরা আর নেই। সৌমিত্র তারপর ওর মামাবাড়ির ঠিকানায় গিয়ে দেখেছে তালা বন্ধ। ওর মামারা সাঁওতাল পরগনায় কোথায় শিফট করে চলে গেছে। কেউ ঠিকানা দিতে পারল না। সৌমিত্র এদিক সেদিক পাগলের মত খুঁজেও ওর দেখা পায়নি। সেই থেকে রাগে, দুঃখে, অভিমানে সে আর কখনও সুভাষদা-দের বাড়ি মুখো হয়নি। বাবা মারা যাওয়ার পর মাকে নিয়ে সে চলে এসেছিল বাগবাজারের রাজবল্লভ পাড়ায়। এরপর মা মারা যাওয়ার পর এ বাড়িতেই কাটিয়ে দিল বহু বছর। মায়ের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই বাড়িতে বলে মনে হয় তার। অবশ্য লুকিয়ে চুড়িয়ে পুরনো পাড়ায় কয়েকবার গেছে সুমির খোঁজ করতে; কিন্তু কোন হদিস না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। বরং সুমির ওপরই বেশী রাগ হয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হতো, সুমিই তো তাকে ধোঁকা দিয়েছে, তাহলে ও সুমির জন্য ভাবছে কেন? সব যেন কেমন তাল গোল পাকিয়ে গেছে ওর কাছে।

সৌমিত্র ফোনটা পাওয়ার পর থেকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না যে কে এমন হতে পারে তার স্বজন। যার জন্য তাকে যেতে হবে অন্তিম সময়ে। এক সময়ে তার সবাই ছিল, যখন মা-বাবা জীবিত ছিলেন তখন অনেক আত্মীয় স্বজনের যাতায়াত ছিল। বহু বন্ধু-বান্ধব ছিল। আজ সে যেন কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে জীবন কাটাচ্ছে। এখন আপন বলতে কাজের লোক সাবির মা আর অফিসের বড় বড় ফাইলগুলো, কম্পিউটার ইত্যাদি। মা মারা যাবার পর থেকেই কেমন যেন নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছে সে। মাঝে মাঝেই ভাবে একটা আস্ত পাথরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে না তো সে? অফিসের অনেকেই তাকে বাঘ-সিংহের মত ভয় পায়। ওর অলক্ষ্যে ওর কঠোর মনের জন্য নিন্দাও করে বলে শুনতে পায়। কিন্তু ও আজ কেন এমন হল তা তো কেউ জানে না, বা সে খবরে অবশ্য কারোর প্রয়োজনও নেই। তবে যারা সেই ঘটনা জানে তারা তাকে সহানুভূতির চোখে দেখে। তখন আরও অভিমান হয়।

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

.... Your Dream, Our Reality

Luxurious
Apartments
at Mugda

Shapla City Ltd.

Scl

প্রতি মাসে মাত্র ১৫,০০০/- টাকা জমা করে আপনিও হতে পারেন ফ্ল্যাটের গর্বিত মালিক

রয়েছে আপনার পছন্দমত ফ্ল্যাট কিনার সুবিধা ১-৫ বৎসরের সহজ কিস্তি বিভিন্ন সাইজের রেডি ফ্ল্যাট

Introduction

- Shapla City Ltd. is a complete satellite town in Bangladesh having a pure and natural greeneries and landcape.
- It is specialized in developing exclusive apartment with all civilization facilities comparing to modern cities in the world.
- A unique and modern project in South Asia.
- Established in 2011 and an active member of Real Estate Housing and Association of Bangladesh-REHAB, Bangladesh Land Developers Association- BLtK enlisted and approved project.
- A large number of professionals, engineers, architects, planners and designers are involved with this project.
- 180 bighas of land, 160 numbers of apt. buildings, all are same design, same color and same heights.
- 35% open space for road, walk-way, garden, playground, green zone.

বিস্তারিত জানতে ফোন করুন অথবা
Shapla City লিখে Youtube এ ক্লিক করুন
Australia +61 449 690 094
E-mail: info@shaplacity.com.au

Special facilities:

Common area, Park, Green Zone, Foot over pass, School-College, Mosque, Grave yard, Hospital, Bank, Fire service station, Convention hall, Power station, Lake, Swimming pool, Gym, Shopping mall, Waste disposal point are available here. Security is the first priority of the project. 600 close circuit cameras, fingering and eye contact system will be set up in all entrance gates. A renowned Bangla and English medium school (directed by British curriculum) will be there.

- Habitants can enjoy all types of needs and facilities in this project except govt. official facilities. It's a home of Pleasure.

Corporate office :
Sara Tower (17th Floor), 11/A, Toyenbee Circular Road, Shapla Chattar, Motijheel C/A
Dhaka-1000. Tel: 88-02-7114814, 9568057

E-mail: shaplacityltd@gmail.com
Web: www.shaplacityltd.com

+88 01910070701
+88 01910070703
+88 01910070705

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

১৮ পৃষ্ঠার পর

কোন সহানুভূতি সে চায় না। জীবনে একটু ভালবাসা চেয়েছিল কিন্তু সেটুকুও সে পেল না। খালি পেয়েছে ধোঁকা, বঞ্চনা। মাঝে মাঝে তার মনে প্রশ্ন জাগে, নারী কি সত্যিই ছলনাময়ী? কিন্তু এ কথারও যুক্তি সে খুঁজে পায়নি, কারণ তার মা-ও তো একজন নারী। সে মাকে তো কখনও এরকম দেখেনি। পৃথিবীতে বহু নারীর বিরহ গাঁথা এবং বীরত্বের ঘটনাও তো তার অজানা নয়। তাহলে সে কি বিশ্বাস করবে? অঙ্কের মাস্টার হওয়া সত্ত্বেও এই অঙ্কটা আজও সে মেলাতে পারেনি। আজও তার মনে প্রশ্ন জাগে, সুমি হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল। অন্তত: তাকে তো একবার চিঠি লিখে হলেও জানাতে পারতো আসল ঘটনাটা কি। সবই যেন কেমন ধোঁয়াশা হয়ে আছে। ধোঁয়ার আস্তরণে সব ঢেকে আছে। এখনও পুরনো বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিতদের সাথে দেখা হলে আনন্দ পায়, ভাল লাগে। পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো সব চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভাবে, ঐ দিনগুলো আর কখনো ফিরে আসবে না। কিছুদিন আগে অফিস থেকে ফেরার পথে বাসস্টপ থেকে যখন হেঁটে বাড়ি ফিরছিল, তখন হঠাৎই কোলাহল শুনে পেছন ফিরে দেখল অন্য ফুটপাতের দিকে একটা গাড়ি এক ভদ্রলোককে ধাক্কা দিয়ে চলে যাওয়ায়, বহুলোক ছুটে গেল ভদ্রলোককে সাহায্য করতে কিন্তু সৌমিত্র সেদিন অনায়াসে পাশ কাটিয়ে চলে এসেছিল। তাহলে সত্যিই কি সে পাথরের মত নিষ্প্রাণ হয়ে যাচ্ছে। নিজের মনে মনেই ভাবতে থাকে, সে তো এমন ছিল না আগে। একসময় পাড়াতে পরোপকারী বলে নাম ডাকও ছিল। মনে আছে একবার পাড়ার হারু বাগদীর বাবা যখন টি.বি-তে মারা গেল, তখন সেই বৃষ্টির রাতেও বন্ধুদের একত্র করে পকেটের পয়সা খরচা করে তার সৎকার করে এসেছিল। পাশের বাড়ির রবিনবাবুর কারখানা যখন বন্ধ হয়েছিল, তখন নিজের হাত খরচের টাকা লুকিয়ে রবীনবাবুকে দিয়ে আসতো। কিন্তু আজ সে এত বদলে গেছে এটাও মেনে নিতে অবাক লাগে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল–

-দাদাবাবু, দরজাটা খুলে দাও।

বুঝতে বাকি রইল না সবির মা এসে গেছে। দরজা খুলে দিতেই সবির মা ঢুকেই বলল– কি ব্যাপার গো দাদাবাবু? আজ তো একবার ডাকতেই দরজা খুলে দিলে। কাল রাতে ঘুমোওনি নাকি?

-না, আজ ঘুমটা তাড়াতাড়ি ভেঙে গেছে, একটা ফোন আসাতে।

-আর বোলো না, আজকাল এই ফোন হয়েছে এক যন্ত্রণা বাপু।

কোনও কাজ করার উপায় নেই গো। রাত দিন বেজেই চলেছে। আজকাল সবির বাপ ও ঐ একটা যন্তর কিনেছে। কিনে হয়েছে আর এক বিপদ। রাত নেই দিন নেই বেজেই চলেছে। কে যে এত ফোন করে, আর কি যে এত ফোনে কথা হয় কিছুই বুঝিনা বাপু। আমাদের সময়ে আমরা এই যন্তর ছাড়া বেশ শান্তিতে ছিলুম বাবা।

-পিসী, (সবির মাকে আগে থেকেই পিসী বলে ডাকে) তোমার আজ ছুটি। আমি একটু জরুরী কাজে আজ এখুনি কোথাও যাবো।

-আজ তাহলে বাইরে থেকেই কিছু খেয়ে নিও গো। না খেয়ে থেকোনা। আজ তোমার মা থাকলে তুমি কি না খেয়ে যেতে পারতে? আমি তাহলে চললুম, বলে সবির মা চলে যায়।

মা-র মৃত্যুর পর সবির মা-র স্নেহ, মমতা মাঝে মাঝেই মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয় তাকে।

সৌমিত্র অফিসে ফোনে জানিয়ে দেয় আজ সে অফিসে যাবে না। স্নান সেরে বেরিয়ে পরে কাশী মিত্তির ঘাটের উদ্দেশে। হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে থাকে, একসময় যখন কলেজে পড়তো তখন বিকেলে বন্ধুদের সাথে বেড়াতে বেড়াতে কতবার এই কাশীমিত্তির শ্মশান ঘাটের পাশদিয়ে গেছে কিন্তু তখন ভুলেও উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাতো না, পাছে কোনও বিকৃত দৃশ্য মনকে নাড়া দেয় এই আশঙ্কায়। পরে অবশ্য বাবা এবং মা-কে দাহ করার পর মন থেকে সেই ভীতিটা কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেছে। তবুও শ্মশান ও হাসপাতাল এই দু,টো জায়গা এখনও সে এড়িয়ে চলে। ওখানে গেলেই মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়।

শ্মশান ঘাটের যত কাছাকাছি এগোচ্ছে, ততই ওর হৃৎস্পন্দন যেন আরও দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। মাঝে মাঝে ভাবছে, কার আকর্ষণে সে এগিয়ে যাচ্ছে? সমীর ভোরবেলা ল্যান্ড লাইনে ফোন করে এমন ভাবে ফোনটা রেখে দিল যে, সব কথা জানাই হল না। ওর নম্বরটাও হারিয়ে ফেলেছে অনেকদিন হল। মোবাইলে ফোন করলে রিং ব্যাক করা যেত। তাহলে কি সুপর্ণা বৌদি বা সুভাষ-দার কিছু হল? না হলে সমীরই বা ফোন করল কেন? আবার এও ভাবছে ওরা আপনজন হল কি ভাবে? আর বাকী রইল সুমি, ওর খোঁজ তো আজ কেউই জানে না। তাহলে কে এমন হতে পারে। বারে বারে এই প্রশ্নগুলো ওর মাথাতে খালি তোলপাড় হচ্ছিল।

এসব এলো পাথারি চিন্তা করতে করতে সে কখন শ্মশানের কাছে পৌঁছে গেছে বুঝতেই পারেনি। সম্বিত ফিরল যখন নজরে পড়ল শ্মশানের বাইরে সুপর্ণা বৌদি দাঁড়িয়ে আছে উদ্‌ভ্রান্তের মত। তাহলে সুপর্ণা বৌদি বা সুভাষ-দার কিছু হয়নি একথা বুঝতে বাকী রইল না। তাহলে কে হতে পারে?

সুপর্ণা বৌদি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সৌমিত্র-র হাতটা চেপে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে একটা চিঠি বের করে সৌমিত্রকে দিয়ে বলল- ঠাকুরপো, আমি সুমিকে কথা দিয়েছিলাম, আসল কথাটা কাউকে বলবো না। তাই শেষ সময়ে সুমি নিজেই তোমাকে সব লিখে আমাকে মুক্ত করে গেছে। ওকে তুমি ভুল বুঝোনা প্লীজ। গত পরশু ও আমাদের বাড়িতে হঠাৎই এসে হাজির হয়। আজ তুমি না এলে সুমির আত্মা যেমন শান্তি পেত না, তেমনি আমিও আমার বন্ধুর কাছে এবং তোমাদের সকলের কাছে অপরাধী থেকে যেতাম।

সৌমিত্র এসব কথা শুনতে শুনতে কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাচ্ছিল, চোখটা ছিল সুমির সুন্দর গোলাপের মত মুখটার ওপর। দেখে মনেই হচ্ছিল না যে ও আত্মহত্যা করেছে। সুন্দর গোলাপের মত রক্তিম মুখটা দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন সৌমিত্রর দিকে তাকিয়ে হাসছে আর বলছে- ধরতে পারলে না তো? ফাঁকি দিয়ে চলে গেলাম।

সৌমিত্র চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল–

সুপ্রিয় সমু,

আমি জানি তুমি আমার ওপর খুব রেগে আছো। তাই এই চিঠিটা লিখছি। তোমার হাতে এই চিঠিটা না পৌঁছালে আমি মরেও শান্তি পাবো না। তাই এই চিঠিটা সুপর্ণাকে দিয়ে গেলাম। আমার মৃত্যুর পরে এটা তোমাকে যে কোনও উপায়ে যেন পৌঁছে দেয়। সুভাষদাকে বিয়ে করতে আমি একদম রাজি ছিলাম না। তাই সুপর্ণাকে এনে আমি নিজে থেকেই দূরে সরে যাই। একথা সূপর্ণা ছাড়া আর কেউই জানে না। কারণ আমি যে ভালবাসা তোমাকে দিয়েছি তা ভাগ করা যায় না। ওদের বিয়ে ঠিক হওয়ার পর ভেবেছিলাম হয়তো তোমাকে ফিরে পাবো। তাই তোমার খোঁজে তোমার বাড়ি গিয়ে যখন শুনলাম তুমি আমার ওপর রাগ করে অন্য কোথাও চলে গেছো, তখন বুঝেছিলাম তুমি আমাকে ভুল বুঝে বহুদূরে সরিয়ে দিয়েছ। তাই বাবা, মা-কে নিয়ে মামা বাড়ি চলে যাই। সেখানে মা-বাবা মারা যাওয়ার পর মামির গঞ্জনা, লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে সাঁওতাল আদিবাসীদের একটা গ্রামে চলে গিয়ে স্কুলের শিক্ষকতা শুরু করি। পুরানো অতীতকে ভুলতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারলাম না। তোমার ছবিটা আমার মনের গভীরে বসে গিয়েছিল। কিছুতেই ভুলতে পারতাম না। বহু দিন এবং রাত্রি তোমার বিরহে কেঁদেছি। দূরে না গেলে হয়তো তোমার প্রতি এই ভালবাসাটা ভাল করে বুঝতে পারতাম না। ভগবানও হয়তো আমাকে মাপ করলো না তাই দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হলাম। যখন ডাক্তার বলে দিল যে আমার জীবনের আর মাত্র কয়েকদিন বাকী আছে তখন চলে এলাম বন্ধু সুপর্ণার কাছে তোমার খবর পাবো এই আশায়। সুপর্ণাকেও জানাইনি যে আমার ক্যান্সার হয়েছে। কিন্তু রাতে যন্ত্রণা এত বেড়ে গেল যে ওদের কাউকে অসুবিধেয় ফেলতে না চেয়ে নিজের জীবনকে আত্মাহুতি দিচ্ছি। তুমি পারলে আমাকে ক্ষমা কোরো। তোমাকে ভালবাসাই যখন দিতে পারলাম না তখন এই দুরারোগ্য ব্যাধির ভার কি করে দিই বলো? আমি আজও তোমারই আছি এবং থাকবো। এ জন্মে নাই বা হল পরজন্মে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবো। আমাকে ভুল বুঝোনা লক্ষীটি।

ইতি

– তোমার সুমি

পুনঃ- আর একটা অনুরোধ রইল, আমার মুখাগ্নি করার দায়িত্বটা তোমাকে দিয়ে গেলাম। তোমার হাতের আগুণ পেলে আমার আত্মার শান্তি হবে ও জানবো তুমি আমায় ক্ষমা করেছো।

চিঠিটা পড়তে পড়তে সৌমিত্র-র পাষাণ বুকও ফেটে চৌচির হয়ে গেল। চোখের জলের বাঁধটাকে আর কিছুতেই আটকে রাখতে পারছিল না। চোখ ঝাপসা হয়ে চিঠির লেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে এলো। অব্যক্ত এক বেদনায় সাজানো চিতার পাশে বসে পড়ে সুমির হাতটা চেপে ধরল....।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

মা

আব্দুস সামাদ আজাদ

শহর আলী ব্যাপারির তিন ছেলে দুই মেয়ে। তাদের মধ্যে নবীর বড়, মেঝ বিপ্লব, মেঝর পর দুটি মেয়ে আর সর্বশেষ বায়জিদ। নবীর স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে কলেজের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে ওখানেই শেষ হয়েছে তার অধ্যায়নের জীবন।

বাকিরা সব মাধ্যমিক স্কুলে পড়ে। তাদের সংসার অস্বচ্ছল নয়। বাড়িতে জমি জিরোত থাকলেও শহর আলীর সংসার চলে ব্যবসায়। লোকটার বর্ণ সুন্দর। তিনি বেটেও নয়- লম্বাও নয়। তিনি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করেন। কিন্তু লোকটা রসিক। কখনো কখনো বাচ্চা ছেলেদের মতো আচরণ করেন। তবুও পরিবারটা অসুখী নয়।

হঠাৎ দুর্যোগের ঘন্টা বাজতে শুরু করে। পাকবাহিনী নানাভাবে অত্যাচার শুরু করে। সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে কলকারখানায় পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের স্থান হতে থাকে কয়েকগুণ। আমাদের দেশের মানুষের চাকরি যদি হয় দশজন তো তাদের হয় নব্বই জন। আমাদের দেশের উৎপাদিত দ্রব্য নিয়ে তাদের বাহাদুরি। এসব নিয়ে দামাল ছেলেদের আন্দোলন শুরু পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে। দেশ বাঁচাতে মুক্তিযোদ্ধায় নাম লেখাতে শুরু করে। ঠিক এসময় শহর আলী রাজাকারের গুলিতে নিহত হয়। পিতার প্রতিশোধ আর দেশ বাঁচাতে শহর আলীর ছেলে বিপ্লব মুক্তিযোদ্ধায় নাম লেখাতে ছুটে যায় ইন্ডিয়ায়।

পূর্ব বাংলার যুবক রওশন আলী তার নাম বিপ্লব লিখিয়ে প্রশিক্ষণ করে মিলিশিয়া ক্যাম্প থেকে। নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া নাদুস নুদুস চেহারা বালক জুরির সঙ্গে অস্ত্র কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধ চলছে, এরই মধ্যে এক রাতে শহর আলীর বাড়ি লুট হয়ে যায়। নয় মাস একটানা যুদ্ধের পর দেশ শত্রমুক্ত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর পরিপূর্ণ বিজয় অর্জন করে ফিরে এলো সবাই দেশে। কিন্তু ফিরলো না বিপ্লব। মায়ের মন অস্থির। ছেলের জন্য তিনি অধীর আগ্রহে দিন কাটাতে থাকেন। চোখে ঘুম নেই, পেটে নেই ক্ষুধা। মনছুর এলো, শাহাদত এলো, বদর এলো; ওপাড়ার গণি এলো। সবাই তো এলো আমার বিপ্লব তো এলো না?

সংসারের হাল ধরলো নীরব। অভাব ঘুচোতে স্থানীয় বাজারে দর্জির কাজ শুরু করে। কয়েক বছর পার হতে থাকে। দু,টি ছেলে আর একটি মেয়ের লেখাপড়া চলতে থাকে।

ইদানীং নবীরের চলাফেরায় মায়ের মনে সন্দেহের দানা বাঁধতে থাকে। অনিয়ম চলাফেরা, অনিয়ম বাসায় ফেরা। রাতে একদিন বাড়ি আসে তো পাঁচদিন বাড়ি আসে না। বাজারেও থাকে না; তাহলে ছেলেটা কোথায় যায়! ঘটনা একদিন ফাঁস হয়ে যায়। সে রাতে আর কোথাও থাকে না; থাকে ও পাড়ার কলিম শেখের বাড়িতে। ঘরে কলিম শেখের লায়েক মেয়ে। এই নিয়ে মা ও ছেলেতে একদিন ভীষণ দ্বন্দ্ব। তাইতো সত্যি সত্যি নবীর কলিম শেখের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে তুললো। আর সে দিন থেকে মায়ের মনটা আরো খারাপ হয়ে উঠলো। এ সংসারে আর তার থাকার ইচ্ছা নেই। কিন্তু তার কোথাও যাওয়ার মতো জায়গাও তো নেই। ইদানীং বউমার ঘরে প্রায় রাতে একজন মানুষ আসে। নবীর যেদিন বাড়ি আসে না ঠিক সেইদিন মানুষটা এসে ঘরে ঢোকে আবার ভোরের দিকে বেরিয়ে যায়।

মা একদিন নবীরকে সব ঘটনা খুলে বলে কিন্তু ছেলে তো বিশ্বাস করলোই না বরং মাকে এ নিয়ে ভবিষ্যতে কোনো কথা বলতে নিষেধ করে দিলো। মা ছেলের এতো বড় পরিণতির কথা ভাবতে ভাবতে বেশ খানিকটা রোগাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা বেশ গুঞ্জনে রূপ নেয়।

বায়জিদের চোখে যখন বিষয়টা পড়লো তখন সে এর প্রতিকারের দিকে ছুটে গেলো। দ্বন্দ্বটা সংসারে ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে। বায়জিদ মাকে বলে, আমি আর এ বাড়িতে থাকতে চাইনে।

-থাকতে কি আর আমি চাই? তবুও থাকতে হয়। একদিন বায়জিদ পড়ালেখা বাদ দিয়ে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় মাকে বলল, মা তুমি শুধু আমার জন্য একটু দোয়া করবা। আমি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমি চাকরী করবো, বাসা ভাড়া করবো তারপর তোমাকে আমি আমার কাছে নিয়ে যাবো।

-কিন্তু তুই কোথায় গিয়ে কি করবি, তোর তো কোনো টাকা পয়সা নেই।

-আমার কিছুই লাগবে না মা, শুধু তোমার দোয়া সঙ্গে থাকলে আর কিছুর প্রয়োজন হবে না।

-আমি তোকে সেই দোয়াই দেবো যাতে তুই অনেক বড় হতে পারিস।

বায়জিদ তার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। কোথায় গেলো, কি করছে সে সবের কিছুই জানে না মা।

বেশ কয়েক মাস পার হয়ে গেলো। মনে অশান্তি নিয়ে অবাধ্য সন্তানের সংসারে কাল কাটতে থাকে মা। এক সময় মেয়ে দু,টি পরের সংসারের চলে গেলেও একজন জামাই ঘর জামাই হিসেবে রয়ে গেলো। কিন্তু তারা নবীরের সংসারে খায় না। নবীরের বাজারে রাত কাটানেরাও কোনো পরিবর্তন নেই। অজুহাত ওই একটাই। দোকানে না থাকলে দোকান চুরি হবে। নবীরের বিয়ের বয়সটা দেখতে দেখতে তিন বছর পার হয়ে গেলো। সে বন্ধ্যা নারী। এ জীবনেও নবীর সন্তানের মুখ দেখতে পাবে না। ছেলে যেমনই হোক তার বউমা চরিত্রহীন। তার মধ্য দিয়ে মা চায় পুতা পুতনির মুখ দেখতে। ছেলে পুলে না থাকলে বাড়িটা শূন্য মনে হতে থাকে। এসব নিয়ে মায়ের ভাবনা আকাশ ছোয়া। কিন্তু এসব কথার অর্থ নবীর কোনো দিনও বুঝতে পারবে না। ও একটা নির্দয় মানুষ। এমন ছেলেকে আমি পেটে ধরেছিলাম ভাবতে ঘৃণা হয়। বায়জিদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে দুই বছর হয়ে গেলো। আজও তার কোনো খবর হলো না। একটি চিঠিও এলো না! তবে কি সে বিপ্লবের মতো হারিয়ে যাবে? মায়ের আকুতি আর বুক ভরা কান্না কেউ বুঝতে পারে না। ভালো করে ঘুম হয় না। নাওয়া খাওয়ার কোনো নিয়ম নীতি নেই। কখনো দু,টো খায় কখনো খায় না। বউমার সাথে তার ভালো সখ্যতাও নেই। মেয়েটা আছে বলেই তার রক্ষা। সে মায়ের দরদটা বোঝে। চেষ্টা করে মাকে খাওয়াতে পরাতে। কিন্তু মা তা চায় না। কারণ পরের ছেলের আয়ের টাকা কেন খেতে যাবে? যেহেতু তার এখানে সব আছে। স্বামীর জমির হিস্যা আছে, নিজের নামে জমি আছে, গাছ গাছালি আছে, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি সব আছে। কিন্তু সেগুলো এখন পোষা হয়েছে দায়। যেমন নেই খড়কুটা, তেমনি তাদের পালনেরও মানুষ নেই। এই বৃদ্ধা বয়সে সেগুলো নিজেই দেখতে হয়। নবীরটা তাদের দিকে তাকিয়ে ফিরেও দেখে না। তার স্ত্রী খুটোয় হাত দেয় না। এগুলো নিয়ে তিনি আর পেরে উঠছেন না। ফজরের আজান শুনে মায়ের ঘুম ভাঙে। তিনি দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন। নামাজ পড়ার জন্য কিন্তু দরজা খুলে চোখে পড়ে বউমার ঘরের দিকে। ঘর থেকে একজন মানুষ ব্যস্তভাবে বেরিয়ে আবছা অন্ধকারে হারিয়ে গেল। অস্বস্তির মধ্য দিয়ে নামাজ কালাম শেষ করে মা। যখন তিনি উঠোন ঝাড় দিচ্ছিলেন তখনি নবীর হাতের চেটোয় চোখ কচলাতে কচলাতে কুড়ানো উঠানের অর্ধেকটায় এলে মা তার সামনে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ায়- ঘরে ঢুকিসনে, এর একটা বিহীত না করে ঘরে ঢুকিসনে। তোর বউ পর পুরুষের সঙ্গে রাত কাটায় আর তুই থাকিস বাজারে। কেন থাকিস? তুই বাজারে শুয়ে কি সুখ পাস? আজ তোকে বলতেই হবে। এসবের মানেটা কি? তুই বাজারে থাকবি আর বউ ছিনালি করবে?

-শুয়োরের বাচ্চা, তুই আমারে কতো জালাবি? লাথি দিয়ে তোর বুকের পাজর আমি ভেঙ্গে দেবো। বলতে বলতে নবীর মায়ের বুকে লাথি ছুড়ে মারে। মা হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। অনেকক্ষণ কাঁপতে থাকে। নবীর যেমনি এসেছিলো তেমনি চলে গেল বাজারের দিকে।

মায়ের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে কয়েক ফোঁটা অভিশাপের অশ্রু ঝরে পড়ে। দু,হাত তুলে খোদার কাছে দোয়া প্রার্থনা করে- হে আল্লাহ তুমি এর বিচার করো। আমি এর প্রতিফল দেখতে চাই। হাতে হাতে ফল দেখতে চাই।

একটু পরে মা ধীরে ধীরে ইদারার কূলে যায়। বালতি দিয়ে পানি তুলে ওযু করে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে মেঝের মাটিতে মাদুর বিছিয়ে খালি মাথা ভাজ করা হাতের ওপর মাথা রেখে কাত হয়ে চোখের পানি ফেলতে থাকে। মেয়েটা এখনো শয্যা ছেড়ে ওঠেনি। সে সাত সকালে খোলা দরজা দিয়ে সবই দেখছিলো।

দুপুরের আগে বায়জিদ মাকে ডাকতে ডাকতে বাড়ির হিস্যা পেরিয়ে উঠোনে এলে মা চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে। বায়জিদের চোখ ফাঁকি দিতে পারেনি মা। সে মায়ের মুখোমুখি হয়ে সালাম দেয় তারপর বলে, তোমার কি হয়েছে মা?

-তুই এতোদিন কোথায় ছিলি, কেমন ছিলি?

-সে অনেক কথা মা, তোমাকে সব বলবো। আমার চাকরি হয়েছে, বাসা ভাড়া নিয়েছি, এখন তোমাকে নেয়ার অপেক্ষায়।

-আমাকে নেয়ার অপেক্ষায় মানে? তোরা কি সবাই এক রকম হয়ে গেলি?

সকালের ঘটনা মা লুকাতে চেয়েছিল; পারলো না। বায়জিদকে সব খুলে বলে। মায়ের কথা শুনে মাথা গরম হয়ে যায় তার। সে বাজারে ছুটে গিয়ে বড় ভাইয়ের মুখোমুখি হতে চেয়েছিলো। কিন্তু মা তাকে যেতে দিলো না। বায়জিদ মা,কে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। বাসায় পৌঁছাতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। গোপালগঞ্জ শহরে বাসা। চাকরিটাও বাসার কাছাকাছি, বাসায় একটা কাজের ছোট্ট মেয়ে আছে, থালা- বাসন মাজা আর দু,বেলা রান্নার অভ্যাস সে করেছিলো। কিন্তু মা আসার পর থেকে সে আর রান্নার সুযোগ পাইনি। সে শুধু মায়ের হাত আরানি করছে। নতুন বাসায় এসে মায়ের সকল কষ্ট দূর হয়ে গেছে। দূর হয়েছে মনের যতো ক্লান্তি।

তিনদিন পর নবীরের পায়ে যন্ত্রণা শুরু হয়। ঝাড়া-পোছা, ডাক্তার-কবিরাজ সবই সে ব্যর্থ হয়েছে। দিন যতো যেতে থাকে ততো রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটি পা শুকিয়ে একেবারে শীর্ণ হতে শুরু করেছে। এরপর সমস্ত শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। মায়ের গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি সব বিক্রি করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও তার কোনো চিকিৎসা হয় না। ডাক্তাররা নানা রকম পরীক্ষা করেও তার রোগ ধরতে পারে না। এ রোগ নাকি ইতোপূর্বে তারা আর কখনো দেখেনি। অবশেষে বিনা চিকিৎসায় নবীরকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে হলো। পাড়ার লোকেরা ভিড় ঠেলে দেখতে আসে, তাকে আর চেনার মতো নেই। বিবর্ণ চেহারার আকৃতি যেন লোপ পেয়েছে তার থেকে। পাড়ার মানুষেরা বলাবলি করছে, মায়ের অভিশাপ লেগেছে। ও আর ভালো হবে না। ওদিকে বায়জিদের সংসার সুখময় হয়ে ওঠে। সে ওখানে মায়ের মত নিয়ে বিয়ে করেছে। বউমা শাশুড়ির প্রাণে প্রাণ। সেও শাশুড়িকে মায়ের মতো দেখে। সংসারের সুখ উপছে পড়তে শুরু করেছে। নবীর যখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ঠিক তখন সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে মায়ের কথা। একমাত্র মা-ই পারে তার এ রোগ দূর করতে। নবীরের মাকে খবর পাঠালো কিন্তু মা এলো না।

জীবনের যখন আর আশা নেই। তখন নবীরের স্ত্রী এলো বায়জিদের বাসায়। কিন্তু তখনও বায়জিদ অফিস থেকে ফেরেনি। মা বড় বউমার কাছ থেকে তার ছেলের বর্ণনা শুনে কেঁদে অস্থির। অপেক্ষায় আছে শুধু বায়জিদের। সে অফিস থেকে ফিরে এলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়ালো অন্যরকম। বায়জিদ একেবারে বেকে বসলো। সে নিজেও ভাইকে গ্রামের বাড়ি দেখতে যাবে না; এমনকি মাকেও যেতে দেবে না। এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। সে মায়ের সব আদেশ মানবে, কিন্তু বড় ভাইয়ের মুখোমুখি সে হবে না। শেষ পর্যন্ত মা তাকে বললো আমি যেটা বুঝি তুই সেটা বুঝবিনে। মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল চায় না। মা হয়ে আমি তোকে শেষ বারের মতো অনুরোধ করছি। তুই যদি আমাকে লাথি মারতিস তাহলে তোকেও আমায় ক্ষমা করে দিতে হতো।

মা আসছে তার রুগ্ন সন্তানকে দেখতে। নিজের গ্রামে যখন পৌঁছায় তখন আসরের সময় পার হয়েছে। সূর্যটা পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। তিনি দুর্বল পায়ে জোরে হেঁটে যাবার চেষ্টা করে। সন্তান তার পথপানে চেয়ে আছে। শেষ মুহূর্তে মায়ের একটুখানি দোয়া নবীর কেবলই এপাশ ওপাশ করছে। মৃত্যু যন্ত্রণা ঘিরে ধরেছে। তার একটিমাত্র ইচ্ছে মরণের আগে মায়ের পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।

মা খুব ব্যস্ত পায়ে হাঁটছে তবুও যেন পথ এগোচ্ছে না মোটেও। পড়ি মরি করে ঘরে ঢোকে। নবীরের শয্যার পাশে নিবু নিবু অবস্থায় একটা প্রদীপ জ্বলছে। সেই ক্ষীণ আলোয় রুগ্ন ফ্যাকাশে বিবর্ণ সন্তানের মুখ দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। নবীর দুর্বল চোখে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ওরে নবীররে, ওরে আমার সোনা মানিকরে, একি হাল হয়েছে তোর?

ধীরে ধীরে মা শীতল ডান হাত ললাটের ওপর এগিয়ে নিয়ে যায়। নবীর মাকে ডাকতে চেষ্টা করে কিন্তু ওর মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হয় না। মুখটা শুধু হা করে। ঠোঁট দুটি কাঁপতে কাঁপতে এক জায়গা এসে মিশে যায়। চোখ থেকে কয়েক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। মায়ের হাত কপালে রাখতেই নবীরের মুখটা আলতোভাবে একদিকে কাত হয়ে পড়ে নিথর হয়ে যায়। একরাশ কান্না আকাশ বাতাস ভারী করে তুলে বাড়িময় শোকের ছায়া নেমে আসে।

কাঁটা তার

রাণা চ্যাটার্জী

'যাই বলো তুমি, বিয়ের পর অনেক সুযোগ, ফাঁকা সময় তুমি পেয়েছ'। মুখ বেঁকিয়ে কথাগুলো ছুঁড়ে তোয়ালেতে মুখ মুছে অন্যদিনের মতো বেরিয়ে গেল অর্ঘ্য।

সন্ধ্যার পর বাবার সাজানো বাগানের মতো মোবাইলের শো-রুম থেকে ফিরে প্রতিদিনই বন্ধুদের সাথে ঠেকে আড্ডা দিতে যাবার অমোঘ আকর্ষণ বিয়ের চতুর্থ দিন থেকেই উপলব্ধি করেছিল সুনীতা। বাবা-মায়ের আদুরে ছেলে, যাক একটু ঘুরেই আসুক। শাশুড়ী মায়ের প্রচ্ছন্ন আবদার সেদিন একটু অবাকই করেছিল তাকে।

স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে নূন্যতম কিছু প্রয়োজনীয় কথাবার্তা যে থাকতে পারে, বৌকে যে সময় দিতে হয়, এই বোধটাই বিয়ের দু,বছর পার করে আজও এলো না অর্ঘ্যর। যখনই বলতে গেছে, ”আরে কি আছে- ড্রাইভার নিয়ে বাজারে চলে যেতে পারো না?” বলেই কেবল ঝাঁজই দেখিয়েছে। শরীর কেবল জাগলেই যে সহধর্মিণীর প্রয়োজন কেবল সেটা নয় তারও উর্দ্ধে সংসার নামক গোলক ধাঁধাঁর জটিল রসায়ন সামলাতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সময় দিতে হয়, এটা বয়সে ছোটো হলেও সুনীতা উপলব্দি করে, কিন্তু কেবল একা একাই!

তবে সুনীতা প্রত্যক্ষ করেছে, কোনো যে অ্যাফেয়ার আছে অর্ঘ্যর সেটাও কিন্তু নয়, সারাদিন হই হই করেই কাটায় বন্ধুদের নিয়ে। ঘরে যেটুকু সময় থাকে, নয় মোবাইলে গেম, নেট না হয় টিভি, মিউজিক সিস্টেম এইসব নিয়েই মেতে থাকে। কি আশ্চর্য্য, ঘরে যে একটা সুন্দরী বৌ আছে তার প্রতি নূন্যতম দায়িত্ব বোধ পালনের কোনো আগ্রহ সরিয়ে কেবল প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য জিনিসের মতো পাস কাটিয়ে রাখা যেনো অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে প্রথম থেকেই।

না, খাওয়া পরার কোনো অভাব বোধ হয়নি এই বাড়িতে সুনীতার বরং প্রয়োজনের তুলনায় সব কিছু একটু বেশিই পর্যাপ্ত এখানে। কেবল অভাব অনুভূত হয় প্রয়োজনীয় ভালবাসাটুকুর। ডাইনিং এ থরে থরে সাজানো হরেক রকমের ফলের বাহার। মার্বেল ফিনিশিং ঝাঁ চকচকে বাড়ি-ঘর, ফার্নিচার কোনো কিছুর অভাব নাই এই বাড়িতে। এক গ্লাস যে জল গড়িয়ে খাবে, সে উপায়টাও নাই। ওমনি পড়ি কি মরি করে দৌঁড়ে এসে সারাদিনের কাজের মাসি ঝর্ণা দি জিভ কেটে বলবে, ”এমা ছি ছি! একি করছো গো বৌদিমনি, আমি থাকতে কিনা তুমি জল নিয়ে খাবে!” প্রথম প্রথম এইসব ভালই লাগত শুনতে। এমন স্বাচ্ছন্দ্যতো অনেকের কাছে স্বপ্নই।

আর এইসব দেখেই তো বাবার বাল্য বন্ধু হরিহর কাকু বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এক রবিবারের বিকালে। সেই দিনটা খুব মনে পড়ে সুনীতার- ঠিক আগের দিনই অনার্সে ইংরেজি নিয়ে পড়া মেয়েটা ৫৮% মার্কস নিয়ে স্বপ্নের বীজ বুনে ফেলেছিলো। তার কাছে মনে হয়েছিল, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাবাকে হেল্প করে সংসারের হাল ধরাটা অনেক বেশি প্রয়োজনের- বিয়েটা নয়। তাই হরিহর কাকা সহাস্যে কথাটা পাড়তেই প্রোটেস্ট করেছিলো সে, ”কাকাবাবু আপনিতো সবই জানেন, আমি কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। প্রতিষ্ঠিত হতে, অন্তত এই সুযোগটা যেনো পাই।” উনি কি বুঝেছিলেন জানি না, খুশিতে লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন, ”সু-প্রতিষ্ঠা তো? আলবৎ হবিরে মা। দেখবি সব বাঁধা কাটিয়ে একদম রাজ-রানী হয়ে থাকবি।”

বরাবরই মা বাবার অত্যন্ত বাধ্য মেয়ে সুনীতা। সেদিন হয়তো নারী স্বাধীনতার এমন সুযোগে বরং আশ্বস্ত হয়েছিল, যাক ভাইটাকে যদি একটু ভালভাবে পড়াশোনা করাতে পারি। প্রতিবছর পূজোর সময় এলেই বাবা কেমন যেনো গুটিয়ে যেতেন। খুব মনে পড়ে সেদিনের কথা, একবছর দশমীর দিন। বাবার পূজার বোনাস হয়নি, অবাঙালী মালিক ঝুনঝুনওয়ালার প্রতিনিয়ত শ্রমিক শোষণ আর চটকলে নিত্য মালিক আর ইউনিয়ন এর ঝামেলা সামলানো সুপারভাইজার বাবা, যিনি শ্রমিকদের স্বার্থে পাওনা গন্ডা আদায়ে ছিলেন সামনের সারিতে। আর বাবার এই নিত্য গল্প, মহড়া দেখেই বেড়ে ওঠা কলোনীর আর দশ বারোটা পরিবারের সাথে। এই পরিবারগুলো আর্থিক মাপকাঠি এক হবার কারণেই বোধহয় এত্ত আন্তরিকতা, বিপদে আপদে পরস্পরের প্রতি এত্ত দায়বদ্ধতা। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কাল রাত থেকে ভীষণ জ্বর নিয়ে শুকনো মুখে হঠাৎ তার সম্বিত ফেরে তার সু-সজ্জিত ”অন্য ভুবন”এর বেড রুমে। বড়ো একা লাগে, হাঁফিয়ে ওঠে সে এমন সোনার খাঁচায়!

রাত্রি ৯.৩০ বাজলেই মায়ের হাতে সেঁকা গরম রুটির গন্ধ আজও তাকে বিভোর করে দেয়। এখানে এসে চির-অভ্যাস মতো শশু-শাশুড়ী মাকে রাতের খাবার দিতে গেলে মিষ্টি হেসে উনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ”একি করছো তুমি বৌমা, ঝর্ণা তো আছেই, যাও তুমি রেষ্ট নাও।”

বিদূষী এই মহিলাকে প্রথম থেকেই বেশ ভালো লেগেছিল সুনীতার। কি সুন্দর শৌখিন নরম মনের, কাঁচা পাকা ছোটো চুলের গোল ফ্রেমের চশমায়। রুচিবোধে সর্বত্রই এক অনন্য আভিজাত্যের ছোঁয়া, যিনি বিভিন্ন রকমের সমাজসেবামূলক কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে ও পরিচালনায় যুক্ত থাকেন সর্বক্ষণ। কোন এক মাসের মান্থলি মিটিং, এই বাড়ির নিচের তলার ঘরে হবার সুবাদে সুনীতা একটু আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখেছিল। কি সুন্দর আন্তরিকভাবে তার শাশুড়ী মা আগত সকল সদস্যদের মিটিং-এর এ্যাজেন্ডাগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। গাইড করছিলেন আগামী কাজের রূপরেখা, ঠিক যেমন করে বাবা, শ্রমিক কাকুদের নিয়ে মাঝে মধ্যে মিটিং করতেন। এক অদ্ভুত মিল আর ভালো লাগা থেকে শাশুড়ী মাকে সাহস আর কিছুটা আবদারের সুরে সুনীতা বলেছিলো, ”মা, আমাকেওতো আপনাদের দলে নিতে পারেন। খুব বোর হয়ে যাই একা একা।” ততক্ষণাত কোন প্রতিক্রিয়া না দিলেও একদিন মিষ্টি হেসে বলেছিলেন, ”এখনো নতুন বৌ-এর গন্ধ যায় নি তোমার বৌমা, পড়াশোনাটা চালিয়ে যাও, পরে দেখা যাবে।” বলতে খুব ইচ্ছা হয়েছিল সেদিন ওনাকে, কিন্তু পারেনি বলতে যে, ”চাকরির পরীক্ষার জন্য কোচিং এর প্রয়োজন হয় মা। আপডেট থাকতে হয়, আর চাই প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা, একাগ্রতা বৃদ্ধির সুস্থ পরিবেশ, উৎসাহ। আর যাই হোক এইভাবে অন্তত হয় না।”

আর রইল বাকি, বাড়ির অন্যতম রাশভারী সদস্য। তার শশুর মশাইএর পরিচয় বৃত্তান্ত, যিনি সর্বদাই মুখে চুরুট নিয়ে আপন মনে নিচের তলার ঘরে শিকারীর বইপত্র নিয়েই মগ্ন, কেবল খাবার সময় ছাড়া সচরাচর তিনি ওপরের ঢাউস দোতলায় খুব একটা যান না। একদিন বাইরে যাবার সময় ওনার খোলা দরজা থেকে ভেতরের জগত দেখে ঘাবড়ে গেছিল সুনীতা। বাবা রে এটা ঘর না গভীর জঙ্গল! দেওয়াল জুড়ে বন্য হিংস্রদের ওয়াল পেন্টিং, সঙ্গে হরেক রকম মুখোশ!

ভাবলেই যেন গা ছমছম করে তবু সে নানান ভাবনায় আবার ডুব দেয়। এ বাড়িও তো এক ইঁট কাঠ পাথরের জঙ্গল। চাপা উত্তেজনা, ভয়, কেবলই নীরবতা, শূন্যতা, হঠাৎ রাতের হিংস্রতা। সব কিছুই আছে, আর আছে এমন তীব্র অনুশাসন-এর শেকল; যেখানে সবার মাঝে মস্ত বড়ো দেওয়াল, যেন গিলতে আসে তাকে, হাঁস ফাঁস করে ওঠে সুনীতা। হঠাৎ ভাইকে খুব দেখতে ইচ্ছা করে দিদির স্নেহশীল হৃদয়। জানালার গ্রিল ধরে নিচের রাস্তার দিকে এক অদ্ভুত শূন্যতায় দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়। স্কুল ছুটির ছাত্রদের ভিড়ে ভাইকে যেন খুঁজে পেতে চায় তার উৎসুক মন। এক ছুটে শৈশবের স্কুল জীবনে পৌঁছে যায় সে। বাড়ি মুখো টিচার ম্যামদের আওয়াজ, আবার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্নকে খুঁচিয়ে দেয়। হঠাৎ সম্বিত ফেরে দূরে কোথা থেকে ভেসে আসা গানের কলিতে ”তুমি অন্য কারুর সঙ্গে বাঁধো ঘর।”

Drexler & Partners
Litigation and Insurance Lawyers

Experts in Motor Vehicle Claims &
- Workers Compensation Claims
- Public Liability Claims (slip & fall)
- Medical Negligence
- Product Liability

And
- Family Law • Family Provisions
- Commercial Law
- Conveyancing
- Acting in Supreme Court, District Court and Local Court
- Defamation

No Win - No Pay! for our legal costs

Law Society Accredited Specialists

Suite 11, Level 11, 59 Goulburn Street SYDNEY NSW 2000
Our New Office : Suite - 204, Level - 2, 39 Queen st, Auburn NSW 2144

Contact
Waldemar Draxler & Hamad Zreika
(T) 61-2-9211 3399
(T) 61-2- 9188 1270
(F) 61 -2-9211 6032

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সিঙ্গুলেট জাইরাসে এবার সামুরাই

পবিত্র চক্রবর্তী

বৃষ্টিটা থেমে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু সোঁদা গন্ধ বাষ্পের মত সারা শরীরময়। আমি বৃষ্টি বরাবরই ভালোবাসি। তবে আজকের বৃষ্টিটা হঠাৎ। আকস্মিক। বেশ কয়েকদিন ধরে একটানা ক্লান্তি মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল, দমকা হাওয়া আর বৃষ্টির ছোঁয়ায় হুস করে সেগুলো কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

মানুষ আজকাল হাসে কম, অনুভূতিগুলো কেমন যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে সকলের। আমিও বাদ পড়ি না অবশ্য। `এন্ড্রলিন সিঙ্গুলেট জাইরাস, সম্পূর্ণ নাম। নাহ এটা কোন রান্নার রেসিপির নাম ভেবে ভুল করবেন না। আমার নতুন আবিষ্কারের পোশাকি নাম "সিঙ্গুলেট জাইরাস।,,

রাতের খাওয়া শেষ করে খানিক আগেই উঠলাম। সময় খুব যে গভীর তা নয়, কাঁটা বলছে সাড়ে এগারোটা। টুং করে মেসেঞ্জারে একজনের ম্যাসেজ আসতেই ভ্রূটা কুঁচকে উঠলো। ভেবে দেখলাম পূর্ব পরিচিত নন, নামটা বেশ মজার। হারু ইটো। জাপানী, পেশায় ও নেশায় বিজ্ঞানী। ফেসবুকে আমার কিছু পোষ্ট দেখে কথা বলতে চান। হারু ইটোর সাথে কথা বলতে বলতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়ালই নেই। লজ্জিত হলাম, ছিঃ ছিঃ কী ভাবলেন! চ্যাট ওপেন করতেই দেখলাম, তিনি ফোন নং দিয়েছেন আর অনুরোধ জানিয়েছেন যদি তার সাথে একটু কথা বলি।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতেই ফোনটা করেই ফেললাম। খানিকক্ষণ রিং হওয়ার পর একটা মার্জিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে– "হাই, করে অয়া দারেনা না কা?,, শুনেই হোঁচট খেলাম।

কাপটা টেবিলের পাশে রেখে বললাম, "আর ইউ মিঃ হারু ইটো?„ অপর প্রান্ত চুপ। মনে মনে একটু রেগে উঠেছি, একেই আই এস ডি কল, তারপর যদি কথা নাই বলে; "ধুর„ বলে ফোনটা কেটে দিলাম।

মানুষের স্বভাব বড়ই বিচিত্র, সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মও আজব দুনিয়া; এই নিয়ে ভাবছি। এমন সময় মোবাইলটা বেজে উঠল। ধরতেই "মোশিয়াকিয়ারিমাসেন যা হিজো নি জান্নেন, আই অ্যাম হারু ইটো।,, জাপানী বিজ্ঞানী সকরুণ গলায় বলে উঠলেন। বেশ মজা লাগলো। ওনাকে ওই বিশাল শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করাতে গর্বের সাথে বললেন, "সরি, ভেরি সরি।„ অর্থাৎ উনি আমার ফোন নিজে না ধরতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন ওটি বলে।

মিনিট দশেকের কথায় ভদ্রলোক আমার মন জয় করে নিলেন। এরপর মাঝে মধ্যেই নানা কথাবার্তা, বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে কথা চলত। হঠাৎ যেভাবে এসেছিলেন তেমনি দেখলাম ভদ্রলোককে ফেসবুক তো দূর ফোনেও পাওয়া যাচ্ছে না। দুশ্চিন্তার কথা মাথায় আগে আসে। কিন্তু এতদূর থেকে চিন্তা ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই।

দিনের মত দিন যায় আমিও ভুলতে থাকি। সিঙ্গুলেট জাইরাসকে কী কী ভাবে আরও কার্যকর করা যায় সে ভাবনায় ডুবে আছি। ঠিক এমনই একদিনে হারু ইটোর ফোন। অবাক হলাম! কথা বলে বুঝলাম উনি বেশ চিন্তিত তাঁর বাবাকে নিয়ে। অনেক চিকিৎসা করিয়েও কিছু লাভ হচ্ছে না। আত্মহত্যার চেষ্টা কয়েকবার করেও ফেলেছেন।

ভিসা অফিসে রোহিতশ্ব রায় অর্থাৎ আমি, আবেদন জমা করেই দিলাম শেষমেশ। বেশীদিন লাগলো না মঞ্জুরী পেতে। পাক্কা ৯ ঘন্টা ৩০ মিনিট পর টকিয়োর হেনেডা বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। সুঠাম চেহারার ভদ্রলোক হারু ইটো। বৈজ্ঞানিকের থেকেও সিনেমার অভিনেতা হলে বেশী মানাতো। খুবই বিনয়ী অথচ চোখেমুখে নিজের এবং নিজের দেশ সম্পর্কে মার্জিত গর্ববোধ। ভালো লাগলো।

সমুদ্রের ধার দিয়ে বেশ খানিকটা যাওয়ার পর মিঃ হারু গাড়ীর স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। অসাধারণ দৃশ্য। চারিদিকে ব্যাস্ততা অথচ জাদুর স্পর্শে সব কিছু নিজের থেকেই যেন হয়ে যাচ্ছে। ভিড় আছে, নেই মারামারি। কখন যে ২৪ কিলোমিটার পার করে সিনঝুকু শহরে চলে এলাম খেয়ালই করি নি। ৩৭ তলা বিল্ডিং-এর পাশ কাটিয়ে আরেকটু এগোতেই মিঃ হিরুর বাংলো। নাহ খুব একটা বড় না, তবে রুচিবোধ অসামান্য।

আমি আগেও দুটি দেশে গিয়েছিলাম আর এখানেও একটি বিষয় খেয়াল করলাম, কাজের লোক তেমন নেই। ভারতে যে এর চাহিদা তুঙ্গে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর জন্য পরাধীন ভারতের দাসত্ব চেতনা দায়ী কিনা বলতে পারবো না। রিকু, জাপানী বৈজ্ঞানিকের ছেলে। দরজায় টোকা দেওয়ার পর খুলে দিল। আমাকে দেখেই একগাল হাঁসি। গোলগাল মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালো। খানিক পরেই এক ভদ্রমহিলা মিনিয়েচার করা সুদৃশ্য চায়ের কাপ হাতে নিয়ে হাজির। কিরা পরিহিতা ভদ্রমহিলা যে মিঃ ইটোর স্ত্রী তা বুঝতে অসুবিধা না হলেও আমার বন্ধু ছেলে আর স্ত্রী,র সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আধা ভাঙা ইংরেজিতেই কথা প্রথম থেকে শেষ অবধি হয়েছিল। বোঝার সুবিধার জন্য বাংলায় লিখছি।

ফ্রেস হয়ে গেছি অনেকক্ষণ। খিদে যে পেয়েছে তা নয়। ভারতীয় পেট প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা আগে কী করে খেতে পারবে বলুন! আমার রিস্টওয়াচে তখনও সকাল ১০ টা ছত্রিশ মিনিট। এদিকে মিসেস ইটো দুপুরের খাবার পরিবেশন করতে শুরু করে দিয়েছেন। ড্রয়িং রুমের ঘড়িতে তখন দুপুর ২ টো বেজে গেছে। ভুল বুঝে সময়টা মিলিয়ে নিলাম।

ভারতের মতই সাদা ভাতের সাথে মাছের পদ (স্থানীয় নাম মেকারেল মিযোরে-নি আর পাতি বাংলায় মুলো বাটার সাথে সিদ্ধ করা মেকারেল মাছ) সাথে কিছু সিদ্ধ আলু আর শাকপাতা। মিঃ ইটো আনন্দের সাথে খেতে খেতে বললেন, "রাতে ফগু মাছের আইটেম রান্না করে খাওয়াবে গিন্নি; বুঝলেন ডক্টর; অসাধারণ রাঁধতে পারে।,, মনে মনে ভাবলাম মাছে ভাতে বাঙালির একদিন সর্ষে ইলিশ খাইয়ে দেখাবো, সিদ্ধ করা মাছ খেতে ভুলে গিয়ে আঙুল চাটতে থাকবেন।

পরের দিন সকাল। এখানকার সকাল মিষ্টি সকাল, ফুরফুরে হাওয়া। প্রসঙ্গত বলে রাখি, গত রাতে ফগু মাছ কপালে জোটে নি। তার অন্যতম কারণ বিকালে হসপিটাল থেকে ফোন আসে, মিঃ ইটোর বাবার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে আমিই মুখ খুললাম, "আপনার বাবার ঠিক কী হয়েছে মিঃ ইটো?„ এক মনে স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে খানিক পরেই বললেন, "ডক্টর যে কারণে আপনাকে আমার এখানে আসার অনুরোধ করেছি তা আমি সবই বলব।„ একটু থেমে পুনরায় বললেন, "এখন অফিসে বেরোতে হবে। আমার মিসেস ছুটি নিয়েছেন। আপনি ওর সাথে এদিক ওদিক ঘুরে আসতে পারেন, রাতে কথা হবে।„ ওর কথায় বুঝলাম, বাবার বিষয়টা সুন্দরভাবে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। আমিও আর জোর করলাম না।

কিছুক্ষণ আগে রিকু আর মিঃ ইটো বেরিয়ে পরলেন। এক মিনিটও দেরী করতে জানেন না জাপানীরা। মিসেস ইটো আমাকে জানিয়ে গেলেন, পাশের ঘরটা লাইব্রেরী রুম। একদিকে ভালোই হল। মিঃ ইটো জীবনে কী কী করেছেন আমার জানা নেই; তবে অসাধারণ সব বইয়ের কালেকশন। মূলত সবই জাপানী ভাষায় লিখিত তবে র্যা কের একটা ধারে এসে চোখ আটকে গেল– "হাগাকুরে।„ বইটি হাতে তুলে নিয়ে দেখলাম বেশ পুরনো সংস্করণ। ইংরেজিতে লেখা সামুরাইদের আধ্যাত্ম ও ব্যবহারিক দিক তুলে ধরেছেন লেখক। একটা চেয়ার টেনে চোখ বুলাতে লাগলাম। অদ্ভুতভাবে খেয়াল করলাম, বইটার অনেক জায়গায় পেন্সিল দিয়ে দাগ টানা।

এক-দু জায়গায় লাল কালিতে "সেপ্পুকু„ আর "টান্টো„ শব্দে মোটা করে দাগ। পাঠকের মনে এমন কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বোঝার জন্য গভীরভাবে পড়তে শুরু করলাম। খেয়াল নেই সময়ের। মিসেস ইটো দরজায় নক করে ভেতরে আসলেন। আমার দিকে হাসি মুখে জানতে চাইলেন, "খুব বোর হচ্ছেন বলুন!„ আমিও প্রত্যুত্তরে হেসে মাথা নাড়িয়ে না জানালাম। ভদ্রমহিলা অদূরে রাখা আরেকটা চেয়ার টেনে বললেন, "আসলে এটা আমার শ্বশুরের লাইব্রেরী রুম। অসুস্থ হলেও দিনে একবার অন্তত আসা চাই-ই।„ কথাটা শেষ করে র্যা কের আরেক প্রান্তে রাখা একটা ছবির ফ্রেম দেখালেন।

"সামুরাই! উনি সামুরাই!,, আমি ছবিটা দেখিয়েই বললাম।

"ছিলেন একসময়ে মিঃ রায়। ৯৯ পেরিয়েছেন গত জানুয়ারিতে।,,

কথার খেই ধরেই বইটা পাশে সরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "উনি কী কোন কারণে ডিপ্রেশনে আছেন?„

আমার কথাটা শুনে কিছুটা অবাক যে হয়েছেন তা ওনার মুখই বলে দিচ্ছিল। তাও সংযতভাবেই উত্তর দিলেন, "বাবার বন্ধুর নাম টয়টমি টানাকা। এখানে মাঝে মধ্যেই আসতেন। গত মাসে দুই বৃদ্ধের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। মাঝে কিছুদিন আমি আর মিঃ ইটো জাপানের পশ্চিমে বেড়াতে যাই। বাড়ীতে রিকুই ছিলো। কলেজের পরীক্ষার জন্য যেতে পারে নি,

"সেদিন আজও ভুলবো না ডক্টর! বাড়ীতে যখন ঢুকলাম, দেখি মেঝেতে পড়ে আছেন বাবার বন্ধু। পেটটা গভীরভাবে কাটা। হসপিটালে নিয়ে গেলাম কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না।„ মিসেস ইটোর গলায় হতাশা আর বিষণ্ণের ছাপ। বুঝলাম এই কারণেই তার শ্বশুর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন; কিন্তু মৃত্যুর কারণটাই বা কী? মনের মধ্যে প্রশ্ন থেকেই গেল।

ভদ্রমহিলা আর কোন কথাই বললেন না। যেমন নিঃশব্দে এসে ছিলেন ঠিক তেমনই বেড়িয়ে গেলেন।

সন্ধ্যে ঠিক ছটার মধ্যে বাড়ীর সকলেই চা খান একসাথে। আজও ব্যতিক্রম হয় নি। মিঃ হারু নিজেই বললেন, "ডক্টর, আপনি ঠিকই ধরেছেন বাবা ডিপ্রেশড়। মিসেস সবই বলেছে আমাকে। বর্তমানে বাবা `হিকিকোমোরি,তে আক্রান্ত। তাছাড়া, ওই ঘটনার জন্য টয়টমি আঙ্কেলের ছেলে ধমকিও দিচ্ছে।,,

হিকিকোমোরি হীনমন্যতা আর লজ্জা থেকে উদ্ভূত মানসিক ব্যাধি। আমি এই সময়ে ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো পকেট থেকে বার করে দিলাম। মিঃ ইটো রিডিং গ্লাস দিয়ে পড়ে ফ্যাকাশে মুখে নিজের স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন। মিসেস ইটো অস্ফুট শব্দে বললেন, "জিসেই!,, আমি ওনার দিকে তাকাতেই মিঃ হারু ইটো বললেন, "মৃত্যুর কবিতা। সামুরাই হারিকিরি করার আগে এমন কবিতা লেখেন; আপনি পেলেন কোথায়?„

আমি সোফায় পিঠটা একটু টানটান করে বললাম, "আচ্ছা মিঃ আকিফুমি অর্থাৎ আপনার বাবা আমার লেখা জার্নাল কীভাবে পেলেন? কারণ জার্নালটা বেশী পুরনো নয়!„

হারু ইটোর মুখে এতক্ষণ পর হাল্কা হাসির আভাস দেখা দিল। বললেন, "আসলে আমার বৈজ্ঞানিক হওয়ার পিছনে বাবার অবদান সবথেকে বেশী। তাছাড়া আপনার মমি কান্ড আর আমেরিকায় ট্যানিফ্লরার কান্ড সারা পৃথিবীতে হইচই ফেলে দেয়। আপনার রিসেন্ট রিসার্চ সিঙ্গুলেট জাইরাসের কথা পত্রিকায় বেরোতেই নিয়ে আসি পড়তে। বাবাও পড়তে চান এই দুঃখ দূর করার বা আবেগ প্রকাশ করার ওষুধের বিষয়ে;

"বুঝলাম। আমি ওই মৃত্যুর কবিতা ওখানেই পেয়েছি মিঃ হারু।,, বললাম ঠিকই কিন্তু মিঃ হারুর প্রায় লোমহীন ভ্রূ কুঁচকেই থাকলো। আবারও বললাম, "লাইব্রেরীতে হাগাকুরে বইতে উনি কয়েক জায়গায় লাল কালি ব্যবহার করেছিলেন। যার রঙ দেখে খুব একটা পুরনো লাগলো না। আবার হঠাৎ বিজ্ঞানের পত্রিকা চোখে পড়তেই দেখলাম আমার, লেখার জায়গায় এই জাপানী কবিতাটা। যদিও কিছুই বুঝি নি।,,

বিহ্বলতা কাটিয়ে মিসেস ইটো আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হারু বলার আগেই আমি বলি, কেন আপনাকে আমরা ডেকেছি।"

২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

Eid Mubarak
NAS MEDICAL CENTRE
NAS Medical Centre
Dr Nazma Rahman
Dr Md Akthar Hossain
Dr Noorjahan Shelley
* পর্যাপ্ত গাড়ী রাখার ব্যবস্থা আছে
* বাংলাদেশী পুরুষ ও মহিলা ডাক্তার
* সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে মহিলাদের বসার ব্যবস্থা
* নামাজের জন্য আলাদা রুম
Suprovat Sydney Copy Right Protected
৭দিন খোলা থাকবে
সোমবার থেকে রবিবার - সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত
ফোন : 02 9758 9947, ফেক্স : 02 9740 7664
ইমেইল: info@nasmedical.com.au
www.nasmedicalcentre.com.au
Address: 1021 Canterbury Road &
Cnr Willeroo Street Lakemba NSW 2195

২৩ পৃষ্ঠার পর

রিকু এতক্ষণ একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল, এখন মায়ের পাশে এসে বসল। মিসেসে ইটো মাথাটা সামনের দিকে খানিক তুলে বললেন, ”দেখুন আমিও ওর সাথে দীর্ঘদিন বিজ্ঞানের সেবায় নিযুক্ত। আপনার লেখা পড়ে বুঝেছিলাম এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার, মানুষের উপকারে আসবে। সা (স্যার) আমরা চাই আপনি মিঃ আকিফুমির ওপর প্রয়োগ করুন। উনি নিদারুণ মানসিক কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাবেন।„

সাথে সাথে লক্ষ্য করলাম, মিঃ ইটোর চোখেমুখে প্রত্যাশার ছোঁয়া। আমি বললাম, ”তা কী করে সম্ভবৃ?„

”সা, আমি জানি এ শুধু দুঃখ নিবারণের ওষুধ নয় বরং আপনি এক জায়গায় ছোট্ট করে উল্লেখ করেছেন যে কষ্টের কারণে মানুষ হতাশায় থাকে সেই কারণটাই সিঙ্গুলেট জাইরেট ভুলিয়ে দেয়„ আমার কথা সম্পূর্ণ না করতে দিয়েই মিঃ ইটো বলে উঠলেন। আমি কিছু বলতে যাবো ঠিক তখনই ডোর বেলের শব্দ আসে। রিকু খুলতে যায়।

আকস্মিক রিকুর কণ্ঠে চীৎকার জাপানী ভাষায়, ”নাজে আনাতা কোকো নিরু নদেসকা? ডেরুৃ!„

মিঃ হিরু ছুটে গেলেন। পিছনে মিসেস ইটো। আমি বোকার মত উদগ্রীব হয়ে বসেই থাকলাম। খানিক পর দেখি মা ছেলের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে ঢুকছেন। পিছনে মিঃ হিরুর সাথে বেশ উত্তেজিত ভঙ্গীতে এক যুবক। যুবক রাগত গলায় বলে, ”এত বড় সাহস কী করে হয় যে রিকু বলে আমি কে? বেরিয়ে যেতে বলে? শোনো, আমি বলে দিচ্ছি আমার বাবা নিজে পরম মৃত্যুর হাতে যান নি, তাকে তোমরা হত্যা করেছ।„ কথাটা শেষ করে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত হাঁসি হাসে যুবক।

”ওহ মিঃ রায় আপনার ছবি কয়েকবার দেখেছি। কী যেন নামৃ? সিঙ্গুহ্যা মনে মনে পড়েছে সিঙ্গুলেট খাওয়ানোর পরামর্শ দিচ্ছে বুঝি আমাদের, যাতে সব ভুলে যাই অ্যাঁ।”

মাথা ঠাণ্ডা রেখে বোঝার চেষ্টা করলাম আমার এই নতুন আবিষ্কারের জল অনেকটাই গড়িয়েছে। সংযত গলায় উত্তর দিলাম, ”দেখুন আপনাকে চিনি না, আর তাছাড়া এমন কোন প্রস্তাব এরা আমার কাছে রাখেন নি।„

”উঁহু, ডোন্ট বিলিভ দেম বরং আপনি আমার সাথে যোগাযোগ রাখুন ডলার পাইয়ে দেব আর ওদের দিকে থাকলেৃহ্যা হ্যাৃ।„ অদ্ভুত গলায় হাসতে হাসতে যুবকটি যেমনভাবে এসেছিল ঠিক তেমন ভাবেই খানিকটা টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল যে বাড়ীর সকলেই স্তম্ভিত।

আমি মিঃ ইটোর দিকে তাকাতেই উনি আমার হাত দুটো ধরে বললেন, ”ও হল টয়টমি আঙ্কেলের ছেলে আকিও। আপনার কথা, আবিষ্কার, সবই আলোচনা করতাম যেহেতু ওরা বাবার বন্ধুর পরিবার। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতা এমন বিপর্যয় ডেকে আনবে বুঝতে পারি নি।„

আমি শান্ত গলায় বললাম, ”মিঃ ইটো, আমি অধ্যাপক। বিজ্ঞানের সৃষ্টি আমার ব্যাবসা নয়। আপনি আমার দ্রুত ফিরে যাওয়ার ব্যাবস্থা করুন।„ কথাটা বলে নিজের বেডরুমের দিকে হাঁটা লাগালাম।

সেইদিন রাতটা বিভীষিকাময় ছিল। খেয়ে শুতে একটু দেরী হয়েছিল। রাত কটা হবে জানি না। বেডরুমে হাল্কা টোকা পড়ার শব্দ কানে যেতেই আলো জ্বালালাম। খুলতেই দেখি রিকু দাঁড়িয়ে আছে, কিছু যেন বলতে চায়।

বসতে বলে জিজ্ঞেস করলাম, ”কিছু বলতে চাও?„ রিকুর বক্তব্যের মূল কথা তুলে ধরছি। দাদুর সাথে তার ব্যবহার বন্ধুর মত। বাল্য বন্ধু টয়টমি টানাকার সাথে বুশো অর্থাৎ সামুরাই বিদ্যা শিখেছিলেন টয়টমির বাবার কাছে একদম ছোট্ট থেকেই। মাত্র ১৭ বছরের মাথায় তারা একটি নাটক করেন `মার্কোপোলো ব্রীজ,। আর এই নাটকের আড়ালেই দ্বিতীয় চীন-জাপানের যুদ্ধ বাধে ১৯৩৭-এ। ঠিক এক বছরের মাথায় দুই বন্ধু মিলিটারিতে ভর্তি হন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন তাদের ওই বিদ্যার দৌলতেই।

কালের পরিহাস খুবই নিষ্ঠুর। টয়টমি ধীরে ধীরে চীনের কাছে কাঁচা পয়সার লোভে বিক্রি হয়ে যান। দাদু আকিফুমি খুবই আহত হন এই ঘটনায়। বারবার তিনি বোঝান, এটা সামুরাইদের ধর্ম নয়। কিন্তু শোনে কে কার কথা! অনেক পরে অবশ্য টয়টমি অনুতপ্ত হন, ততদিনে যা হওয়ার হয়ে গেছে। দাদু মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন তার বাল্য বন্ধুকে। বয়স বাড়তে থাকে। আবার যোগাযোগ স্থাপন হয়।

কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলাম। ঠিক তখনই ইয়েল লক খোলার হাল্কা শব্দ কানে আসে। রিকু খুলতেই মাথা আর মুখে কাপড় জড়ানো একজন হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকেই শক্ত একটা কাঠের ব্যাটন দিয়ে সজোরে মাথায় আঘাত করে বসে। রিকু চোখের সামনে পড়ে যায়, মাথা দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে জামা ভিজিয়ে তোলে। আমি হতভম্ব! মিঃ আর মিসেস ইটো তারা কোথায়? কথাটা ভাবছি নিজের অজান্তেই। লোকটা ব্যাটন তুলে আমার দিকে এগিয়ে আসে।

”ডক্টর রায় সিঙ্গুলেট জাইরাস আমাকে দিন। আপনি যে সঙ্গে এনেছেন রিকু আমাকে আগেই জানিয়েছে। ও ভেবেছে আপনাকে ভুলিয়ে জিনিষটা হাতাবে, সে আমি করতে দেব না।„

অবাক হওয়ার পালা। একটু আগেই কথা বলছিল যে শান্ত ছেলেটা তার মনেই...। ছিঃ। জেদ চেপে গেল,„ না কেউই পাবে না, এটা মানুষের সেবার জন্য আবিষ্কার করেছি।„

বিছানার পাশেই বেড ল্যাম্পের কাছে একটা ছোট্ট কাঁচের শিশি রাখা ছিল। শিকারী ঈগলের মত ছোঁ মারতে যেতেই ঘটলো অঘটন। কার্পেটের মধ্যে পা ফেঁসে উপুড় হয়ে টয়টমির ছেলে হুমড়ি খেয়ে আমার গায়ের ওপর পড়ে যায়। আমিও টাল সামলাতে না পেরে উপুড় হয়ে পড়লাম খাটের একধারে।

মাথার কাছে ছোট্ট একটা বন্দুক। রিকু মাথার একদিক চেপে আছে আরেক হাতে ৯৯ এম এম গ্লক ২৬ বন্দুকের নল আকিও-র দিকে। আমি উঠে ব্যাগ থেকে কয়েক ফোঁটা সিঙ্গুলেট জাইরাস আকিওর মুখে ঢেলে দিলাম। খানিকক্ষণ রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতেই অদ্ভুত গলায় হেসে উঠলো। সেই রাগ হিংসা উধাও। বরং শান্ত একটা ভাব। বুঝলাম কাজ হচ্ছে। বাইরে রাখা শিশিটাকে ভেবেছিল আমার সেই ওষুধ।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি মিঃ আর মিসেস ইটো অচৈতন্য। ইমারজেন্সি সার্ভিসে ফোন করে অতঃপর হসপিটালে রওনা হলাম। বলে রাখি ভালো ছেলের মত আকিও খুবই সাহায্য করেছিল নিয়ে যেতে।

বৃদ্ধ আকিফুমিকে বাঁচানো যায় নি। জরা তাকে গ্রাস করেছিল। তবে পরের দিন মারা যাওয়ার আগে বলে গেছিলেন, ”অহংকার চলে গিয়ে যখন প্রায়শ্চিত্য বোধ জেগে ওঠে তখনই প্রকৃত চৈতন্য জেগে ওঠে। হাগাকুরে তাই তো শিখিয়েছে।„

বৃদ্ধের ইশারায় তার দিকে এগোতেই তিনি আমার হাত দুটো ধরে বললেন, ”সা, জেইসিটা লিখেছিল টয়টমি। ওই দিন নিজেই টান্টো দিয়ে নিজের পেট চীরে সম্মানজনক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে প্রকৃত সামুরাইয়ের পরিচয় দেয়। বিগত সকল ভুলের মাফ প্রভু যেন ওকে করেন।„

মিঃ ইটো আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন সজল চোখে। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ”মিঃ ইটো, ওষুধ সকল রোগের নিরাময় নয়। পরজন্ম বলে যদি কিছু থাকে ওঁরা নিশ্চয় শান্তিতেই থাকবেন।”

Are you looking for a Math Tutor?
I specialize in year 7-10 maths & I achieved a 90 for maths in my HSC. I am currently studying to become a high school math teacher
Please contact Makhdum 0469 062 941 (Lakemba)

ABU LEGAL
ABU Legal
ABN: 71 645 569 415
Committed to Service with Difference
MEMBER OF THE LAW SOCIETY OF NEW SOUTH WALES
Eid Mubarak
Abu Siddque
LL.B(Hon's), LL.M (Legal Practice)
Solicitor and Barrister
We specialise in:
Immigration Law / Migration
- Sub Class 482 Visa/TSS Visa
- Sub Class 186 Visa
- Sub Class 187 Visa
- Sub Class 190 Visa
- Sub Class 189 Visa
- Sub Class 489 Visa
- General Skilled Migration
- Asylum/Refugee
- Student Visa Application.
Business Migration
- Sub Class 188 Visa
- Sub Class 132 Visa
Family Law
- Divorce Application
- Custody of the Children
Administrative Law
- Appeal to AAT
- Federal Circuit Court
- Federal Court
- High Court of Australia
Phone: 02 8540 3701, Fax: 02 9475 0037
Mobile: 0403343814
Email: abus@lawyer.com
web: www.abulegal.com.au
Our Office : Suite 204, Level .02, 309 Pitt Street, Sydney, NSW 2000

Eid Mubarak
HUGE SALE
Start-15 June 2019
Up to 50% Discount*
DSGN
STUDIOS
সিডনিতে সর্ব বৃহৎ বাংলাদেশী শপিংমল
BLUE EYES SYDNEY
www.blueeyesfashions.com.au
www.facebook.com/blueeyesfashions
142-144 Haldon Street, Lakemba, NSW, 2195. 0435198049, 0469712428

একটি স্বপ্ন মৃত্যুর উপাখ্যান

আহমদ রাজু

পূর্ব প্রকাশের পর

”তাহলে কবে দেখা হচ্ছে?„

”তুমি বলো।„

”আগামী শুক্রবারে।„

”ঠিক আছে। কয়টায়?„

”সকাল দশটায় চলে এসো। এক মিনিটও যেন দেরি না হয়।„

”না দেরি হবে না।„ লাবন্যর জবাব।

লাবন্য রিক্সায় উঠে চলে যায় তার গন্তব্যে। শফিক উদ্দিন ক্ষণকাল পথের রিক্সার দিকে তাকিয়ে থেকে ফিরে আসে বাড়ীতে।

শুক্রবার যথারীতি শফিক উদ্দিন যায় লাবন্যর সাথে দেখা করতে। ঘড়ির কাটা দশটা অতিক্রম করে। লাবন্য আসে না। এগারো- বারো- একটা। তবুও লাবন্য আসেনা। তবে কী লাবন্য অসুস্থ? কোন বিপদে পড়েছে; যার কারণে আসতে পারেনি? যদি তাই হয় তাহলে আমার মোবাইলে ফোন করে জানাতে পারতো। তাহলে কী টাকা দিতে পারবোনা বলে দেখা করতে আসেনি? সাত- পাঁচ ভাবতে ভাবতে ফিরে আসে সে।

দিন যায় মাস যায়। লাবন্যকে খুঁজে পায়না শফিক উদ্দিন। লাবন্য নিজেও যোগাযোগ করেনা। ওরা যে বাসায় থাকতো সেখান থেকে ইতিমধ্যে অন্যত্রে চলে গেছে। কোথায় গেছে তা কেউ বলতে পারে না। শহরের অলিতে- গলিতে বিভিন্ন জায়গায় লাবন্যকে খুঁজেছে সে। কোথাও পায়নি।

বার্ধক্যজনিত কারণে অল্প ক'দিনের ব্যবধানে শফিক উদ্দিনের বাবা মা দু'জনেই ইহলোক ত্যাগ করে। ছোট ভাই চাকরী নিয়ে বিদেশে চলে যায়। নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে শফিক উদ্দিন।

শফিক উদ্দিনের ছোট বেলা থেকেই কবিতা-গল্প লেখার হাত ভাল। তার লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ না হলেও মাঝে মধ্যে প্রকাশ হয়; যা অনেকের হয় না। শফিক উদ্দিনের নিঃসঙ্গতা অনুভব করে তার এককালের পরম বন্ধু হাবিব। সে শফিক উদ্দিনকে চট্টগ্রামে তার ওখানে যাবার জন্যে বললে শফিক উদ্দিন কোন কিছু না ভেবেই চলে যায় চট্টগ্রামে।

স্ত্রী আর এক মেয়ের সংসার হাবিবেব। শফিক উদ্দিন নিজেকে অল্প ক'দিনে মানিয়ে নেয় ওই ছোট্ট সংসারে। দু'বন্ধু একত্রে পুরোনো লোহার ব্যবসা শুরু করে। ব্যবসায় বেশ লাভ হতে থাকে। দিনের বেলায় ব্যবসা, রাতে লেখা আর পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করে দিন কাটে শফিক উদ্দিনের।

কিছুদিনের মধ্যে নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তব ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লেখে সে। এক প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ করে বইটি প্রকাশের জন্যে। নতুন লেখক। প্রকাশ কী আর অত সহজ! অনেক চেষ্টার পরে বইটি প্রকাশ হয়। বইয়ের নাম ”তাহার চোখে বালির পাহাড়„। বইটি এত জনপ্রিয় হয় যে, দেশে বিগত দিনে সর্বোচ্চ বিক্রিত বইয়ের রেকর্ডও ছাড়িয়ে যায়। আলাদিনের জাদুর চেরাগের মত রাতারাতি শফিক উদ্দিন কবি শফিক উদ্দিন নামে দেশের মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। তারপর থেকে সে যা লেখে তাই'ই যেন সোনা। সেসব লেখা দেশের নামিদামী পত্রিকায় ছাপা হয় যত্ন সহকারে।

ভাগ্যের এক নির্মম পরিহাস। শহরে যাবার সময় এক সড়ক দুর্ঘটনায় হাবিব আর ওর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ভাগ্যক্রমে ওদের এক বছরের মেয়ে হেলেনা বেঁচে যায়। হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায় হাবিব শফিক উদ্দিনের হাত ধরে বলেছিল- ”বন্ধু আমার হেলেনাকে তোর হাতে তুলে দিয়ে গেলাম। তুই ওকে নিজের মেয়ের মত মানুষ করবি।„ হাবিবকে

কথা দিয়েছিল। সেই থেকে হেলেনাকে নিজের মেয়ের মত মানুষ করছে শফিক উদ্দিন। তার জীবনে এখন একটিই স্বপ্ন, তা হলো মেয়েকে মানুষের মত মানুষ করা। বন্ধুকে দেওয়া কথা কথা রক্ষা করা। মেয়েকে পেয়ে পেছনের সমস্ত স্মৃতি ভুলতে চেষ্টা করে শফিক উদ্দিন। সে ভুলতে চায় তার জীবনে কোনদিন কেউ এসেছিল, কেউ তাকে ভালবেসেছিল মিছেমিছি হলেও।

শফিক উদ্দিন কী ভুলতে পেরেছে তাকে? পারেনি; হাজার চেষ্টা করেও পারেনি। সে যেদিন লাবন্যকে হারিয়েছে সেদিন থেকে একটি রাতও চোখে ঘুম আসেনি। অনেক রাত পর্যন্ত লিখেছে। লিখতে ভাল না লাগলে শুয়ে শুয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনে গভীর রাত অবধি; আর ফেলে আসা স্মৃতিকে হাতড়ে বেড়ায়। তারপর একটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে। ঘুম আসেনা। তবুও ঘুমাতে হবে। তা না হলে শরীর টিকবে কেন। এমনি করে পেরিয়ে গেছে বেশ কয়েকটি বসন্ত।

বন্ধু- বান্ধবরা বিয়ে করার জন্যে অনেক পীড়া পিঁড়ি করেছে। ও রাজী হয়নি। ওর একটিই কথা- ”বিয়ে নামক শব্দটা আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। মানুষের একটাই মন এবং একটাই জীবন। আমার জীবনে একজনই এসেছিল, সেই কোন এক জীবনে। তারপর চলেও গেল। আমি তাকেই সবকিছু দিয়ে দিয়েছি। আমার পক্ষে দ্বিতীয়বার কাউকে অন্তত মন দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া মনটাতো সে নিয়ে গেছে সাথে; আমার কাছেতো নেই।„

হেলেনাকে কখনও বুঝতে দেয়নি, সে তার আসল বাবা নয়। হেলেনা জানে, সে তার বাবা। মা ছোট্ট থাকতে মারা গেছে। তার কথা চিন্তা করে বাবা আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি। বাবাকে হেলেনা বেশ কয়েকবার বলেছে বিয়ে করতে। তার একটা মায়ের প্রয়োজন। বাবার কথা- ”কেন মামনি; আমি কী তোমাকে ভালবাসি না? কষ্ট দিই? মায়ের আদর- বাবার স্নেহ কোনটা তোমাকে দিইনা বলো?„

এ কথার কোন উত্তর খুঁজে পায় না হেলেনা। শুধু বলে- ”তবুও আব্বু তোমার বিয়ে করা উচিৎ।„

হেলেনার আব্দার- খুলনায় যেতে হবে। সে কোনদিন সুন্দরবন দ্যাখেনি। হেলেনার কথা ফেলতে পারে না শফিক উদ্দিন।

চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনে চেপে বসে দু„জন। যশোর পর্যন্ত প্লেনে যেতে চেয়েছিল শফিক উদ্দিন। হেলেনা রাজী হয়নি। তার কথা- ”প্লেনে গেলে কোন কিছুই দেখা হবে না।„ শফিক উদ্দিন ট্রেনের স্পেশাল কেবিন ভাড়া করতে চাইলে এখানেও হেলেনার আপত্তি।

ট্রেন চলছে; কু ঝিক ঝিক, কু ঝিক ঝিক। জানালার ধারে বসেছে শফিক উদ্দিন। হেলেনা বাবার বুকে মাথা রেখে ঘুমাবার চেষ্টা করে। শফিক উদ্দিন বাইরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। হেলেনা মাথা তুলে বলে- ”কিছু ভাবছো বাবা?„

”কই; নাতো মামনি।„

”মায়ের কথা মনে পড়ছে?„

”না, ঠিক তা নয়।„

”কবিতা শুনবে? তোমার সেই প্রিয় কবিতা। যে কবিতাটি তুমি এখনো কোথাও প্রকাশ করোনি। সেই পলি জমানো মৃত্তিকা?„

চোখ থেকে মোটা ফ্রেমের চশমাটা খুলতে খুলতে বলল, ”বলো।„

হেলেনা ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকেই কবিতা আবৃত্তি শুরু করে।

”আমি ভালবাসা চাইনি রোদ্রের কাছে কখনও;

আমি সুখ চাইনি

আশা চাইনি
সৃষ্টি চাইনি আজীবন।

এক বুক মেঘ নিয়ে চেয়েছি শুধু

সে ভাল থাকুক

সে ভাল থাকুক।„

দুই তিন সিট পেছনে বসে ছিল এক ভদ্র মহিলা। কবিতার প্রথম লাইনই কানে যায় তার। চমকে ওঠে সে। কে? কে এই কবিতা আবৃত্তি করে! এ কবিতাতো অন্য কারো জানার কথা নয়? কবিতাটি তাকে উপহার দিয়েছিল তারই এককালের ভালবাসার মানুষ। সে কুড়ি বছর আগের কথা। নিজের কাছে থাকা ব্যাগটা হাতড়ে ভেতর থেকে চশমা বের করে চোখে পরে সে। তখনও কবিতা আবৃত্তি চলছে।

আমি কী স্বপ্ন দেখছি? না না তা কী করে হয়। এইতো ট্রেনের সিট। আশে পাশে লোকজন ভর্তি। স্বপ্নতো হবার কথা নয়। তাহলে কে এই কবিতা আবৃত্তি করে? সে সিট থেকে উঠে সামনের দিকে পা বাড়ায়। সে জানে ”তাহার চোখে বালির পাহাড়„ উপন্যাসের লেখক শফিক উদ্দিন তারই ভালবাসার মানুষ। কারণ, শফিক উদ্দিন আর তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাই হলো এ উপন্যাসের মূল উপজিব্য বিষয়। এই ক'বছরে অনেক খুঁজেছে শফিক উদ্দিনকে লাবন্য। কোথাও পায়নি। আজকের প্রখ্যাত লেখক শফিক উদ্দিন তারই শফিক উদ্দিন সে তা জানে। তবুও খুঁজে পায়না তাকে। না পাবার পেছনে অবশ্য কারণও আছে। শফিক উদ্দিন নিজের কোন ছবি বা বায়োডাটা ইচ্ছে করেই প্রকাশ করেনি কোন বই পত্রিকা বা সাংবাদিকদের কাছে। সে আধারী হ'য়ে কাটিয়ে চলেছে দীর্ঘ সময়।

উন্মাদের মত লাবন্য এগিয়ে যায় কবিতার উৎসের দিকে। সিটের কাছে যেয়ে থমকে দাঁড়ায়। হেলেনা কবিতা আবৃত্তি শেষ করে। লাবন্য হেলেনাকে উদ্দেশ্য করে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে- ”তোমাকে একটা প্রশ্ন করি মা?„

”আচ্ছা করুন।„ বিস্ময়ভরা জবাব হেলেনার।

”এ কবিতা তুমি কোথা থেকে শিখেছো?„

”আমার আব্বুর কাছ থেকে।„

”আব্বু! তোমার আব্বুর নাম কী জানতে পারি?„

”কবি শফিক উদ্দিন। এইতো আমার আব্বু।„ বাবার গায়ে হাত রাখে হেলেনা।

”শফিক উদ্দিন!„ চোখ ঝাপসা হয়ে আসে লাবন্যর।

শফিক উদ্দিন এত সময় বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে লাবন্যর দিকে চোখ ফেরায়। চোখ পড়ে লাবন্যর চোখে। কিছুই বুঝতে পারে না শফিক উদ্দিন। সে এখন কি বলবে? মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে। ”এতো লাবন্যই। লাবন্যকে চিনতে তো ভুল হবার কথা নয়। ও ট্রেনে কেন? কোথায় যাচ্ছে? এতদিন কোথায় ছিল ও। সাথে স্বামী- সন্তান আছে নিশ্চয়।„ সাত পাঁচ ভাবতে থাকে সে।

শফিক উদ্দিনকে চিনতে প্রথমে একটু অসুবিধা হচ্ছিল লাবন্যর। মাথায় লম্বা চুল, মুখ ভর্তি এলোমেলো দাড়ি, শুকনো শরীর তার এক কালের প্রিয়তম শফিক উদ্দিনের। চিনতে তো একটু অসুবিধা হবেই। মনে মনে ভাবে, সাথের মেয়েটা তাহলে শফিক উদ্দিনের। ও কী তাহলে আমাকে ভুলে গেছে? আর ভুলে যাবেইবা না কেন। আমি তার সাথে যা করেছি তা ক্ষমার অযোগ্য। শফিক উদ্দিনের চোখে চোখ রাখে লাবন্য'র ঠোঁট কেপে ওঠে।

”কেমন আছো শফিক?„ দ্বিধাহীনভাবে কথাটি বলে ফেলে লাবন্য।

”ভাল।„

”শুধুই ভালো?„

”নানা; তা কেন। আছি; আকাশের মত। তুমি কেমন আছো?„

”এই আছি। পাশে তোমার মেয়ে নিশ্চয়?„

”হ্যাঁ।„

”তোমার মেয়েটা খুব মিষ্টি। তোমার স্ত্রীও নিশ্চই...।„ কথাটি শেষ করতে দেয় না শফিক উদ্দিন। হেসে ওঠে।

”স্ত্রী? যে বিয়েই করেনি, তার স্ত্রী আসে কী করে?„

”কী বললে তুমি! বিয়ে করোনি? তাহলে এই.....।„ লাবন্যর চোখ জলে ভরে ওঠে।

”হেলেনা আমার রক্তের কেউ না হলেও কী হবে, ও আমার আত্মার; সমস্ত পৃথিবীর।„

এত সময় হেলেনা সিটে বসে ছিল। কথাটি শুনে চমকে ওঠে। ছল ছল চোখে শফিক উদ্দিনের দুই হাত ধরে বলে- ”এ কী বলছো আব্বু?„

”হ্যাঁ মামনি। সব সত্যি। তুমি আমার বন্ধুর মেয়ে। তোমার বাবা-মা এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। অলৌকিকভাবে তুমি বেঁচে যাও। হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় তোমার বাবা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে যায়। এসব কথা তোমাকে কখনও বলতে চাইনি। কিন্তু কীভাবে কী হয়ে গেল জানিনা। তবুও মামনি সত্যতো সত্যই।„

”আমার বাবা-মা কে আমি জানিনা। শুধু জানি তুমি আমার বাবা, তুমি আমার মা।„

লাবন্য চোখের জল মুছতে থাকে। শফিক তাহলে আজও বিয়ে করেনি? আমাকে ভালবেসে জলাঞ্জলি দিয়েছে জীবনের মধুর মুহূতগুলো! কী ভুল আমি করেছি। কী পাপ আমি করেছি? লাবন্যর হৃদয়ে কষ্টের পাহাড় মোচড় দিয়ে ওঠে।

”তোমার স্বামী- সন্তান?„ শফিক উদ্দিনের জিজ্ঞাসা।

”আর স্বামী- সন্তান। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে লাবন্য। আমি বিয়ে করেছিলাম ঠিকই। বিয়ের এক বছর পরে আমার স্বামীর আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে। প্রতিরাতে মদ খেয়ে বাড়ীতে আসতো। বিভিন্ন অজুহাতে আমার গায়ে হাত তুলতো। এক বছর পরে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বেঁচে থাকার তাগিদে চাকরী নিই কুষ্টিয়ার একটা প্রাইমারী স্কুলে। সেই থেকে সেখানেই আছি।„

”পরে বিয়ে করলে না কেন?„

”কথাটাতো আমিও তোমাকে বলতে পারি।„

”আমি? তোমাকে একদিন বলেছিলাম মনে আছে, যদি তোমাকে না পাই তাহলে অন্য কাউকে জীবন সঙ্গী করা সম্ভব নয়।„

”তাই বলে....„

”না লাবন্য। আমিযে তোমাকে আজও ভালবাসি। তুমি দূরে আছো তাতে কী, তুমি সবসময় আছো আমার অন্তরে- বাহিরে- হৃদয়ে। তাছাড়া আমার একমাত্র সন্তান হেলেনাই আমার সব। ওর বাইরের জগৎ আমি আর দেখতে চাই না।„

”আমরা কী নতুন জীবন শুরু করতে পারি না?„ লাবন্যর করুণাভরা আহবান।

”যে বসন্তগুলো হারিয়ে গেছে আমাদের জীবন থেকে, তা কী ফেরৎ দেবে আকাশ কখনও?''

সমাপ্ত।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

জ্বিনের বাদশা ও সাবার রাণী

রউফ আরিফ

পূর্ব প্রকাশের পর

জাহেলা জোদাকে বলল, বাদশা সোলায়মান সম্পর্কে আরও খোঁজ নাও। তার সব তথ্য আমার জানা দরকার।

-ঠিক আছে মহারাণী। আমি এখনি দিকে দিকে আমার অনুচরদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারা সঠিক সংবাদই তোমাকে এনে দেবে।

-তাই দাও। যতক্ষণ ওই মানুষের বাচ্চা সম্পর্কে আমি সব তথ্য না পাচ্ছি, ততক্ষণ আমার চোখে ঘুম আসবে না।

জোদা চলে গেল। জাহেলা সেখানে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। ঘন্টাখানেক পরে জাহেলার গোয়েন্দা বাহিনী বাদশা সোলায়মানের যাবতীয় তথ্য নিয়ে ফিরে এলো। তারা যেসব কথা বলল, তা শুনে জাহেলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর এক সময় জোদাকে ডেকে বলল, আজ রাতেই আমি সোলায়মানের প্রাসাদে যেতে চাই। নিজের চোখে দেখে আসতে চাই ওই মানুষের বাচ্চা কত ক্ষমতার অধিকারী।

৯. সংঘর্ষ

গভীর রাতে জোদাকে জাহেলার সফর সঙ্গী হতে হলো। যদিও এই যাত্রায় তার মোটেও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করবে, জাহেলার কথা সে তো আর ফেলতে পারে না। যেহেতু জাহেলা শয়তানের চেলা। শয়তানের উপাসক। শয়তানী শক্তিতে শক্তিশালী।
সে যদি জাহেলার বিরাগ ভাজন হয়, জাহেলা যদি কোনো কারণে জোদার ওপরে নাখোশ হয়, তাহলে যেকোনো সময়ে জাহেলা তাকে কঠিন শাস্তি দিতে পারে। এমন কি পাথরের মূর্তি বানিয়ে রাখতে পারে।

সুতরাং সেধে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চায় না জোদা। জোদা সব সময় জাহেলার প্রিয় পাত্র হয়ে থাকতে চায়। তাই নিজের মনের খেদ মনে রেখে নীরবে জাহেলার সাথে রওনা হলো।

জোদা ভিতু নয়। এই উনকু দ্বীপে জাহেলা যে মায়ারাজ্য গড়ে তুলেছে, তাতে জোদার অবদান একেবারে কম নয়। অনেক কষ্ট ক্লেশ করতে হয়েছে জোদাকে। বাদশা সোলায়মানের শক্তি সম্পর্কে জোদা অবগত। তাই সেধে নিজের শক্তি ক্ষয় করতে মন সরছিল না।

সাগরের মাঝখানে এই দ্বীপে প্রথম যখন তারা এসেছিল তখন এটা একটা বিশাল অরণ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অঞ্চলে কোনো জ্বীন পরীও বাস করতো না। ছিল নানা রকম সামুদ্রিক প্রাণী, যেমন হাঙ্গর, কুমির, অক্টোপাস, বিষধর সাপ আর পাখির আবাসস্থল।

সেইসময় জাহেলা জ্বীন সম্রাট হিকমত আলির কোপানলে পড়ে যায়। কারণ জাহেলা হিকমত আলিকে পছন্দ করতো। সে হিকমত আলিকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু হিকমত আলি জাহেলাকে দু,চোখে দেখতে পারত না। জাহেলা শয়তানের উপাসক বলে তাকে ঘৃণা করত। হিকমত আলি ভালবাসতো সারা বেগমকে। সারা বেগমও জাদুকর। তবে জাদু বিদ্যার সাহায্যে সারা বেগম কখনো কারো অনিষ্ট করতো না।

জাহেলা ছিল ভীষণ অহংকারী। হিকমত আলির আচরণে মনে মনে ক্ষেপে গিয়ে তাকে বশ করার জন্য নানারকম কুটকৌশল অবলম্বন করল। কিন্তু তার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। সম্রাট হিকমত আলি জাহেলার প্রাণদণ্ড ঘোষণা করল। জোদা ছিল সম্রাটের সহচর। সে সারাক্ষণ হিকমত আলির সাথে ছায়ার মতো ঘুরতো। সম্রাট তাকে প্রধান সেনাপতি পদে বহাল করেছিল। জাহেলার বিচারকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর জোদার উপর দ্বায়িত্ব দেওয়া হলো জাহেলার শিরচ্ছেদ করার।

জোদা জাহেলাকে শিরচ্ছেদ করার জন্য বন্দিশালা থেকে বের করে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে গেল। জাহেলা ছিল ভীষণ রূপবতী। জোদা তাকে মনে মনে পছন্দ করত। রাজ প্রাসাদের বাইরে এসে জোদা বলল, তুমি তো কোনোদিনই আমার কথা শুনলে না। শুনলে আজ তোমার এই অবস্থা হতো না।

জাহেলা জোদাকে বলল, তুমি আমাকে প্রাণে মেরো না। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি বহুদূরে চলে যাবো। আর কোনোদিন এদিকে আসবো না।

-সেটা সম্ভব নয়। তোমার শিরচ্ছেদ না করে ছেড়ে দিয়েছি জানলে, আমার কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছ?

-তা পারছি।

-তাহলে?
-তাহলে চলো আমরা দূরে কোথাও পালিয়ে যাই। আমি তোমাকে বিয়ে করব। জীবনে আর কখনো তোমার অবাধ্য হবো না।

-ঠিক বলছ তো? পরে আমার সাথে বেঈমানী করবে না তো?

-জাহেলা কখনো তার কথার খেলাপ করে না।

প্রাণের মায়া ত্যাগ করে জোদা জাহেলাকে নিয়ে পালিয়ে এলো এই দ্বীপে। তারপর কত কষ্ট করে, রাতদিন পরিশ্রম করে, এই নগরী গড়ে তুলেছে তারা। জাহেলা এখন বিশাল ক্ষমতাধর জাদুকর। ক্ষমতার দম্ভে এখন কাউকেই কেয়ার করে না। এমন কি জোদাকে দেওয়া কথাও শেষ পর্যন্ত সে রাখেনি। জোদাকে বিয়ে করেনি, বরং তাকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে।

এই এখন যেমন, তারা যে কাজে যাচ্ছে, তাতে জোদার সায় নেই, কিন্তু জাহেলার কথা অমান্য করার সাধ্যও তার নেই। জোদা বেরিয়ে এলে জাহেলা জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার! আজ তোমাকে এমন নির্জীব দেখাচ্ছে কেন? তুমি কি হিকমত আলিকে ভয় পাচ্ছ?

-হিকমত আলিকে নয়। ভয় পাচ্ছি বাদশা সোলায়মানকে।

-ভয় পেয়ো না। ওই মণিষ্যির ছা আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

জোদা জাহেলার কাথার কোনো জবাব দিলো না। নীরবে তাকে অনুসরণ করল। গভীর রাত। সোলায়মানের প্রাসাদে তখন সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। শুধুমাত্র টহলরত প্রহরীরা জেগে আছে।

দূর থেকে প্রাসাদের সান শওকত দেখে জাহেলার চোখ স্থির হয়ে গেল। এমন সুন্দর প্রাসাদ সে আর কোথাও দেখেনি। এতদিন জাহেলা মানে মনে গর্ব অনুভব করত এই ভেবে যে, তার জাদু নগরীই হলো পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে সুন্দরতম শহর। তার মহলই হলো উৎকৃষ্ট মহল। কিন্তু এখন দেখছে, এই প্রাসাদের কাছে তা অতি তুচ্ছ।

জাহেলা ক্রোধে হিংসায় বারুদের মতো জ্বলে উঠল। সে ভেবে পাচ্ছে না, একটা মানুষের বাচ্চা এত সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেছে। তার স্বজাতি জ্বীন পরীরা তার আজ্ঞাবহ হয়ে সেই কাজে সহযোগিতা করেছে। ধিক। এই জ্বীন জাতিটাকেই ধিক। ব্যাটারা জ্বীন জাতির কলঙ্ক।

মনে মনে স্থির করল, যেভাবেই হোক এই প্রাসাদ সোলায়মানের কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে। সৎ ধার্মিক মানুষ আর জ্বীনগুলোকে বিতাড়িত করে এটাকে শয়তানের রাজ্যে পরিণত করতে হবে।

এইসব চিন্তা করতে করতে জোদাকে নিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করল। প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে সোলায়মানের শোবার ঘরের কাছে এসে নেমে পড়ল। তারপর অতি সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে এগোতে লাগল। একটা লম্বা লন। দু,পাশে ঘর। ঘরের দরোজাগুলো বন্ধ। একেবারে লনের মাথায় যে ঘরটা, সেই ঘরের দরোজার সামনে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে হিকমত আলি।

জোদা জাহেলাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, আর এগোনো ঠিক হবে না। ওই দেখ হিকমত আলি দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে ঢুকবে।

জাহেলা জোদার কথায় একটুখানি থামলো। তার চোখের কোণায় ঝলসে উঠলো ক্রুড় হাসি। জোদার কথার জবাবে বলল, তুমি কি ভাবো আজও আমি ওই বদমায়েশটাকে ভয় পাই? না। মোটেও ভয় পাই না। অনেকদিন পর ওর মুখোমুখি যখন হয়েছি, দেখ আজ ওর কি হাল করি। আজ ওকে আমি খতম করে দেবো।

কথা শেষ করে জাহেলা তার ডান হাত নিজের কপাল সোজা এমনভাবে উঁচু করল যেন মনে হতে লাগল সে কাউকে আশির্বাদ করছে। অমনি তার হাতের তালু থেকে বেরিয়ে এলো জাদুশক্তির এক মহা তেজষ্ক্রীয় ইন্দ্রজাল। গিয়ে পড়ল হিকমত আলির ওপর। সাথে সাথে হিকমত আলির সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎ স্পর্শের মতো তীব্র যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল হিকমত আলি।

বাদশা সোলায়মান নিজ শয্যায় শুয়েছিল। কিন্তু তিনি তখনো ঘুমাননি। নানান চিন্তায় তার ঘুম আসছিল না। রাজ্যের সবাইকে কিভাবে সুখে শান্তিতে রাখা যায়, সেই চিন্তায় বিভোর ছিলেন। হিকমত আলির চিৎকার তার কানে পৌঁছাল। তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন জাহেলা তার ওপরে জাদুর প্রভাব বিস্তার করেছে। হিকমত আলি মেঝেয় শুয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বিষয়টা বুঝতে সোলায়মানের একমুহূর্ত সময় লাগল না।

সেও তার হাত উচু করে ধরল। সোলায়মানের হাতে যে খোদা প্রদত্ত আংটি ছিল সেখান থেকেও তীব্র শক্তি সম্পন্ন এক রশ্মি বেরিয়ে এলো। জাহেলার রশ্মির ওপরে পড়ে তাকে চুষে নিতে লাগল। দেখতে দেখতে জাহেলার জাদু শক্তি অকেজো হয়ে গেল।

জাহেলা কটমট করে সোলায়মানের দিকে চেয়েছিল। সোলায়মান তাকে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি?

-আমি জাহেলা। জাদুকর জাহেলা।

-এখানে কি করছ? হিকমত আলির ওপরে ইন্দ্রজাল নিক্ষেপ করেছ কেন?

-সে আমার পুরোনো শত্রু। তাই তাকে শাস্তি দিচ্ছিলাম।

সোলায়মান খুব নরম স্বরে বলল, হে বালিকা, তুমি কি জানো, তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ?

-সোলায়মান নামের এক মানব সন্তানের সামনে।

-আচ্ছা। তাহলে তুমি জেনে শুনে আমার প্রাসাদে ঢুকেছ। তুমি যে অপরাধ করেছ, তার কি শাস্তি হওয়া উচিত, তা কি তুমি জানো?

জাহেলা খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল, শাস্তি? কে শাস্তি দেবে আমাকে?

-আমি দেবো।

-তাই নাকি! বাহ! সাহস আছে তোমার। সাহসী লোকদের আমি পছন্দ করি। শোনো সোলায়মান, আমাকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা এই পৃথিবীতে কারো নেই।

সোলায়মান বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, বলো কি! এত ক্ষমতা তোমার?

-সময়ে তা বুঝতে পারবে।

-সুন্দরী। তুমি যতটা দম্ভের সাথে বাদশা সোলায়মানের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ, যদি তুমি নারী না হতে, এতক্ষণে তোমার ওই ঔদ্ধত শির আমার পায়ের নিচে গড়াগড়ি খেত।

-তাই নাকি! জাহেলা রাগে ফেটে পড়ল। তুমি তো একটা সামান্য মানুষের বাচ্চা। তোমার কি এমন ক্ষমতা আছে যে তুমি পরী রাণী জাহেলার সামনে এমন দম্ভ করছ?

-আমি দম্ভ করছি না। আল্লাহর বান্দারা কখনো দম্ভ করে না।

জাহেলা বলল, আল্লাহর বান্দা। হে মানব সন্তান, শুনে রাখ আমি তোমার আল্লাহকে ভয় করি না। তাকে মানিও না। তুমি শুনে রাখ সোলায়মান, আমি ইচ্ছা করলে এখুনি তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তোমার সাহস আর সুন্দর চেহারা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই তোমার সাথে শত্রুতা নয়, বন্ধুত্ব করতে চাই। যদি তুমি আমার বন্ধু হও তাহলে তোমার সবকিছু রক্ষা পাবে। আর তা না হলে তোমাকে আমি ধ্বংস করে দেবো।

২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

২৭ পৃষ্ঠার পর

হিকমত আলি সোলায়মানের উদ্দেশ্যে বলল, হে মহান সুলতান আপনি একটা পিশাচিনীর সাথে এভাবে সময় নষ্ট করছেন কেন? ওকে বন্দি করে পাতালে নিক্ষেপ করুন। সেটাই হবে ওর যোগ্য পাওনা।

হিকমত আলিকে থামিয়ে দিয়ে সোলায়মান বলল, হে নারী, তুমি কি জানো, মৃত্যুর ফয়সালা একমাত্র আসমান থেকে হয়ে থাকে। জমিনের কেউ তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

-ওইসব ফালতু কথা তোমার মতো নির্বোধরাই বিশ্বাস করে। জাহেলা করে না। তোমার খোদাকে তুমি কোনোদিন দেখেছ?

--সৃষ্টিকর্তাকে কখনো দেখা যায় না। তাকে শুধু অনুভব করতে হয়।

জাহেলা আবারও হেসে উঠলো। বড্ড বোকার মতো কথা বললে। শুনেছিলাম তুমি বীর। কিন্তু এত মাথা মোটা নির্বোধ তা ভাবতে পারিনি।

-কে নির্বোধ আর কে জ্ঞানী সে পরীক্ষা এখনো হয়নি জাহেলা। শুধু শুনে রাখ তোমার শয়তানের সম্রাট আমার খোদাতালার চেয়ে বড় নয়।

-কে ছোট, কে বড় সে পরীক্ষাও এখনো হয়নি।

সোলায়মান হেসে বলল, হে ক্ষুদ্র নারী। আমি আল্লাহর নবী। আল্লাহর বাণী প্রচার করার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছে। তামাম দুনিয়ার জ্বীন ইনসান, পশু পাখি সবাইকে আমার আজ্ঞাবহ করে দিয়েছে। তা কি তুমি জানো না।

-ওসব ভাওতা বাজি দিয়ে হিকমত আলির মতো নির্বোধদের বশ করা যায়। জাহেলাকে নয়। তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না তাই বলো।

-আমি কোনো নারীর সাথে বন্ধুত্ব করি না।

-তাহলে তোমাকে ধ্বংস করে আমি এই প্রাসাদ দখল করব।

-ভালোকথা। কিন্তু তোমরা দু,জনে তা কিভাবে করবে। দেখছ তো তোমার চারপাশে আমার লোকেরা প্রস্তুত হয়ে আছে। আমার আদেশ পেলেই তারা তোমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

-ঠিক আছে, আদেশ দাও। তোমার সৈন্য সামন্তরা আগে আমাদের সাথে লড়াই শেষ করুক।

সোলায়মান বলল, হে পিশাচিনী তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গেছ। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন শুধুমাত্র তার এবাদত বন্দেগী করার জন্য। কিন্তু তুমি তা না করে, শয়তানের উপাসক হয়ে গেছ। সেজন্য খোদাতালাই তোমাকে শাস্তি দেবেন।

তবে এই গভীর রাতে আমার প্রাসাদে ঢুকে আমার এবং আমার সহচরদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে যে অপরাধ করেছ, তার জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

জাহেলা বলল, তোমার অনেক বক্তৃতা শুনলাম। এবার তুমি নিজেকে বাঁচাও। জাহেলা তার জাদুশক্তি সোলায়মানের দিকে ছুড়ে দিলো। একটা আগুনের গোলা ছুটে আসতে লাগল সোলায়মানের দিকে।

পাশে দাঁড়িয়েছিল সম্রাজ্ঞী সারা বেগম। সে এসেছিল সম্রাটের সাথে দেখা করতে। সুলতানের শক্তিমত্তা নিজের চোখে দেখার ইচ্ছায়। গত কয়েকদিন সে ঘুরে ঘুরে সমস্ত দফতর দেখেছে। রাজসভায় বসে বিচার দেখেছে। সোলায়মান তাকে মা বলে ডেকে সম্মান দেখিয়েছে। এতে সারা বেগম খুব খুশি।

একটা মানুষের বাচ্চার আদব লেহাজ, প্রখর ধীশক্তি, সুক্ষ্ম বিচার বোধ, সাংগঠনিক শক্তি, শাসনকার্য পরিচালনা করার সুক্ষ্ম কৌশল তাকে এত মুগ্ধ করেছে যে তার মনের সমস্ত অহংকার কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। সেখানে এখন বিরাজ করছে হিংসার বদলে স্নেহ মমতার এক মাতৃমূর্তি।

সে এতক্ষণ একটা পিলারের আড়ালে দাঁড়িয়ে জাহেলা আর সোলায়মানের কথা শুনছিল। কিন্তু জাহেলা যখন সোলায়মানের দিকে জাদুর অগ্নিগোলাক নিক্ষেপ করলো, তখন সারা বেগম আর নিজেকে আড়ালে রাখতে পারল না। আপনা থেকেই তার হাত উঠে গেল। সেখান থেকেও বের হলো অনুরূপ আরেকটা অগ্নি গোলাক। ছুটে গেল ওই গোলকটির দিকে। মাঝপথে দুই গোলক মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। এবং দুটোই ধ্বংস হয়ে গেল।

জাহেলা সারা বেগমের দিকে চকিতে ফিরে চাইল। সারা বেগমকে দেখে রাগে ফেটে পড়ল। ওরে দূরাচার, তুইও এখানে আছিস?

সারা বেগম আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হুংকার দিয়ে বলল, কেন? আমাকে দেখে প্রাণের ভয় হচ্ছে?

জাহেলা হিহি করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল, সে দিন আর নেই যে তোর মতো পতঙ্গকে দেখে জাহেলা ভয় পাবে।

সারা বেগমের চোখে মুখেও খেলে গেল বিদঘুটে অবজ্ঞার হাসি। তা দেখে জাহেলা রাগে ফুসে উঠল। তার চোখ থেকে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো অগ্নি রেখা বেরিয়ে ছুটে চলল সারা বেগমকে আঘাত করার জন্য। সারা বেগম বিকট একটা হা করল। তখন তাকে আর মানবি বলে মনে হলো না। তাকে বিশাল এক দানবী'র মতো দেখালো।

জাহেলা চোখ থেকে নিক্ষিপ্ত অগ্নিরেখা সরাসরি সারা বেগমের মুখের ভেতরে চলে যেতে লাগল। কিন্তু তার কিছুই হলো না। সারা বেগম সেই অগ্নিরেখা গিলে ফেলল।

সারা বেগম এবার বিকট শব্দে হেসে উঠল। বলল, এবার তোকে উচিত শিক্ষা পেতে হবে শয়তানী। পারলে নিজেকে রক্ষা কর। সারা বেগম পাল্টা আক্রমণ করতে গেলে সোলায়মান তাকে থামিয়ে দিলো। বলল, মাতৃপ্রতিম সম্রাজ্ঞী, আপনি স্থির হোন। এটা জাদুশক্তি চর্চার স্থান নয়। এটা আল্লাহর রহমতের জায়গা। এখানে আপনাদের ওই নাপাক ইন্দ্রজাল আর কার্যকরী হবে না।

ওরা দু,জনই বাদশাহের দিকে তাকালো। পরস্পর পরস্পরকে আঘাত হানতে চেষ্টা করল। কিন্তু একি! তাদের জাদুবিদ্যা যে কাজ করছে না। দু,জনেই খামোশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাদশা সোলায়মান বলল, হে মহা শক্তির অধিকারিনী জাহেলা, তুমি এবার তোমার শাস্তি ভোগ করার জন্য তৈরী হও।

জাহেলা অতি ক্ষিপ্রতার সাথে দেয়ালে ঝোলানো খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো।

সোলায়মান মুখে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করল। সঙ্গে সঙ্গে শো শো শব্দ করে কোত্থেকে উড়ে এলো একটা বাজ পাখি। পাখিটা সরাসরি জাহেরাকে আক্রমণ করল। জাহেলা তরবারি ঘুরিয়ে বাজপাখিটাকে মেরে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল। কিন্তু পাখিটাকে সে একটা আঘাতও করতে পারল না।

পাখিটার ক্ষিপ্রতায় টাল সামলাতে না পেরে জাহেলা মাটিতে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো। নিজেকে বাঁচাতে সে মাটিতে পড়েও সমান তালে অস্ত্র ঘোরাতে লাগল। আর মনে মনে তার জাদুশক্তিকে কার্যকর করার জন্য মন্ত্র আওড়াতে লাগল। কিছুতেই কিছু হলো না।

বাজপাখির ঠোক্কর খেয়ে জাহেলা রক্তাক্ত হলো। তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। বাজপাখিটা প্রতি ঠেক্করে জাহেলার শরীর থেকে এক এক খাবলা মাংস ছিঁড়ে নিতে লাগল। সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাহেলা পরাজিত হলো। হাত জোড় করে সোলায়মানের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগল।

সোলায়মান ইশারা করতেই পাখিটা তার আক্রমণ থামিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সোলায়মান জাহেলাকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে পাপী বালিকা, এবার তো বুঝতে পারলে খোদার শক্তির কাছে পৃথিবীর সমস্ত কুফুরী শক্তি মূল্যহীন।

জাহেলা আর কোনো কথা বলল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। সোলায়মান বলল, তুমি যে অপরাধ করেছ তার শাস্তি কি তুমি জানো?

-জানি আলমপনা।

-তাহলে তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।

-আপনি দয়ালু। আপনি আমাকে প্রাণে মারবেন না। আমি আপনার করুণা ভিক্ষা করছি।

-জীবন মৃত্যুর ফয়সালা একমাত্র আল্লাহতালা দিয়ে থাকে। তুমি করজোড়ে তার কাছে করুণা ভিক্ষা কর। তার রহমত হলেই তোমার জীবন রক্ষা হতে পারে। অন্যকোনো শক্তি নেই যে তোমাকে রক্ষা করতে পারে।

-যদি না করি।

-মৃত্যুই তোমার জন্য নির্ধারিত শাস্তি।

জোদা এতক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়েছিল। রক্ষিরা তাকে ঘিরে রেখেছিল। সে এবার এগিয়ে এলো। জাহেলাকে বলল, সুযোগ বারবার আসে না জাহেলা। যা করবে ভেবে চিন্তে কর।

জাহেলা জোদার দিকে কঠোর চোখে তাকালো। বলল, তুমি থামো; কাপুরুষ কোথাকার।

জোদা সোলায়মানের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। বলল, ক্ষমা কর প্রভু। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। বাকী জীবন আমি আল্লাহর পথে থেকে, তোমার সেবা করে কাটিয়ে দেবো। আর কখনো ওই পাপীর সঙ্গী হবো না। পাপের পথে পা বাড়াবো না।

জাহেলা সোলায়মানের নির্দেশ মানল না। মাথানিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। সোলায়মান হিকমত আলিকে নির্দেশ দিলো তাকে বন্দি করে কয়েদ খানায় রেখে দিতে। হেকিম ডেকে চিকিৎসা করাতে। সে সুস্থ হয়ে উঠলে তার বিচার করা হবে।

সোলায়মানের কথা শেষ হতেই প্রহরীরা জাহেলাকে কারাগারে নিয়ে গেল। জোদোকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

জাহেলা কারাগারে বন্দী জীবন কাটাতে লাগল আর ফিকির খুঁজতে লাগল কিভাবে এই কারাগার থেকে পালানো যায়। একদিন গভীর রাতে সেই মওকা মিলেও গেল। কারাগার থেকে পালাবার সুযোগ পেয়ে সে একটা মুহূর্তও দেরি করল না। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল। এবং আরও শক্তি সঞ্চয় করার জন্য সে জাদু নগরীতেও ফিরে গেল না। সোজা চলে গেল সাগরের নিচে সেই জায়গায়। যেখানে থাকে তার জাদু শিক্ষার গুরু, শয়তানের সম্রাট।

জাহেলা কয়েদখানা থেকে পালিয়ে যাওয়ায় চারিদিকে সোরগোল পড়ে গেল। সেদিন যারা কয়েদখানা পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তাদের সবাইকে ডাকা হলো। কিন্তু তারা কেউই জাহেলার অন্তধ্যান হওয়ার বিষয়ে কোনো কথা বলতে পারল না। ওদের সবাইকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

হিকমত আলি হন্যে কুকুরের মতো জাহেলাকে খুঁজতে দিকে দিকে তার অনুচরদের পাঠিয়ে দিলো। তার একটাই কথা, জাহেলা যেখানে আছে তাকে খুঁজে বের কর। সমস্ত কাজ শেষ করে হিকমত আলি যখন সোলায়মানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তখন সোলায়মান তাকে জিজ্ঞাসা করল, মহাবীর হিকমত আলি আপনাকে কেমন যেন চিন্তিত মনে হচ্ছে?

-জ্বি আলমপনা। জাহেলা আমাদের কারাগার থেকে পালিয়েছে। তাই....

-একটা শয়তানের পেছনে বেহুদা জনবল ক্ষয় না করে তাদের রাজ্যের কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করুন। তাতে রাষ্ট্রের মঙ্গল হবে।

হিকমত আলি সোলায়মানের চোখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। তার মুখে কথা সরছিল না। বাদশা সোলায়মান তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, জাহেলা বেশিদিন আমাদের চোখের আড়ালে থাকতে পারবে না। প্রতিশোধ নেওয়ার আশায় সে নিজেই আবার এই প্রাসাদে আসবে। এবং তখনি তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

-জ্বি জাহাপনা। তাই হবে। **(চলবে...)**

FOR SALE
THAI RESTURANT FOR SALE IN INGLEBURN CBD
First time in the Market
Including 457 VISA Approval until 2022
10 Years in same Brand
Only Halal Thai Restaurant in this region
Low Rent (Direct from owner)
Very good location and plenty of parking with backdoor access
Open kitchen with 50 seating capacity
Genuine buyer, Please call: 0433 213 566
Copy Right Protected
SUPROVAT SYDNEY

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING
LOOKING TO SET UP AN SMSF?
Call 02 8041 7359
ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS
- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS SET UP
- ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING
GROW WITH US
GET High Quality professional services with a competitive price!
Kinetic Partners
Chartered Accountants
P: 02 8041 7359 E: info@kineticpartners.com.au
www.kineticpartners.com.au

Eid Mubarak
DARWICH BUTCHERY
দারউইচ কোয়ালিটি মিটস
Darwich Quality Meats
We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani
Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.
রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ
Customer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00
Suprovat Sydney Copy Right Protected
HALAL Certified
Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ
New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM
Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603
Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195
■ ২ কেজি বীফ (কারী পিস) $১৪.৯৯ ■ ২ কেজি বকরীর গোস্ত (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি লেম্ব (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি ব্রেস্ট ফিলেট $১৪.৯৯
■ 2 Kg Beef curry $14.99 ■ 2 kg Goat curry $18.99 ■ 2 kg Lamb curry $18.99 ■ 2 kg Breast fillet $14.99

আমার আমি'ই

মোস্তফা আব্দুল্লাহ

আশির দশকের কথা। সিডনী থেকে ফিরে গিয়ে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রে (ICDDRB) কাজ শুরু করি ও অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকত্বের সুবাদে অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন ক্লাবের সদস্যও হয়ে যাই।

সেখানেই পরিচয় ফিলভাওসির সাথে, যত দূর মনে পরে এটাই ছিল তার নাম। তিনি বাংলাদেশে অস্ট্রেলিয়ার সেভ দি চিলড্রেন ফান্ডের প্রধান হিসাবে কর্মরত ছিলেন। আমরা সপ্তাহে তিন চার দিন করে টেনিস খেলতাম। নিয়মিত খেলাধুলার সুবাদে আমাদের সখ্যতা পারিবারিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছিল। এই সুযোগে এখানে একটু নিজের বাদ্য বাজিয়ে নেই; অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন এর হয়ে আন্ত-দূতাবাস টেনিস প্রতিযোগিতায়ও তখন খেলেছি বেশ কিছুদিন। অন্য দূতাবাসের সাথে আমারা খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারিনাই কখনো, তবে ক্রিকেটের কথা ছিল ভিন্ন – সেটাতে আমারা সব সময়ই এক নম্বর ছিলাম। আজ অবশ্য হলফ করে বলতে পারব না, কেউ বল টেম্পারিং করতো কিনা!

যাক যে কথার জন্য এই ভূমিকার অবতারণা সেখানেই ফিরে যাওয়া যাক। খেলাশেষে বিশ্রামের অবকাশে বেশ কিছু সময় কেটে যেত নানা গল্প গুজবে। ফিল বাংলাদেশে আসার আগে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার আরো কয়েকটি দেশে এই একই ধরনের কাজ করেছে। তার কথা বার্তা থেকে আমার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশিদের সম্বন্ধে সে মোটামুটি ভাল ধারণা পোষণ করে। যাদের সাথে তার কাজ কিম্বা কাজ উপলক্ষে যাদের সংস্পর্শে তাকে আসতে হয়, তাদের বেশির ভাগকেই নিজ নিজ কাজে করিতকর্মা বলে মনে হয়েছে তার। শুনতে খুব ভালো লাগতো। বিদেশি, তার ওপর সাদাচামড়ার, তার মুখে আমাদের প্রশংসা?

এমনি করে প্রায় দুই বৎসরের মত পেরিয়ে গেল। ফিলের বাংলাদেশ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় আসন্ন প্রায়। এমনি এক সন্ধ্যায় খেলা শেষে কথায় কথায় ফিল বললো যে বেশ কিছু দিন ধরে বাংলাদেশ নিয়ে একটা প্রশ্নওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। কাকে যে প্রশ্নটা করবে বুঝতে পারছিল না – অবশেষে সে না কি মনস্থ করেছে, আমাকেই জিজ্ঞেস করার। ভিতরে ভিতরে একটু ঘাবড়ে গেলেও, চোখে মুখে এমন সাহসের ভাব ফোটালাম যে – করেই দেখো না, কি এমন প্রশ্নই বা করবে? ফিলের প্রশ্ন; তোমাদের দেশে বিভিন্ন পেশার এত শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী থাকতেও দেশটির এই বেহাল অবস্থা কেন?

পাঠক বুঝতেই পারছেন তখন আমার অবস্থা। কোন রকম একটা ঔষধের ক্যানভাসার গোছের হলেও হয়ত একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারতাম। আমাদের আর কিছু না থাকলেও, গলাটা কিন্তু অনেক উচ্চ মার্গের। একটু ইতি আতু করে বললাম; আমাদের এত বিরাট একজন সংখ্যা, সম্পদের অভাব, ইত্যাদি, ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও আমরা কেমন দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছনা? কথাটা বলে ও খুব একটা জোর দিতে পারছিলাম না, কেননা কার্যউপলক্ষে বাংলাদেশের আশে পাশের দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহ ঘুরে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমার বদ্ধ মূল ধারনা যে এদের অনেকই আমাদের থেকে আরো নাজুক পরিস্থিতি থেকে শুরু করে আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তবুও ফিলকে একটু বেকায়দায় ফেলার জন্য বললাম; প্রশ্নটা যখন তোমার মাথায় এসেছে, নিশ্চয়ই তুমি এব্যাপারে কিছু একটা ভাবনা চিন্তা করেছ– তুমিই বলনা, এবিষয়ে তোমার ধারণাটা।

ফিলের বিশ্বাস যে বাংলাদেশের জনগণের মেধা ও কর্মদক্ষতা তুলনা মূলকভাবে অনেক দেশের থেকেই উন্নত। তথাপি ঐসব অনেক দেশ থেকেই বাংলাদেশ কেন পিছিয়ে রয়েছে – বিষয়টাকে বিশ্লেষণ মুখী নিরীক্ষকের চোখ দিয়ে দেখতে গিয়ে কয়েকটি বিষয় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওর অফিসে ওকেসহ জনাপচিশেক কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জনাকয়েক খুবই করিতকর্মা, কিছু মাঝারি আর অন্যরা মোটামুটি। এদের মাঝে একজন আনুপাতিক ভাবে স্বল্প বয়স্ককে অন্যদের থেকে বেশি করিতকর্মা ও বুদ্ধিমান বলে মনে হওয়াতে তাকে ফিল দিনে দিনে আরও দায়িত্ব পূর্ণ কাজে নিয়োজিত করে। ফিলের তত্ত্বাবধানে সে খুবই দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদন করতে থাকে। এমত অবস্থায় তাকে শাখা প্রধানের পদে উন্নীত করা হয় যেখানে তাকে অধীনস্থদের তত্ত্বাবধান করতে হয় এবং তার নিজ শাখার কর্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে বা দিতে হয়। আর তখন থেকেই শুরু হয় সমস্যার – বেশির ভাগ কাজেই সে তাল গোল পাকাতে শুরু করল, বিশেষ করে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে। এমন কি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েও তা কার্যকর করতেই তস্তত করত। যে কিনা একজন চৌকশ কর্মচারী ছিল ফিলের তত্ত্বাবধানে, তাকে তত্ত্বাবধায়কের আসনে বসিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়ার পরই সে অকার্যকর হয়ে উঠলো কেন? বিষয়টা নিয়ে দুই একজন পরিচিতজনের সাথে আলাপ করে জানা গেল যে তাদেরও কারো কারো অভিজ্ঞতা নাকি অনুরূপ!

ফিলের কথা শুনতে শুনতে আমারও এমন একটি অভিজ্ঞতার মনে পড়ল। ICDDR'B তে ৬জন উপ-পরিচালকের মাঝে ৩জন ছিলেন বাঙালিও বাকি ৩জন বিদেশী। তাদের সবারই যার যার কর্ম পরিধিতে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া ও তা বাস্তবায়নের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। এদৎসত্ত্বেও বাঙালি উপ-পরিচালকরা সাধারণত কোন স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে ইতস্তত করতেন এবং পরিচালকের সম্মতির অপেক্ষা করতেন। অন্যদিকে বিদেশীরা খুব সহজ সরল ভাবেই তাদের নিজ ক্ষেত্রের কাজ কর্ম স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করে যেতেন।

সেভ দি চিলড্রেন ফান্ডের একটা উল্লেখযোগ্য কাজ হলো গ্রামে গঞ্জে প্রাথমিক স্কুল সমূহে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা। এই উপলক্ষে ফিলকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্কুল সমূহ পরিদর্শনে যেতে হোতো। তার আর একটি পর্যবেক্ষণ যে আমাদের গৃহে এবং স্কুলে দল গত (Group work) শিক্ষার প্রচলন নাই বললেই চলে। শিশু বয়স থেকেই চাপ দেয়া হয় ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের। সমষ্টিগত কাজে উৎসাহের পরিবর্তে অনুৎসাহিত করা হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। ক্লাসে ফার্স্ট হওয়ার জন্য যে পুরস্কার সে তুলনায় তিন জনে মিলে একটা ফার্স্ট-ক্লাস কাজ করার পুরস্কার নিতান্তই নগণ্য। এর ফলে যদিও একক ভাবে অনেকেই তার নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে সে ধরনের সাফল্যের নজির খুব কম। ফলশ্রুতিতে আমারা যদিও অনেক কর্মী সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি কিন্তু সে তুলনায় দক্ষ দলনেতা বা পরিচালক গড়তে সমর্থ হয়ে উঠি নাই। এর প্রতিফলন আমারা অহরহ দেখতে পাই আমাদের সমাজ জীবনে – একই মতাদর্শের ও উদ্দেশ্যের হয়ে ও বহু ক্ষেত্রেই আমরা এক সাথে কাজ করতে অপরাগ হই! আমরা ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জনে যতটা আগ্রহী, ততটাই আমাদের অবহেলা সমষ্টিগত সাফল্য অর্জনের প্রতি। সাফল্যের জন্য আমরা যত টানা পুরষ্কৃত হই তার চেয়ে বহুগুণ বেশি তিরষ্কৃত হই বিফলতার জন্য। অনেকেরই মনে থাকার কথা; পরীক্ষায় ভালো ফল করে বাড়ি ফিরে পুরষ্কার এর পরিমাণ বনাম উল্টোটা করে ফেরার তিরষ্কারের আধিক্যের তফাৎ খানা! আর এই কারণেই আমরা কর্মক্ষেত্রে নূতন কিছু করা বা কোন ঝুঁকি নেয়া থেকে বিরত থাকি – পাছে না আবার ভুল হয়ে যায়! আর সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েও তা কার্যকরী করতে ইতস্তত করতে হয় সময় সময়। এই সব দেশের মত আমাদের দেশে `দ্বিতীয় সুযোগ, এর ধারনাটা খুবই কম।

সত্তর দশকের শুরুর দিকে যখন আমি ইউনিভার্সিটির পাঠ চুকিয়ে সরকারী চাকুরীতে ঢুকতে যাচ্ছি তখন এক মুরুব্বীজন এই বলে আমাকে উপদেশ দিয়ে ছিলেন যে; চাকুরীতে যদি নির্ঝঞ্ঝাট ভাবে উন্নতি করে যেতে চাও তবে নিজ থেকে আগ বাড়িয়ে কাজ কম্ম যথাসম্ভব কম করবে। মনে রাখবে যে তুমি যদি দশটা কাজ করো, তার মধ্যে একটানা একটা হয়ত ভুল হবে এবং সেটাই হবে তোমার জন্য কাল। সেটাই সবিস্তারে লেখা হবে তোমার `Confidential Report` এ এবং পদে পদে সেটাই তোমার ওপরে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি কোন কাজ কর্ম না করে শুধু ডাণ্ডা ঘুড়িয়ে বেড়াও তোমার CR থাকবে ফকফকা পরিষ্কার আর উন্নতিও হবে দফায় দফায়! কথাটা যদিও তিনি রসিকতা করেই বলেছিলেন তবে তা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয় বোধ হয়।

ফিলকে সামাজিক তাও কার্যোপলক্ষে অনেক বাংলাদেশীদের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছে সময় সময়। বহু পরিবারের গৃহঅভ্যন্তরের মার্জিত রুচিও পরিষ্কার পরিছন্নতা তাকে মুগ্ধ করেছে। আবার একই সাথেওই সব কিছু কিছু পরিবারকে নিজের চার দেয়ালের বাইরে সামনের রাস্তায় ময়লা ফেলতে দেখে বিস্মিত হয়েছে। এমনও দেখেছে যে বাড়ীর মালিককে সামনের রাস্তা থেকে ইট উঠিয়ে তার দেয়াল মেরামত করতে। এধরনের মানসিকতার কারণ সম্ভবত; আমরা বড় হয়ে উঠেছি আমার মানসিকতা নিয়ে, আমাদের, মানসিকতা গড়ে উঠেনি বলেই বাড়ীর দেয়ালটাকে 'আমার' ভাবছি, কিন্তু যে রাস্তা দিয়ে আমিসহ অন্য সবাই চলাফেরা করি সেটাকে আমাদের ভাবতে শিখি নাই।

এই আমি'ত্বের প্রভাব আমাদের সামাজিক আচার আচরণেও বিদ্যমান। দাওয়াত বা অন্য কোন আচার অনুষ্ঠানে বেশির ভাগ আমন্ত্রিতরাই নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে উপস্থিত হন। এখানেও আমার সুবিধাটাকেই প্রাধান্য দেয়া হয় – পক্ষান্তরে আমন্ত্রণকারী বা অন্য অন্য আমন্ত্রিত অতিথিরা যে আমার সময় জ্ঞানের অভাব বা অজ্ঞতার কারণে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে তা আমলে নেয়া হয় না! অথচ ওই একই ব্যক্তি কিন্তু ঠিক সময় মতই চাকরীর ইন্টারভিউ বা ডাক্তারের এ পয়েন্ট মেন্টের জন্য হাজির হয়ে যান। কারণ একটাই, সেটা না করলে যে আমার'ই ক্ষতি!

ফিলের ধারনা আমাদের অনগ্রসরতার কারণ সমূহ এসবই এবং এসমস্ত বিষয় শুধরাতে হলে আমাদেরকে সমাজ/গৃহ-জীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। যেখানে আগামী প্রজন্মের নাগরিকরা শিখবে দেশ গঠনে সম্মিলিত অর্জনের গুরুত্বও প্রয়োজনীয়তা। তারা `আমি, থেকে আমাদের, কে গুরুত্ব দিবে বেশি। এই শিক্ষাকার্যক্রম হতে হবে দীর্ঘমেয়াদি অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে। অর্থ্যাৎ আজ যদি আমরা এই পরিবর্তনের শুরু করি তবে এই পরিবর্তনের ফসল ঘরে তুলতে আমাদের বিশ থেকে পঁচিশ বছর লাগবে। এই নতুন ধারায় শিক্ষিত প্রজন্ম যখন দেশের হাল ধরা শুরু করতে পারবে তখনি হয়ত পরিবর্তন দেখতে পাব। আর তখনি হয়ত সেই সোনার হরিণের দেখা পাব – যে সোনার হরিণের কথা আমরা শুনে আসছি জ্ঞান হওয়া অব্ধি। এর মাঝে হিমালয়ের বরফ গলে কত জল গড়িয়ে গেল দেশটির উপর দিয়ে, মসনদেরও অদল বদল হলো কতবার – কিন্তু সোনার হরিণের আজও দেখা পাওয়া গেল না। সোনার হরিণের সন্ধান পাওয়ার জন্য যে শ্রম, সময়ও ধৈর্যের প্রয়োজন তা কি আমাদের আছে? আমারা কি প্রস্তুত আছি আগামী বিশ পঁচিশ বৎসর ধরে শ্রম দিয়ে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার?

নব্বই দশকের কথা – আমি তখন ইউএসএইড এর একজন জ্বালানী বিষয়ক উপদেষ্টা দলের সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানী পরিকল্পনা প্রণয়নে কাজ করি। পরিকল্পনাটির একটি খসড়া নিয়ে আমারা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরে যাই তাকে অবহিত করার জন্য। শুরুতে আমাদের দলনেতা মন্ত্রীকে অবহিত করেন যে পরিকল্পনাটি তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথমটি স্বল্পকালীন –পাঁচ বৎসর মেয়াদী, দ্বিতীয়টি মধ্য কালীন – দশ বৎসর মেয়াদী এবং তৃতীয়টি দীর্ঘ কালীন – পঁচিশ বৎসর মেয়াদী। তখন মন্ত্রী মহোদয় চোখ কুঁচকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন: আমাদের ইলেকশন আর দুই বৎসর পর। পাঁচ বৎসর মেয়াদী পরিকল্পনা দিয়ে আমার কি লাভ? ওনাকে বলেন আগামী দুই বৎসরের মধ্যে কি করা যায় সেটা আমাকে বলতে!!

আজকের এই লেখাটির হয়ত একটি উপযুক্ত পরিসমাপ্তিটা না যায় যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জন এফকেনেডির একটি উক্তি দিয়ে; বিখ্যাত ফরাসী মার্শাল লেয়তেঁ বাগানের মালীকে একটা গাছ রোপণ করার কথা বললে মালী আপত্তি জানায়, কারন গাছটি খুবই আস্তে আস্তে বাড়ে এবং একশ বৎসর লেগে যেতে পারে পুরো পুরি বড় হতে। কথাটি শুনে মার্শাল লেয়তেঁ বলেছিলেন, তা হলে তো আমাদের আর সময় অপচয় করা উচিত নয়। গাছটিকে আজ বিকালের মধ্যেই রোপণ করা উচিৎ।

Eid Mubarak
Need Tax Return?
Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...
TAX TIME AHEAD
QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE
FREE TAX RETURN ASSESSMENT
Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management Bookkeeping & Many more
CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND
bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING
OUR PARTNERS
Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW
Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW
Find us on Facebook
Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000
www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি

সত্যের সাথে সব সময়

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper

Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, June 2019, Volume-6, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

AUSSIE FOREX & FINANCE PTY LTD

AFSL 431354

SEND MONEY TO BANGLADESH

Register now @ www.aussieforex.com.au

ZERO *remittance fee* for any BDT amount

Cash pick-up

Account deposit *(any bank A/C)*

- Same day cash pick up facility in most countries
- Full amount credit to benificiary account*
- Transfers to any bank account
- 24/7 online application

Our Correspondant Bank in Bangladesh

SIBL Social Islami Bank Limited Bangladesh

+88 02 9556664, 02 9554822
+88 0961 200 1122 ext-50620-3

SYDNEY
204/60 York Street
Sydney CBD, NSW 2000
(612) 9262 5062
(612) 9262 5061

PERTH
Shop 2
339 Albany Highway
Victoria Park, WA 6100
+618 6164 2478

MELBOURNE
Shop 1
44 Spencer Street
Melbourne, VIC 3000
+613 9629 2226

1300 85 2334
facebook.com/aussieforex

*Conditions Apply